

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২ প্রকল্প



বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২২

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃঃ নং
	নির্বাহী-সারসংক্ষেপ	iv
	Acronyms and Abbreviations	vi
	Glossary	vii
প্রথম অধ্যায়:	**প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ**	
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ	১
১.৩	প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি	২
১.৪	প্রকল্প সংশোধনের কারণসমূহ	২
১.৫	প্রকল্পের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য	২
১.৬	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ	২
১.৭	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	৩
১.৮	প্রকল্পের বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা	৫
১.৯	প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা	৫
১.১০	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লগ-ফ্রেম	১১
১.১১	প্রকল্পের Exit Plan	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়:	**প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কর্মপদ্ধতি (**Methodology)	
২.১	প্রভাব মূল্যায়ন কাজের পটভূমি	১৩
২.২	প্রভাব মূল্যায়ন কাজের উদ্দেশ্য	১৩
২.৩	প্রভাব মূল্যায়ন কাজের কার্যপরিধি	১৩
২.৪	প্রভাব মূল্যায়ন কাজের নমুনা সংগ্রহের ধারণাগত কাঠামো	১৪
২.৫	সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি (Methodology)	১৬
২.৬	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রশ্নমালা ও ছক/চেকলিস্ট	১৬
২.৭	প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ	১৭
২.৮	জরিপ কার্যক্রম	২২
২.৯	সেকেন্ডারী তথ্য /উপাত্ত সংগ্রহ	২২
২.১০	তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা ও তথ্য বিশ্লেষণ	২২
২.১১	প্রতিবেদন দাখিল	২৩
২.১২	কর্ম-পরিকল্পনা	২৪
তৃতীয় অধ্যায়:	**ফলাফল পর্যালোচনা**	
৩.১	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি-তে সংস্থান, আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় পর্যালোচনা	২৫
৩.২	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত বাস্তবায়ন	২৫
৩.৩	প্রকল্পের অর্থ-বছর ভিত্তিক আর্থিক-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা	২৬
৩.৪	প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা	২৭
৩.৫	প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা	২৯
৩.৬	লগ-ফ্রেমের আলোকে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আউটপুট ও ইনপুট পর্যালোচনা	৩৬
৩.৭	প্রকল্পের কর্মকান্ডসমূহ বাস্তবায়নের ফলে অর্জনসমূহ (Outcomes) পর্যালোচনা	৪২
৩.৮	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা	৪৩
৩.৯	প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ	৪৭
৩.১০	সরেজমিনে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিদর্শন	৬০
৩.১১	প্রকল্প টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা	৬০

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃঃ নং
৩.১২	কেআইআই হতে প্রাপ্ত তথ্যর বিশ্লেষণ	৬১
৩.১৩	এফজিডি হতে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ	৬৪
৩.১৪	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা হতে প্রাপ্ত ফলাফল	৬৭
৩.১৫	প্রকল্পের সাফল্যগাথা (Success Stories)	৭০
চতুর্থ অধ্যায় :	**SWOT বিশ্লেষণ**	৭৫
পঞ্চম অধ্যায়:	**সার্বিক পর্যবেক্ষণ**	
৫.১	প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ	৭৬
৫.২	মহিলা কর্মী নির্বাচন ও মজুরি প্রদান পর্যবেক্ষণ	৭৬
৫.৩	ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ	৭৬
৫.৪	লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন পর্যবেক্ষণ	৭৬
৫.৫	প্রকল্পের আউটপুট অর্জন পর্যবেক্ষণ	৭৭
৫.৬	উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান পর্যবেক্ষণ	৭৭
৫.৭	সঞ্চয়কৃত টাকার ব্যবহার পর্যবেক্ষণ	৭৭
৫.৮	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ	৭৮
৫.৯	নারীর ক্ষমতায়নে প্রকল্পের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ	৭৮
৫.১০	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ	৭৮
৫.১১	প্রকল্প টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ	৭৮
ষষ্ঠ অধ্যায়:	**সুপারিশমালা ও উপসংহার**	
৬.১	সুপারিশমালা	৭৯
৬.২	উপসংহার	৮০
রেফারেন্সসমূহ		৮১
সংযোজনীসমূহ		
সংযোজনী-১	সুবিধাভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা	৮২
সংযোজনী-২	কন্ট্রোল গ্রুপের জন্য প্রশ্নমালা	৮৫
সংযোজনী-৩	কেআইআই গাইডলাইন	৮৭
সংযোজনী-৪	এফজিডি গাইডলাইন	৯০
সংযোজনী-৫	কেইস স্টাডির গাইডলাইন	৯৩
সংযোজনী-৬	ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট	৯৪

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে ও সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে ইতিবাচক অবদান রাখার নিমিত্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর সহায়তায় (২৫০১৩.৬৯ লক্ষ টাকা) এবং জিওবি (৮৩৪৮৬.৩১ লক্ষ টাকা) অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক "পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২" প্রকল্পটি জুলাই ২০১৩- জুন ২০১৮ মেয়াদে মোট ১০৮৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের মূল ডিপিপি জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৭ মেয়াদে ১১০২০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ০২/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ০৭/০৫/২০১৭ তারিখে ১০৮৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মূল প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে ১.৫৪% হ্রাসে জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত (১ বছর) মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। মূলত ইউরোর বিনিময় হার হ্রাসের ফলে ডিপিপি'তে সংস্থানকৃত প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ) অপেক্ষা প্রায় ৩৬৪২.৭৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখা দেয় যা জিওবি সংস্থান থেকে ঘাটতি পূরণ করার দরকার হয় ও পূর্ত কাজের হ্রাস/বৃদ্ধি এবং রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় প্রধান কাজ ছিল সারা দেশে ৯০,৯৬০ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করা।

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংখ্যাগত তথ্যের জন্য দৈবচয়নের ভিত্তিতে প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী ৫৭৬ জন এবং কন্ট্রোল গ্রুপ ২৮৮ জন (৫৭৬+২৮৮= ৮৬৪ জন) এর থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং কেআইআই (৬৬টি), এফজিডি (৮টি) ও ১টি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা হতে গুণগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, সেকেন্ডারী উৎস (আরডিপিপি, পিসিআর, চূড়ান্ত জরিপ প্রতিবেদন, আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদন ইত্যাদি) হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিবেদনে সন্নিবেশন করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় প্রধান কাজ ছিল সারা দেশে ৯০,৯৬০ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ৫৯,১৮০ জন গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের নিয়োজিত করে তাদের দারিদ্র্যতা হ্রাস করা। সে অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ৯০,৯৬০ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়কে সৃষ্ট গর্তসমূহ যেমন-গাড়ীর চাকার দ্বারা সৃষ্ট গর্ত ও বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট গর্তসমূহ ভরাট করা এবং ব্রীজ/কালভার্টের ঢাল ও এপ্রোচ মাটি দ্বারা মেরামতের মাধ্যমে সড়ক টেকসই এবং সড়কের পাশে ঝোপ/ঝাড় পরিষ্কারের মাধ্যমে সড়কের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। সমীক্ষাকালীন সময়ে দেখা যায় যে, মেরামতকৃত অনেক সড়কের ঢাল ভেঙ্গে গিয়েছে। পূর্বের মেরামতকৃত কাঁচা রাস্তাগুলো এখন বেশিরভাগ পাকা হয়ে গিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পাকা রাস্তায় বৃষ্টির পানি বেশি গড়ানোর জন্য রাস্তার পাশের ঢাল ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং অনেক সড়কের পাশে ঝোপ/ঝাড় সৃষ্টি হয়েছে। মূলত যথাযথ ঢাল সংরক্ষণ ও মাটি কম্পেকশন করা হলে সোল্ডার অধিক টেকসই হতো মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রকল্পের আওতায় ৫৯,১৮০ জন সুবিধাভোগীর সকলেই ছিল দুঃস্থ নারী। প্রকল্প সময়কালীন সময়ে এ সকল দুঃস্থ, অসহায়, অস্বচ্ছল নারীদের ৪ বছরের কাজের সুযোগ তৈরি হয়। প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণকারী সুবিধাভোগীরা দৈনিক ১৫০/- করে মজুরি পায়, যার দ্বারা তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেকের দৈনিক মজুরি থেকে ৫০ টাকা সঞ্চয় হিসেবে ব্যাংকে জমা রাখা হতো, যা ৪ বছর পর এককালীন ৭৫০০০-৭৮০০০ টাকা হয়। সেই সঞ্চিত অর্থ সুবিধাভোগীরা বিভিন্ন উপার্জনমূলক কাজের মাধ্যমে যেমন- গরু/ছাগল বা হাঁস/মুরগীর খামার, স্বামী/ছেলেদের ভ্যান/রিক্সা ক্রয়, ছোট ব্যবসা, মুদি দোকান স্থাপন, মাছ চাষ এবং শাক.সবজি চাষের মাধ্যমে নিজেদের কর্মসংস্থান এবং টেকসই আয় উপার্জনের মাধ্যম তৈরি করে। প্রকল্পের লক্ষ্য অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের ৭০-৮০% চরম দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা থেকে মুক্তি পেয়েছে। যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। বাকি ২০-৩০% সুবিধাভোগী সঞ্চয়কৃত টাকা দিয়ে বাড়ি/ঘর মেরামত, ছেলে/মেয়ের বিবাহ এবং পরিবারের অন্যান্য কাজে ব্যয় করেছেন।

প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয়ে বেইজলাইন, চূড়ান্ত জরিপ প্রতিবেদন (২০১৮ সাল) এবং কন্ট্রোল গ্রুপের সাথে কতিপয় সূচকের তুলনামূলক চিত্র প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। সমীক্ষাকালীন দেখা যায় যে, সুবিধাভোগীদের ৫৯.২০% এবং কন্ট্রোল গ্রুপের ৬৪.৯৩% নিজে পরিবার প্রধান। প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সুবিধাভোগীদের বেইজলাইন এর থেকে বর্তমানে গড় ৩৯.২১% আয় এবং ২৩.১৫% সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া সুবিধাভোগীদের পরিবারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে ৮৬.৪৬% এবং ৮৮.৩৭% এর পারিবারিক ও সামাজিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পের আওতায় শতভাগ নারী কর্মী আইজিএ বা দক্ষতা উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতামূলক (বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, মাতৃত্বকালীন সেবা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি) ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রকল্পের মেয়াদকালে সুবিধাভোগীরা ১২টি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে ৭৩.৭৮% সুবিধাভোগীর কর্মসংস্থানে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, ৭৬.০৪% সুবিধাভোগীর দক্ষতা উন্নয়ন হয়েছে।

বর্তমানে ৭৫.৬৯% সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে পারছেন। তবে প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে যথাযথভাবে ফলোআপ করতে পারলে প্রশিক্ষণের শতভাগ প্রভাব নিশ্চিত করা যেতো।

প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনায় পণ্য ক্রয়ের ০৯টি, কার্য ক্রয়ের ০১টি এবং সেবা ক্রয়ের ০৩টি প্যাকেজ ছিল। সমীক্ষাকালীন দেখা যায় যে, প্রকল্প অফিস কর্তৃক পণ্য ক্রয়ের ১টি প্যাকেজ (RERMP-2/GD-4) আরডিপিপি'র ক্রয় পদ্ধতি (NOTM) অনুযায়ী দরপত্র আহবান করা হয়েছে। বাকি ০৮টি প্যাকেজ আরডিপিপি'তে উল্লিখিত ক্রয় পদ্ধতি (DPM ও RFQ) অনুযায়ী পণ্য ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় কার্য ক্রয়ের মাত্র একটি প্যাকেজ RERMP-2/W-1 (Rural Road Maintenance (engaging of Women crews) (Upazial, Union & Village Roads) ছিল। ক্রয় পদ্ধতি ছিল LCS এবং বরাদ্দ ছিল ১০১৬৩২.১৬ লক্ষ টাকা। উক্ত প্যাকেজের আওতায় LCS নিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবে সর্বমোট ৯৬৯১৬.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। কার্য ক্রয়ের প্রাক্কলিত বরাদ্দ থেকে বাস্তবে ৪৭১৫.৬৮ (৪.৬৩%) লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। সেবা ক্রয়ের ৩টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। RERMP-2/S-1 (Training of Women crews & Others) প্যাকেজের আওতায় ১০টি এনজিও এর সাথে ৬৯৯.৪৩ লক্ষ টাকার চুক্তি সম্পাদিত হয়। পরবর্তীতে আয়কর বৃদ্ধির কারণে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ২.০২% ভেরিয়েশন অনুমোদন করা হয়।

এ প্রকল্পে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ২জন প্রকল্প পরিচালক পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালন করেছেন এবং প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী শতভাগ জনবল নিয়োগ করা হয়। তবে, প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে শুরু হলেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জিওবি অংশে অর্থ সংস্থানের বিলম্বের কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অংশে দুঃস্থ নারীদের নিয়োগ কার্যকর হয় অক্টোবর ২০১৩ এবং জিওবি অংশে দুঃস্থ নারী কর্মীদের নিয়োগ কার্যকর হয় এপ্রিল ২০১৪ তারিখে। অর্থাৎ প্রায় ১ বছর পর জিওবি অংশে দুঃস্থ নারী কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় কর্মরত কর্মীগণের দৈনিক মজুরি টাকা পরিশোধে মাঝে মাঝে প্রায় ৪-৫ মাস সময়ও বিলম্ব হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ৫,২১,৭০১.৪০ টাকার ১টি অডিট আপত্তি রয়েছে যা এখনও নিস্পত্তি হয়নি।

প্রকল্পের সবলদিকগুলো হলো- বরাদ্দ থেকে ১৭০০ লক্ষ টাকা কম ব্যয়ে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করা এবং সুবিধাভোগী সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন, জীবিকার বৈচিত্র্যকরণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রকল্পের দুর্বল দিকে দেখা যায়, উপকারভোগী মহিলা কর্মীদের দৈনিক মজুরির টাকা সময়মত প্রদান করা হয়নি। প্রকল্পে বাস্তবায়নের মাধ্যমে MDG-1 অর্জনে সরকারকে সহায়তা করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। প্রকল্পের ঝুঁকি'তে দেখা যায়, সড়ক মেরামত কাজে মাটি পেতে স্থানীয় জনসাধারণের সাথে বিরোধের আশংকা রয়েছে।

এ প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত মহিলা কর্মীদের দৈনিক মজুরি বাজার দরের তুলনায় অনেক কম বিধায় ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্পে কর্মীদের মজুরির পরিমাণ বিদ্যমান ভোক্তা মূল্য সূচকের সাথে সমন্বয় রেখে নির্ধারণ করা যেতে পারে। দেশে অঞ্চলভেদে দারিদ্র্যতার মাত্রা অনুযায়ী নারী কর্মীর সংখ্যা নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং উপকারভোগীদের সঞ্চিত অর্থ প্রকৃত কর্মসংস্থানে বিনিয়োগ করার লক্ষ্যে এনজিও এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কে আরও যত্নবান হওয়া দরকার। প্রকল্পের আওতায় যেসব সুবিধাভোগী নিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন তাদেরকে অনুসরণ করে বাকী সুবিধাভোগীরাও আত্মউন্নয়নের চেষ্টা করতে পারেন। প্রকল্পটির সফলতার দিক বিবেচনা করে ভবিষ্যতে সারা দেশে অনুরূপ প্রকল্প টেকসইভাবে ধারাবাহিক আকারে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

Acronyms and Abbreviations

ADP	:	Annual Development Programme
BoQ	:	Bill of Quantity
BASA	:	Bangladesh Association for Social Advancement
CPTU	:	Central Procurement Technical Unit
DPP	:	Development Project Proposal
DPD	:	Deputy Project Director
DPM	:	Direct Procurement Method
DoFP	:	Delegation of Financial Power
FGD	:	Focus Group Discussion
FBS	:	Fixed Budget Selection
GoB	:	Government of Bangladesh
IGA	:	Income Generating Activities
IMED	:	Implementation Monitoring & Evaluation Division
KII	:	Key Informant Interview
LGD	:	Local Government Division
LGED	:	Local Government Engineering Department
LCS	:	Labor Contracting Society
MANUS	:	Madaripur Nari Unnayan Sastha
PD	:	Project Director
PPA	:	Public Procurement Act-2006
PPR	:	Public Procurement Rules-2008
PIC	:	Project Implementation Committee
PRATAY	:	Promotional Research Advocacy Training Action Yard
QCBS	:	Quality Cost-Based Selection
RDPP	:	Revised Development Project Proforma
RERMP-2	:	Rural Employment & Road Maintenance Programme-2
RFQ	:	Request for Quotation
SBSS	:	Society for Bright Social Service
SND	:	Special Notice Deposit
SPSS	:	Statistical Package for Social Science
SSS	:	Single Source Selection
SKUS	:	Samaj Kalyan O Unnayan Shangstha
SWOT	:	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
ToR	:	Terms of Reference

Glossary

LCS:

মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপ ও শ্রমিকদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদলের (এলসিএস) ধারণা এলজিইডিতে প্রচলিত হয়। ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রমে দরিদ্র লোকদের সরাসরি নিয়োজিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্রতা দূরিকরণের ক্ষেত্রই হলো এলসিএস বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল। এলসিএসের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা।

SND Account:

স্পেশাল নোটিশ ডিপোজিট (এসএনডি) হিসাব একটি বিশেষ ধরণের হিসাব যা বৃহৎ কর্পোরেট গ্রাহকদের জন্য খোলা হয়ে থাকে। যেখানে চলতি হিসাবের মতো লেনদেন অনুমোদন করা হয়। কিন্তু এই হিসাবের বিপরীতে সুদ/মুনাফা দেয়া হয়ে থাকে।

Shoulder:

সড়কের পেভমেন্টের পাশে জরুরী যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে যে অংশ নির্মাণ করা হয় তাকে শোল্ডার বলে। শোল্ডারে সাধারণত পথচারী, বাইসাইকেল ও অযান্ত্রিক ধীরগতির যানবাহন চলাচল করে।

প্রথম অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশ বিশ্বের অধিক ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এটি দ্রুত অগ্রসরমান একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং বেশির ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। দরিদ্রতা সারাদেশেই বিদ্যমান তবে গ্রাম অঞ্চলে এর প্রভাব অনেক বেশি। দেশের প্রায় ৪ কোটি লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে- অর্থাৎ দৈনিক ২২৫০ কিলো ক্যালরি সমপরিমাণ খাদ্য অপেক্ষা কম গ্রহণ করে। ভূমিহীন, অধিক জনসংখ্যা এবং কৃষি খাতে কম উন্নয়ন, বেকারত্ব, এবং ঋণ সুবিধার স্বল্পতার দ্বারা গ্রামীণ দরিদ্রকে বিশেষায়িত করা হয়। ১৯৭৪ সালে বন্যা ও দূর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচীর সূচনা হয়েছিল। কাবিখা কর্মসূচী যদিও স্বল্প মেয়াদী কর্মসংস্থানের জন্য শুরু করা হয়েছিলো। সময়ের বিবর্তনে এটা উপলব্ধি হয় যে, খাদ্যকে জাতীয় উন্নয়নে আরও কার্যকর সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আরও লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে খাদ্য সহায়তা যদিও স্বল্প মেয়াদে কর্মসংস্থানে কার্যকর ভূমিকা রাখে, গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সারা বছর ব্যাপী কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৮৩ সালে কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এর খাদ্য সহায়তার বিক্রয়লব্ধ অর্থে কেয়ার বাংলাদেশ এর মাধ্যমে ৭টি ইউনিয়নে পাইলট প্রকল্প হিসেবে পল্লী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী (আরএমপি) শুর করে। আরএমপি প্রকল্পটি (১) সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কেম্পোনেন্ট (আরএমসি) এবং (২) ইনকাম ডাইভারসিফিকেশ কম্পোনেন্ট (আইডিসি) ২টি অঙ্গ নিয়ে বিভিন্ন দাতা সংস্থার অর্থায়নে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। যেহেতু স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত তাই ১৯৯৫-২০০২ মেয়াদে প্রকল্পটি এলজিইডি ও কেয়ার বাংলাদেশ কর্তৃক যৌথভাবে বাস্তবায়িত হয়। ২০০৩-২০০৭ মেয়াদে প্রকল্পটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং কেয়ার বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত হয়। এই পর্যায়ে প্রকল্পটি অর্থায়নের জন্য অন্য কোন দাতা সংস্থা না পাওয়ায় এলজিইডি বাংলাদেশ সরকারের অর্থে ২০০৮-২০১৩ মেয়াদে "রুরাল মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম"(আরএমপি) এর পরিবর্তে "রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম" (আরইআরএমপি) শিরোনামে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। এই সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় "রিওপা" শিরোনামে অনুরূপ একটি প্রকল্প স্থানীয় সরকার বিভাগ সরাসরি বাস্তবায়ন করে। পরবর্তীতে পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে ও সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী ইতিবাচক অবদান রাখার নিমিত্তে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর সহায়তায় "আরইআরএমপি-২" প্রকল্পটি জুলাই ২০১৩- জুন ২০১৮ বাস্তবায়ন এর জন্য গৃহীত হয়। "আরইআরএমপি-২" এর বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের ১৩৭০ টি ইউনিয়নের ২৭,৪০০ দুস্থ নারী কর্মীদের পারিশ্রমিকের জন্য ইউরোপিও ইউনিয়ন ২৬.৫ মিলিয়ন ইউরো প্রদান করে এবং দেশের অবশিষ্ট ৩১৭৮টি ইউনিয়নে "আরইআরএমপি-২" এর কাজ বাংলাদেশ সরকারের অর্থে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত এবং বাস্তবায়িত হয়।

১.২ প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ

১.২.১ প্রকল্পের নাম : "পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২"

১.২.২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ

১.২.৩ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

১.২.৪ বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৮

১.২.৫ প্রকল্পের অবস্থান :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
০৮টি	৬৪টি	৪৮৫

১.৩ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি

সারণি: ১.১ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল ডিপিপি'র চেয়ে % হ্রাস/বৃদ্ধি)	অতিক্রান্ত সময় (মূল ডিপিপি'র চেয়ে % হ্রাস/বৃদ্ধি)
মূল	১ম সংশোধিত		মূল	১ম সংশোধিত			
১	২	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১১০২০০.০০	১০৮৫০০.০০	১০১১৪০.২	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৭	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮	১৭০০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে (-১.৫৪%)	১ বছর ২৫% (বৃদ্ধি)

উৎসঃ ডিপিপি ও পিসিআর

প্রকল্পের মূল ডিপিপি জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৭ মেয়াদে ১১০২০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ০২/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ০৭/০৫/২০১৭ তারিখে ১০৮৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মূল প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে ১.৫৪% হ্রাসে জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত (১ বছর) মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ীত হয়।

১.৪ প্রকল্প সংশোধনের কারণসমূহ

প্রকল্প সংশোধনের মূল কারণ হলো- ইউরোর বিনিময় হার হ্রাসের ফলে ডিপিপি'তে সংস্থানকৃত প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ) অপেক্ষা প্রায় ৩৬৪২.৭৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখা দেয় যা জিওবি সংস্থান থেকে ঘাটতি পূরণ করার দরকার হয়। এছাড়াও পূর্ত কাজের হ্রাস/বৃদ্ধি এবং রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি অন্যতম কারণ।

১.৫ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাতৃ প্রধান ৫৯,১৮০টি দুঃস্থ পরিবারকে অতি দরিদ্র থেকে উত্তরণ করা। এছাড়া প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিম্নরুপ:

ক. টেকসইভাবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাসে সরকারি উদ্যোগকে সহায়তা করা;

খ. গ্রামীণ হাট বাজার ও সার্ভিস সেন্টার সংযোগকারী ৯০৯৬০ কিঃমিঃ সড়ক বছরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে চলাচলের উপযোগী রাখা

১.৬ প্রকল্পের প্রধান কাজসমূহ

১. গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ- ৯০,৯৬০ কিঃমিঃ এবং সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ৫৯,১৮০ জন দুঃস্থ মহিলাদের নিযুক্তকরণের মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্যতা হ্রাস করা।

১.৭ আরডিপিপি অনুয়ায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা নিম্নের সারণি ১.২-এ দেয়া হলো:-

সারণি-১.২: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)

ইকনমিক সাব-কোড ভিত্তিক অঙ্গের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		ডিপিএ	লক্ষ্যমাত্রা	
				আরপিএ	এসএ		মোট আর্থিক বরাদ্দ	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক) রাজস্ব ব্যয়								
Pay of Officer	সংখ্যা	৭২	৬১৪.৫৬	--	--	--	৬১৪.৫৬	০.৫৬
Pay Of Establishment	সংখ্যা	১৩৭	৭৮১.৮২	--	--	--	৭৮১.৮২	০.৭২
Allowances				--	--	--		
Dearness Allowance	থোক	--	৫৪.৫২	--	--	--	৫৪.৫২	০.০৫
House Rent	জনমাস	১২৫৪০	৬৭৭.৫৯	--	--	--	৬৭৭.৫৯	০.৬২
Rest & Recreation	থোক	--	৮.৬৭	--	--	--	৮.৬৭	০.০০৮
Festival Allowance	জনমাস	২০৯০	২৫১.৯৭	--	--	--	২৫১.৯৭	০.২৩
New Year Allowance			২২.৫৬	--	--	--	২২.৫৬	০.০২
Medical Allowance	জনমাস	১২৫৪০	৯৯.১৮	--	--	--	৯৯.১৮	০.০৯
Washing Allowance	জনমাস	১৯২	০.৩০	--	--	--	০.৩০	০.০০০২
Tiffin Allowance	জনমাস	৮২২০	১১.৭৫	--	--	--	১১.৭৫	০.০১
Conveyance Allowance	জনমাস	৮২২০	৪.৮৮	--	--	--	৪.৮৮	০.০০৪
Education Allowance	জনমাস	১২৫৪০	৫৮.১২	--	--	--	৫৮.১২	০.০৫
Miscl. (Deputation, Charge Allowance, mob allowance, Service benefits, Overhead cost, Adjustment of cost escalation, etc.)	থোক	--	২০৬.১৫	--	--	--	২০৬.১৫	০.১৯
উপ-মোট (৪৭০০) =				**--**	**--**	**--**	**১৩৯৫.৬৮**	১.২৮
Total (Salary & Allowance)=			**২৭৯২.০৬**	**--**	**--**	**--**	**২৭৯২.০৬**	২.৫৭
Supply & Services								
TA & DA	জনমাস	৯৫০০	১২৯.৯৩	--	--	--	১২৯.৯৩	০.১১
Transfer TA	থোক	--	৬.২২	--	--	--	৬.২২	০.০০৫
Over Time Allowance	থোক	--	৮.০০	--	--	--	৮.০০	০.০০৭
Telephone	থোক	--	২.৮৫	--	--	--	২.৮৫	০.০০২
Electricity	থোক	--	১৬.১৫	--	--	--	১৬.১৫	০.০১
Fuel & Gas	থোক	--	৪.০৯	--	--	--	৪.০৯	০.০০৩
Fuel & Lubricants	লিটার	৮৪১৩১৫	৫৪৬.৮৬	--	--	--	৫৪৬.৮৬	০.৫০
Bank Commission (Transfer Commission)	থোক	থোক	১৬২.৫৮	--	--	--	১৬২.৫৮	০.১৫
Printing & Packages (Training Manual Books, Certificates for crews members, banner & others)	থোক	থোক	৩৬.৯৫	--	৩৯.৮৭	--	৭৬.৮২	০.০৭
Stationary, Seal, Stamps & Postage	থোক	থোক	২১.০০	--	১.৪৯	--	২২.৪৯	০.০২

ইকনমিক সাব-কোড ভিত্তিক অঙ্গের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		ডিপিএ	লক্ষ্যমাত্রা	
				আরপিএ	এসএ		মোট আর্থিক বরাদ্দ	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
Advertisement & Publication	সংখ্যা	২০০	২০.০৬	--	২৯.৫২	--	৪৯.৫৮	০.০৫
Training Cost	md	১২৪৪০০০	১১০৬.৩৯	--	--	--	১১০৬.৩৯	১.০১
Entertainment	থোক	--	৪.৯৫	--	--	--	৪.৯৫	০.০০৪
Consultancy (software preparation & survey etc) (appendix-111)	থোক	--	৮৮.৫০	--	--	--	৮৮.৫০	০.০৮
Computer Consumable	থোক	--	১৩.০৯	--	১.১১	--	১৪.২০	০.০১
Audit (External Audit & Evaluation)	থোক	--	০০	--	--	৪২২.৫০	৪২২.৫০	০.৩৯
Misc. Expenditure	থোক	--	১৩.৫০	--	--	--	১৩.৫০	০.০১
Sub-Total (4800)=					**৭৮.৭৯**		**২৬৮০.৮৭**	২.৪৭
Repair Maint & Rehabilitation				--	--	--		
Vehicles (2 Jeep & 564 Motorcycle) To be transferred from 1st phase)	থোক	--	১২৫.৯৪	--	৪.০৩	--	১২৯.৯৭	০.১১
Furniture	থোক	--	৩.৩৬	--	--	--	৩.৩৬	০.০০৩
Computer Office Equipment	থোক	--	১২.৭৪	--	--	--	১২.৭৪	০.০১
Misc. Expenditure	থোক	--	৯.০০	--	--	--	৯.০০	০.০০৮
Sub Total (4900)					**৪.০৩**		**১৫৫.০৭**	০.১৪
উপ-মোট (ক. রাজস্ব) =			**৫১১৯.৬৯**		**৮২.৮২**	**৪২২.৫০**	**৫৬২৫.০১**	**৫.১৮**
খ) মূলধন ব্যয়								
Compute for project HQ & District	সংখ্যা	৮০	৮০.০০	--	--	--	৮০.০০	০.০৭
Furniture for project HQ & District	থোক	--	১৫.০০	--	--	--	১৫.০০	০.০১
Maintenance Tools, Medicals Kits, Aprons, Training Materials, Bicycle etc.	থোক	--	৯০৬.৬৫	--	২৪১.১৮	--	১১৪৭.৮৩	১.০৫
Sub-Total (6800)=	থোক	--	১২৮৫.৮৯	--	২৪১.১৮	--	১২৮৫.৮৯	১.১৮
Land & Other Assets Procurement		--		--	--	--	০.০০	
Rural Road (by 90960 Km)	কিঃমিঃ	৯০৭৬০০	৭৭৩৬৪.৯৭	--	২৪২৬৭.১৯	--	১০১৬৩২.১৬	৯৩.৬৭
a) Physical Contingency	--	--	০০	--	০০	--	০.০০	
b) Price contingency	--	--	০০	--	০০	--	০.০০	
উপ-মোট (৭০০০)=			৭৭৩৬৪.৯৭	--	২৪২৬৭.১৯	--	১০১৬৩২.১৬	৯৩.৬৭
উপ-মোট (খ. মূলধন)			**৭৮৩৬৬.৬২**	**--**	**২৪৫০৮.৩৭**	**--**	**১০২৮৭৩.০১**	**৯৪.৮২**
সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন)			**৮৩৪৮৬.৩১**		**২৪৫৯১.১৯**	**৪২২.৫০**	**১০৮৫০০.০০**	**১০০%**

সূত্রঃ আরডিপিপি

১.৮ প্রকল্পের বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

প্রকল্পের আরডিপিপি'তে বছরভিত্তিক প্রতিটি অঙ্গের কর্ম-পরিকল্পনা রয়েছে। কর্ম-পরিকল্পনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের প্রধান কাজ ছিল ৯০৭৬০০ কিঃমিঃ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ যা প্রকল্পের মোট কর্ম-পরিকল্পনার ৯৩.৬৭%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা অনুচ্ছেদ-৩.৪ এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে। আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নে সারণি ১.৮.১ এ দেওয়া হলো-

১.৯ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের যাবতীয় ক্রয় কার্যক্রম অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ অনুসারে সম্পাদিত হয়েছিল কি-না তা' সমীক্ষাকালে ক্রয় সংক্রান্ত দলিল/কাগজপত্র পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ক্রয় পদ্ধতি এবং ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের মধ্য কোন ধরনের পরিবর্তন থাকলে তা কারণসহ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও অনুমোদিত ডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা ব্যতিত প্যাকেজ ভেঙ্গে আলাদা আলাদা লটে বিভক্তকরণ করা হয়েছে কিনা তা দলিলাদি/কাগজপত্র যাচাই পূর্বক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেজের জন্য আলাদা আলাদা চেকলিস্টের মাধ্যমে ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলী পর্যালোচনা করে প্রতিবেদনে সন্নিবেশন করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ-৩.৫)। আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের পণ্য, কার্য এবং সেবা ক্রয় সংক্রান্ত ক্রয়-পরিকল্পনা নিম্নের সারণি-১.৯.১, ১.৯.২ ও ১.৯.৩-এ দেখানো হলো-

সারণি: ১.৮.১ আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বছরভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক পরিকল্পনা

আর্থিক কোড	ইকনমিক কোড/ সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড ভিত্তিক অঙ্গের বর্ণনা	মোট আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা		পরিমাণ	মোট খরচ	ওজন (Weight)	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বছর-১ (২০১৩-১৪)		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বছর-২ (২০১৪-১৫)		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বছর-৩ (২০১৫-১৬)		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বছর-৪ (২০১৬-১৭)		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বছর-৫ (২০১৭-১৮)	
			পরিমাণ /ইউনিট	একক দর					% আইটেমে রে	% প্রকল্পের		% আইটেমে রে	% প্রকল্পের		% আইটেমে রে	% প্রকল্পের		% আইটেমে র	% প্রকল্পের		% আইটেমে রে	% প্রকল্পের
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
৪৫০০	৪৫০১	Pay of Officer	Nos.	৮.৫৪	৭২	৬১৪.৫৬	০.০০৬	৭১.৪৭	১১.৬৩	০.০৭	৬১.৩৪	৯.৯৬	০.০৬	১০৬.৯৪	১৭.৭৩	০.১০	১৮২.৭৮	২৯.৭৪	০.১৭	১৯০.০৩	৩০.৯২	০.১৮
৪৬০১		Sub- Total				৬১৪.৫৬	০.০০৬	৭১.৪৭	১১.৬৩	০.০৭	৬১.৩৪	৯.৯৮	০.০৬	১০৮.৯৪	১৭.৭৩	০.১০	১৮২.৭৮	২৯.৭৪	০.১৭	১৯০.০৩	৩০.৯২	০.১৮
	৪৬০১	Pay Of Establishment	Nos	৫.৭১	১৩৭	৭৮১.৮২	০.০০৭	২৮.২১	৩.৬১	০.০৩	৪৩.৮১	৫.৬০	০.০৪	৭০.০৫	৮.৯৬	০.০৯	৩২৯.০০	৪২.০৮	০.৩০	৩১০.৭৫	৩৯.৭৫	০.২৯
		Sub- Total (4600)				৭৮১.৮২	০.০০৭	২৮.২১	৩.৬১	০.০৩	৪৩.৮১	৫.৬০	০.০৪	৭০.০৫	৮.৯৬	০.০৯	৩২৯.০০	৪২.০৮	০.৩০	৩১০.৭৫	৩৯.৭৫	০.২৯
৪৭০০	Allowance	Allowances				০.০০		-			-		০.০০			০.০০						
	৪৭০১	Deamess Allowance				৫৪.৫২	০.০০১	২০.২২	৩৭.০৯	০.০২	২২.৪১	৪১.১০	০.০২	১১.৮৯	২১.৮১	০.০১				-	০.০০	০.০০
	৪৭০৫	House Rent	mm	০.০৫	১২৫৪০	৬৭৭.৫৯	০.০০৬	৫৯.০৩	৮.৭১	০.০৫	৪৬.৭৮	৬.৯০	০.০৪	৪৯.৭৮	৭.৩৫	০.০৫	২৫১.০০	৩৭.০৪	০.২৩	২৭১.০০	৩৯.৯৯	০.২৫
	৪৭০৯	Rest & Recreation				৮.৬৭	০.০০০	১.০৫	১২.১১	০.০০	০.৬৬	৭.৬১	০.০০	০.৯৬	১১.০৭	০.০০	৩.০০	৩৪.৬০	০.০০	৩.০০	৩৪.৬০	০.০০
	৪৭১৩	Festival Allowance	mm	০.১২	২০৯০	২৫১.৯৭	০.০০২	১৩.৪৬	৫.৩৪	০.০১	১৫.৮৮	৬.৩০	০.০১	২৫.৯১	১০.২৮	০.০২	৯৫.৯৬	৩৮.০৮	০.০৯	১০০.৭৬	৩৯.৯৯	০.০৯
	৪৭১৪	New Year Allowance				২২.৫৬	০.০০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	২.৮০	১২.৪১	০.০০	৯.৬০	৪২.৫৪	০.০১	১০.১৬	৪৫.০৪	০.০১
	৪৭১৭	Medical Allowance	mm	০.০১	১২৫৪০	৯৯.১৮	০.০০১	৭.৯৫	৮.০২	০.০১	৭.৬১	৭.৬৭	০.০০১	৮.৩৯	৪.৪৬	০.০১	৩৭.৬১	৩৭.৯২	০.০৩	৩৭.৬২	৩৭.৯৩	০.০৩
	৪৭২৫	Washing Allowance	mm	০.০১	৪০	০.৩০	০.০০০		০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.১৫	৫০.০০	০.০০	০.১৫	৫০.০০	০.০০
	৪৭৫৫	Tiffin Allowance	mm	০.০০	৮২২০	১১.৭৫	০.০০০	০.৫৫	৪.৬৮	০.০০	০.৭৫	৬.৩৮	০.০০	০.৬৭	৫.৭০	০.০০	৪.৮৯	৪১.৬২	০.০০	৪.৮৯	৪১.৬২	০.০০
	৪৭৬৫	Conveyance Allowance	mm	০.০০	৮২২০	৪.৮৮	০.০০০	০.০৭	৪.৪৩	০.০০	০.০৭	১.৪৩	০.০০	০.১৪	২.৮৭	০.০০	২.৩০	৪৭.১৩	০.০০	২.৩০	৪৭.১৩	০.০০
	৪৭৭৩	Education Allowance	mm	০.০০	১২৫৪০	৫৮.১২	০.০০১	৩.০০	৫.১৬	০.০০	৩.০০	৫.১৬	০.০০	১.৯৬	৩.৩৭	০.০০	২৫.০৮	৪৩.১৫	০.০২	২৫.০৮	৪৩.১৫	০.০২
	৪৭৯৫	Miscl. (Deputation, Charge Allowance, mob allowance, Service benefits, Overhead cost, Adjustment of cost escalation, etc)				২০৬.১৫	০.০০২	৭.৮৯	৩.৮৩	০.০১	১২.০৪	৫.৮৪	০.০১	৬.২২	৩.০২	০.০১	৫.০০	২.৪৩	০.০০	১৭৫.০০	৮৪.৮৯	০.১৬
		উপ-মোট (৪৭০০) =				১৩৯৫.৬৮	০.০১৩	১১৩.২২	৮.১১	০.১০	১০৯.২০	৭.৮২	০.১০	১০৮.৭২	৭.৭৯	০.১০	৪৩৪.৫৯	৩১.১৪	০.৪০	৬২৯.৯৬	৪৫.১৪	০.৫৮
	Total	Total (Salary & Allowance)=				২৭৯২.০৬	০.০২৬	২১২.৯০	৭.৬৩	০.২০	২১৪.৩৫	৭.৬৮	০.২০	২৮৭.৭১	১০.৩০	০.২৭	৯৪৬.৩৭	৩৩.৮৯	০.৮৭	১১৩০.৭৪	৪০.৫০	১.০৪
৪৮০০		Supply & Services					০.০০									০.০০						
	৪৮০১	TA & DA	Md	০.০২	৬৭০০	১২৯.৯৩	০.০০১	২৪.২৪	১৮.৬৬	০.০২	২৪.৭৭	১৯.০৬	০.০২	১৯.১২	১৪.৭২	০.০২	৩১.০৫	২৩.৯০	০.০৩	৩০.৭৫	২৩.৬৭	০.০৩

	৪৮০২	Transfer TA				৬.২২	০.০০০	০.২৬	৪.১৮	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.৯৬	১৫.৪৩	০.০০	৩.০০	৪৮.২৩	০.০০	২.০০	৩২.১৫	
	৪৮০৫	Over Time Allowance				৮.০০	০.০০০	-	০.০০	০.০০	১.২৮	১৬.০০	০.০০	১.৫২	১৯.০০	০.০০	২.২০	২৭.৫০	০.০০	৩.০০	৩৭.৫০	০.০০
	৪৮১৬	Telephone				২.৮৫	০.০০০	০.৫৯	২০.৭০	০.০০	০.৫৯	২০.৭০	০.০০	০.২৭	৯.৪৭	০.০০	০.৭০	২৪.৫৬	০.০০	০.৭০	২৪.৫৬	০.০০
	৪৮২১	Electricity				১৬.১৫	০.০০০	১.১৩	৭.০০	০.০০	৩.০২	১৮.৭০	০.০০	-	০.০০	০.০০	৬.০০	৩৭.১৫	০.০১	৬.০০	৩৭.১৫	০.০১
	৪৮২২	Fuel & Gas				৪.০৯	০.০০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০৯	২.১৮	০.০০	২.০০	৪৮.৯১	০.০০	২.০০	৪৮.৯১	০.০০
	৪৮২৩	Fuel & Lubricants	ltr	০.০০	৮৪১৩১৫	৫৪৬.৮৬	০.০০৫	৮০.৫৯	১৪.৭৪	০.০৭	১০৭.৬৮	১৯.৬৯	০.১০	১০৪.১৪	১৯.০৪	১.১০	১৩০.৯৩	২৩.৯৪	০.১২	১২২.৫০	২২.৪০	০.১১
	৪৮২৬	Bank Commission (Transfer Commission)			LS	১৬২.৫৮	০.০০১	৩০.৩৮	১৮.৬৯	০.০৩	৩১.৮৫	১৯.৫৯	০.০৩	০.২০	০.১২	০.০০	৫০.০০	৩০.৭৫	০.০৫	৫০.১৫	৩০.৮৫	০.০৫
	৪৮২৭	Printing & Packages (Training Manual Books, Certificates for crews members, banner & others)			LS	৭৬.৮২	০.০০১	৩২.৭৫	৪২.৬৩	০.০৩	১০.৫৯	১৩.৭৯	০.০১	১.৪৮	১.৯৩	০.০০	২২.০০	২৮.৬৪	০.০২	১০.০০	১৩.০২	০.০১
	৪৮২৮	Stationary, Seal, Stamps & Postage			LS	২৭.৭৫	০.০০০	৯.৯২	৩৫.৭৫	০.০১	৫.৮৩	২১.০১	০.০১	-	০.০০	০.০০	৬.০০	২১.৬২	০.০১	৬.০০	২১.৬২	০.০১
	৪৮৩৩	Advertisement & Publication			LS	৪৯.৫৮	০.০০০	২২.৮১	৪৬.০১	০.০২	৮.০৪	১৬.২২	০.০১	০.৬৯	১.৩৯	০.০০	৮.০১	১৬.১৬	০.০১	১০.০৩	২০.২৩	০.০১
	৪৮৪০	Training Cost (Appendix-IV)	md	০.০১	১৬০০৭০	১১০৬.৩৯	০.০১০	-	০.০০	০.০০	১২৮.০৭	১১.৫৮	০.১২	২২৫.২১	২০.৩৬	০.২১	৩৯৭.০০	৩৫.৮৮	০.৩৭	৩৫৬.১১	৩২.১৯	০.৩৩
	৪৮৪৫	Entertainment				৪.৯৫	০.০০০	০.৫৯	১১.৯২	০.০০	০.৫০	১০.১০	০.০০	০.৮৬	১৭.৩৭	০.০০	১.৫০	৩০.৩০	০.০০	১.৫০	৩০.৩০	০.০০
	৪৮৭৪	Consultancy (software preparation & survey etc) (appendix-111)			LS	৮৮.৫০	০.০০১	০.৪০	০.৪৫	০.০০	২৬.৩০	২৯.৭২	০.০২	২.২৩	২.৫২	০.০০	২০.০০	২২.৬০	০.০২	৩৯.৫৭	৪৪.৭১	০.০৪
	৪৮৮৮	Computer Consumable				১৪.২০	০.০০০	৭.২৬	৫১.১৩	০.০১	২.৫১	১৭.৬৮	০.০০	০.২৩	১.৬২	০.০০	২.২০	১৫.৪৯	০.০০	২.০০	১৪.০৮	০.০০
	৪৮৮৯	Audit (External Audit & Evaluation)				৪২২.৫০	০.০০৪	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	৮.০০	১.৮৯	০.০১	২১.২৫	৫০.০০	০.১৯	২০৩.২৫	৪৮.১১	০.১৯
	৪৮৯৯	Misc. Expenditure				১৩.৫০	০.০০০	২.৭০	২০.০০	০.০০	২.৩০	১৭.০৪	০.০০	-	০.০০	০.০০	৫.০০	৩৭.০৪	০.০০	৩.৫০	২৫.৯৩	০.০০
		Sub-Total (4800)=				২৬৮০.৮৭	০.০২৫	২১৩.৬২	৭.৯৭	০.২০	৩৫৩.৩৩	১৩.১৮	০.৩৩	৩৬৫.০০	১৩.৬১	০.৩৪	৮৯৮.৬৪	৩৩.৫৩	০.৮৩	৮৪৯.০৬	৩১.৬৭	০.৭৮
৪৯০০		Repair Maint & Rehabilitation																				
	৪৯০১	Vehicles (2 Jeep & 564 Motorcycle) To be transferred from 1s phase)				১২৯.৯৭	০.০০১	২৩.৫৪	১৮.১১	০.০২	২৬.১২	২০.১০	০.০২	১৮.৫০	১৪.২৩	০.০২	৩১.৮১	২৪.৪৭	০.০৩	৩০.০০	২৩.০৮	০.০৩
	৪৯০৬	Furniture				৩.৩৬	০.০০০	২.৩৬	৭০.২৪	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.৫০	১৪.৮৮	০.০০	০.৫০	১৪.৮৮	০.০০
	৪৯১১	Computer Office Equipment				১২.৭৪	০.০০০	৩.৭৪	২৯.৩৬	০.০০	৪.৯০	৩৮.৪৬	০.০০	০.১০	০.৭৮	০.০০	২.০০	১৫.৭০	০.০০	২.০০	১৫.৭০	০.০০
	৪৯৯১	Misc. Expenditure				৯.০০	০.০০০	৩.৬৭	৪০.৭৮	০.০০	১.৩৩	১৪.৭৮	০.০০	-	০.০০	০.০০	২.০০	২২.০০	০.০০	২.০০	২২.২২	০.০০
		Sub Total (4900)				১৫৫.০৭	০.০০১	৩৩.৩১	২১.৪৮	০.০৩	৩২.৩৫	২০.৮৬	০.০৩	১৮.৬০	১১.৯৯	০.০২	৩৬.৩১	২৩.৪২	০.০৩	৩৪.৫০	২২.২৫	০.০৩
		উপ-মোট (রাজস্ব) =				৫৬২৮.০০	০.০৫২	৪৫৯.৮৩	৮.১৭	০.৪২	৬০০.০৩	১০.৬৬	০.৫৫	৬৭১.৩১	১১.৯৩	০.৬২	১৮৮১.৫২	৩৩.৪৩	১.৭৩	২০১৪.৩০	৩৫.৭৯	১.৮৬
৫৯০০		Grant In Aid				০.০০	০.০০			০.০০						০.০০				-		

৬৬০০		Block Allocation				০.০০	০.০০			০.০০						০.০০				-		
৬৮০০		Acquisition of Assets				০.০০	০.০০			০.০০						০.০০				-		
	৬৮১৫	Compute for project HQ & District	Nos	১.০০	৮০	৮০.০০	০.০০১	৫৯.৮৫	৭৪.৮১	০.০৬	৪.৮৯	৬.১১	০.০০	৩.৫৭	৪.৪৬	০.০০	১১.৬৯	১৪.৬১	০.০১	-	০.০০	০.০০
	৬৮২১	Furniture for project HQ & District				১৫.০০	০.০০০	০.০৮	০.৫৬	০.০০	৯.০৯	৬০.৫৮	০.০১	০.২৯	১.৯৩	০.০০	১.৫৪	৩০.২৬	০.০০	১.০০	৬.৬৬	০.০০
	৬৮৫১	Maintenance Tools, Medicals Kits, Approones , Training Materials, Bicycle ,				১১৪৫.৮৫	০.০১১	১৩৯.০৪	১২.১৩	০.১৩	১১৬.৮১	১০.১৯	০.১১	২০৩.২৪	১৭.৭৪	০.১৯	৪৯৩.৮১	৪৩.১০	০.৪৬	১৯২.৯৫	১৬.৮৪	০.১৮
		Sub-Total (6800)=				১২৮৫.৮৯	০.০১২	১৯৮.৯৭	১৫.৪৭	০.১৮	১৩০.৭৯	১০.১৭	০.১২	২০৭.১০	১৬.১১	০.১৯	৫১০.০৪	৩৯.৬৬	০.৪৭	১৯৩.৯৫	১৫.০৮	০.১৮
৬৯০০	৬৯০১	Land & Other Assets Procurement				০.০০	০.০০০			০.০০	০.০০			০.০০						০.০০		
৭০০০	৭০৩১	Rural Road (by 90960 Km)	km	০.১১	৯০৭৬০০	১০১৬৩২.১৬	০.৯৩৭	৮১৮০.৩৭	৮.০৫	৭.৫৪	২৩০৯৪.১৮	২২.৭২	২১.২৮	২৩৫৪৩.৯৭	২৩.১৭	২১.৭০	২৮২৯৪.১৪	২৭.৮৪	২৬.০৮	১৮৫১৯.৫০	১৮.২২	১৭.০৭
৭৯৮০		a)Physical Contingency				০.০০	০.০০০			০.০০	০.০০			০.০০		০.০০				০.০০		
		b)price contingency				০.০০	০.০০০			০.০০				০.০০		০.০০				০.০০		
উপ-মোট (৭০০০)=						১০১৬৩২.১৬	০.৯৩৭	৮১৮০.৩৭	৮.০৫	৭.৫৪	২৩০৯৪.১৮	২২.৭২	২১.২৮	২৩৪৩.৯৭	২৩.১৭	২১.৭০	২৮২৯৪.১৪	২৭.৮৪	২৬.০৮	১৮৫১৯.৫০	১৮.২২	১৭.০৭
উপ-মোট (মূলধন)						১০২৮৭৩.০১	০.৯৪৮	৮৩৭৯.৩৪	৮.১৫	৭.৭২	২৩২২৪.৯৭	২২.৫৮	২১.৪১	২৩৭৫১.০৭	২৩.০৯	২১.৮৯	২৮৮০৪.১৮	২৮.০০	২৬.৫৫	১৮৭১৩.৪৫	১৮.১৯	১৭.২৫
সর্বমোট						১০৮৫০০.০০	১.০০০	৮৮৩৯.১৭	৮.১৫	৮.১৫	২৩৮২৫.০০	২১.৯৬	২১.৯৬	২৪৪২২.৩৮	২২.৫১	২২.৫১	৩০৬৮৫.৭০	২৮.২৮	২৮.২৮	২০৭২৭.৭৫	১৯.১০	১৯.১০

উৎসঃ আরডিপিপি

সারণি-১.৯.১: পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	পিপি (PP) / টিএপিপি (TAPP) অনুযায়ী পণ্য ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (নমুনা)	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পন্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
RERMP-2/GD-1	Printing and Packages	--	--	RFQ/DPM	As per DoFP	GOB	৪৮.৯৩	--	--	--
RERMP-2/GD-2	Stationary, Seal, Stamps1	--	--	RFQ/DPM	As per DoFP	GOB	২৭.৭৫	--	--	--
RERMP-2/GD-3	Advertisement & Publicity	--	--	DPM	As per DoFP	GOB	৮০.৩৬	--	--	--
RERMP-2/GD-4	Computer & Accessories	--	--	NOTM/RFQ	As per DoFP	GOB	৮০.০০	--	--	--
RERMP-2/GD-5	Repair & Maintenance of Vehicles and Others	--	--	RFQ/DPM	As per DoFP	GOB	১৫৫.০৭	--	--	--
RERMP-2/GD-6	Furniture’s	--	--	RFQ/DPM	As per DoFP	GOB	১৫.০০	--	--	--
RERMP-2/GD-7	Computer Consumable	--	--	RFQ/DPM	As per DoFP	GOB	১৪.২০	--	--	--
RERMP-2/GD-8	Misc. Expenditure	--	--	RFQ/DPM	As per DoFP	GOB	১৩.৫০	--	--	--
RERMP-2/GD-9	Maintenance Tools, Medical Kits, Approves, Training Materials, Bicycle, Trees etc.	--	--	NOTM/LTM/RFQ	As per DoFP	GOB/EU	১১৪৫.৮৬	--	--	--
পণ্য ক্রয়ের মোট মূল্যঃ							**১৫৮০.৬৭**			

উৎসঃ আরডিপিপি

সারণি-১.৯.২: কার্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ **(লক্ষ টাকায়)**

প্যাকেজ নং	পিপি (PP) / টিএপিপি (TAPP) অনুযায়ী কার্য ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (নমুনা)	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)		সম্ভাব্য তারিখ		
								Invitation for prequel (If applicable)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পন্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
RERMP-2/W-1	Rural Road Maintenance (engaging of Women crews) (Upazial, Union & Village Roads)	কিঃ মিঃ	৯০৯৬০	LCS	EE/UE, Upazila	GOB & EU	১০১৬৩২.১৬	Not required	Not required	Not required	Not required
কার্য ক্রয়ের মোট মূল্যঃ							**১০১৬৩২.১৬**				

সারণি-১.৯.৩: সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ **(লক্ষ টাকায়)**

প্যাকেজ নং	পিপি (PP) / টিএপিপি (TAPP) অনুযায়ী সেবা ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (নমুনা)	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)		সম্ভাব্য তারিখ		
								Invitation for EOI	Issue of RFP	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পন্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
RERMP-2/S-1	Training of Women crews & Others	সংখ্যা	১০	FBS	As per DoFP	GOB	১০৭৬.০৯	১৫.১০.১৩-১৫.০৪.১৭	১৫.১১.১৩-১৫.০৪.১৭	১৬.১২.১৩-১০.০৫.১৭	৩০.০৬.২০১৮
RERMP-2/S-2	TOT and others for LGED Officilas and NGO Trainers	সংখ্যা	২০	SSS	As per DoFP	GOB	৩০.৩০	১৫.১০.১৩-১৫.০৪.১৭	১৫.১১.১৩-১৫.০৪.১৭	১৬.১২.১৩-১০.০৫.১৭	৩০.০৬.২০১৮
RERMP-2/S-3	Consultancy (Software preparation, baseline survey, data analysis, Mid term evaluation, Project End evaluation poverty analysis and monitoring	সংখ্যা	৫	Single Source/ F.B.S/ QCBS	As per DoFP	GOB	৯৪.৭৫	১৫.১০.১৩-১৫.০৪.১৭	১৫.১১.১৩-১৫.০৪.১৭	১৬.১২.১৩-১০.০৫.১৭	৩০.০৬.২০১৮
সেবা ক্রয়ের মোট মূল্যঃ							**১২০১.১৪**				

উৎসঃ আরডিপিপি

১.১০ আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লগ-ফ্রেম

আরডিপিপি'তে প্রদত্ত লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আউটপুট এবং আউটকাম অর্জন বিস্তারিত ৩.৮ অনুচ্ছেদে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিম্নে আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লগ-ফ্রেম প্রদান করা হলো:-

সারণি-১.৬: আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লগ ফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা **(NS)**	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক **(OVI)**	যাচাইয়ের মাধ্যম **(MOV)**	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান **(IA)**
কর্মসূচির লক্ষ্য: প্রকল্পের লক্ষ্য হল MDG-1 অর্জনে সরকারকে সহায়তা করা; ২০১৫ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা অর্ধেকে নির্মূল করণ।	লক্ষ্য অর্জনের পরিমাপ; - দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের অনুপাত কমেছে । - অতি দরিদ্র মহিলা সুবিধাভোগীদের জন্য আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি। - আয় বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা এবং খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা।	বিবিএস MDG অর্জন নিয়ে প্রতিবেদন করেছে। প্রকল্প প্রতিবেদন/রেকর্ড এবং স্পট পরিবীক্ষণ	সরকারের দরিদ্রপন্থী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নীতিতে কোনো পরিবর্তন হয়নি. পরিকল্পনা অনুযায়ী বার্ষিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা হয়েছে.
প্রকল্প উদ্দেশ্য: ৯০,৯৬০ কিমি গ্রামীণ রাস্তার সাশ্রয়ী রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা। গ্রামীণ দারিদ্র্যহ্রাস টেকসই করতে, দরিদ্র ও নিঃস্ব মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা উন্নত করতে সরকারি পরিকল্পনাকে সমর্থন করা	প্রতিটি ইউনিয়নের ২০ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তাগুলি ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সারা বছর যান চলাচলের জন্য উপযুক্ত করা। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের আয় বৃদ্ধির ফলে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসই আয় উপার্জন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতা বৃদ্ধি।	প্রকল্পের সমাপ্তির পর এবং প্রকল্পের তিন বছর পর আর্থ-সামাজিক জরিপ, ইন্টারভিউ এবং স্পট যাচাই	উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত লিংক: সময়মত মজুরি বিতরণে কোন হস্তক্ষেপ নেই সুবিধাভোগীদের আইজিএ (IGA) পণ্যের বিপণনে কোনো হস্তক্ষেপ নেই
আউটপুট: ৯০,৯৬০ কিঃমিঃ গ্রামীণ মাটির রাস্তাগুলি বাজার এবং পরিষেবা কেন্দ্রগুলিতে সারা বছর প্রবেশের জন্য ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রকল্পের সময়ের জন্য ৫৯,১৮০ জন গ্রামীণ দরিদ্র মহিলা প্রধানের উপযুক্ত কর্মসংস্থান। সুবিধাভোগী ৫৯,১৮০ জন পরিবারের সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন, জীবিকার বৈচিত্র্যকরণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান	রাস্তা ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা শুষ্ক ও আর্দ্র ঋতুতে বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুলে গড় সময়ে ভ্রমণ শুষ্ক ও আর্দ্র ঋতুতে বাজার এবং পরিষেবা কেন্দ্রে গড় উপস্থিতি। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের কার্যকর IGA, সচেতনতা এবং দুর্যোগ প্রশমন প্রশিক্ষণ।	প্রকল্প প্রতিবেদন জরিপ প্রতিবেদন স্থানীয় ইন্টারভিউ স্পট যাচাই	আউটপুট প্রভাবিত লিংক: গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য কৌশল পরিবর্তন। নারীদের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী হিসাবে কাজ করতে সামাজিক বাধা।
ইনপুট:	সিএফডব্লিউ (CFW) নিযুক্ত নিঃস্ব	মাঠ যাচাই, জেলা ও উপজেলা	ইনপুট প্রভাবিত লিংক:

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা **(NS)**	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক **(OVI)**	যাচাইয়ের মাধ্যম **(MOV)**	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান **(IA)**
কার্যক্রম ও সম্পাদনার ধরণ: কার্যক্রম ৫৯,১৮০ জনের জন্য নগদ কাজ (বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী) ২৭,৪০০ এবং বাকি বিভাগে ৩১৭৮০ জন নিঃস্ব নারী। উদ্যোক্তা এবং আয় বৃদ্ধির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন বা ৫৯,১৮০ (এলজিইডি ৩১,৭৮০ এবং পিকেএসএফ ২৭,৪০০) সুবিধাভোগী ৫৯,১৮০ (এলজিইডি ৩১,৭৮০ এবং পিকেএসএফ ২৭,৪০০) মহিলা সুবিধাভোগী বা তাদের পরিবারের সদস্যদের ক্ষমতায়ন। ৫৯,১৮০ জন উপকারভোগীর জন্য বাড়িতে সবজি উৎপাদন, স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি ইত্যাদি। সংস্থান অর্থায়নের সংস্থান: ১১০২০০.০০ লক্ষ টাকা জিওবি: ৮১৩২৫.০০ লক্ষ টাকা ইউ (EU) : ২৮৮৭৫.০০ লক্ষ টাকা পেশাদার কর্মী: রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন কাজের জন্য এলজিইডি পেশাদার কর্মী।	মহিলাদের সংখ্যা টেকসই আয় উপার্জনকারী উদ্যোক্তাদের সফলভাবে পরিচালনা করা সুবিধাভোগীর সংখ্যা। উপকারভোগীর সংখ্যা টেকসইভাবে জীবনযাত্রার উন্নতি এবং দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। উপকারভোগী পরিবারের মধ্যে অপুষ্টির ঘটনা। নগদ সম্পদের পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি থেকে নিবেদিতপ্রাণ এবং দক্ষ কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহায়তা করা হয়েছে	এলজিইডি অফিসে রেকর্ড যাচাই PKSF এবং PO অফিসে রেকর্ড যাচাইকরণ অবিলম্বে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পাঁচ বছর পরে স্পট যাচাইকরণ বরাদ্দ সংস্থান এবং ব্যবহার প্রতিবেদন সুবিধাভোগীদের স্পট ইন্টারভিউ এর গুণমান কর্মক্ষমতা	কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো রাজনৈতিক প্রভাব নেই. PKSF এবং EU এর সাথে নিরবচ্ছিন্ন তহবিল চুক্তির ফলে সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বিলম্বিত হয়।

উৎসঃ আরডিপিপি

১.১১ প্রকল্পের Exit Plan

ডিপিপি/আরডিপিপি'তে প্রকল্পের অধীনে সম্পাদিত কাজ/প্রকল্পের অর্জনসমূহ টেকসইকরণের কোন Exit Plan প্রদান করা হয়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কর্মপদ্ধতি (Methodology)

২.১ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সকল উন্নয়নমূলক কাজ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে থাকে। এসকল উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি, বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা এবং প্রভাব ও ফলাফল নিরূপণের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রধান প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)। আইএমইডি নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে এ সকল প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়নের পাশা-পাশি নিরপেক্ষ মতামত ও সুপারিশ প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন পরামর্শক (Consultant) প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন করে থাকে।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের পাশাপাশি প্রতি অর্থ-বছর আইএমইডি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আইএমইডি কর্তৃক চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৫৫টি চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং ১৮টি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। আইএমইডি'র এ সংক্রান্ত উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে যথাযথ মূল্যায়ন ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২" শীর্ষক প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য গত ১৯.০১.২০২২ তারিখে আইএমইডি, সেক্টর-৩ এর মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এএসডি কনসালটেন্সি সার্ভিসেস এর সাথে ৪ (চার) মাস মেয়াদি একটি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্যপরিধি অনুযায়ী প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ, পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

২.২ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাতৃপ্রধান ৫৯১৮০ টি দুঃস্থ পরিবারকে অতি দরিদ্র থেকে উত্তরণ করা। এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই পূর্বক উপস্থাপনই হচ্ছে প্রভাব মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়াও প্রকল্পটির নিম্নলিখিত বিষয়গুলো যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।

ক) অনুমোদিত DPP/RDPP অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল কি না তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা;

খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে গৃহিত কার্যাবলি কার্যকর ছিল কি না তা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা; এবং

গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা ইত্যাদির ভবিষ্যতের পরিকল্পনার জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

২.৩ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের কার্যপরিধি

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত কর্ম-পরিধি (TOR) নিম্নরূপ:-

১. প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
২. প্রকল্পের অর্থ-বছর ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা, অর্থ-বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে Impact পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৪. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৫. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষাঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BoQ/ToR, গুণগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/ যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিয়য়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৭. প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যোলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৮. প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষেয়ে তথ্য/উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৯. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড় ও বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০. প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

১১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;

১২. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১৩. প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা, আয়োজন, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে;

১৪. প্রকল্পের বছর ভিত্তিক ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট হয়েছে কিনা, অডিট আপত্তি আছে কি না, থাকলে কয়টি, বিবরণ কি, জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা;

১৫. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

২.৪ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের নমুনা সংগ্রহের ধারণাগত কাঠামো

"**পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২**" প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মাতৃ প্রধান ৫৯১৮০টি দুঃস্থ পরিবারকে অতি দরিদ্র থেকে উত্তরণ করা, টেকসইভাবে ক্ষুধা ও দারিদ্র হ্রাসে সরকারি উদ্যোগকে সহায়তা করা এবং গ্রামীণ হাট বাজার ও সার্ভিস সেন্টার সংযোগকারী ৯০৯৬০ কিমি সড়ক বছরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে চলাচলের উপযোগী রাখা। এ পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরবর্তী প্রভাব মূল্যায়নের বিষয় বস্তু হচ্ছে:-

- ❖ মাতৃ প্রধান ৫৯১৮০টি দুঃস্থ পরিবারকে অতি দরিদ্র থেকে উত্তরণ করার কাজ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ❖ গ্রামীণ হাট বাজার ও সার্ভিস সেন্টার সংযোগকারী ৯০৯৬০ কিমি সড়ক বছরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ❖ পল্লী এলাকার সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন পর্যালোচনা;
- ❖ মাতৃ প্রধান ৫৯১৮০টি দুঃস্থ পরিবারের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি পর্যালোচনা;

- ❖ গ্রাম্য এলাকায় বিনিয়োগ বান্ধব অর্থনৈতিক কর্মকান্ড জোরদার করণ পর্যালোচনা;
- ❖ গ্রামীণ মহিলাদের জীবন মান উন্নয়নে ভূমিকা পালন বিষয়ক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা; এবং

উপোরক্ত প্রধান বিষয়বস্তু ব্যতীত প্রকল্পটি প্রণয়নের পটভূমি, বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধন, অর্থায়ন, বাস্তবায়নের সময়, বছর ভিত্তিক অর্থমুক্তি ও ব্যয়, প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করত চূড়ান্ত প্রতিবেদন সারণি ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা। এছাড়াও প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ব্যয়ে সরকারের আর্থিক বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮) যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা। প্রকল্পের অধীনে সম্পাদিত কার্য ও মালামাল সংগ্রহের গুণগত মান, সংখ্যা, মজুদ উত্তোলন, বর্তমান অবস্থা ও ব্যবহার এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মালামাল সংগ্রহে বিলম্ব, প্রকল্পের অধীনে গৃহীত অসমাপ্ত কাজ এবং এ সকল কাজ বাস্তবায়নে ঝুঁকি ইত্যাদি পর্যালোচনা।

প্রকল্পটির অধীনে বাস্তবায়িত কাজের কার্যকারিতা, উপকারিতা, সফলতা (Success story) এবং এ সকল কাজ টেকসই করার পথনির্দেশনা চিহ্নিত করাসহ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ অন্যতম প্রধান কাজ। উপরোক্ত বিষয়ের উপর বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক প্রাপ্ত দলিলাদি সহযোগে প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে কর্মশালায় করা হয়েছে। কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশ সহযোগে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা। উপরোক্ত কার্যাবলী সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্য-পরিধির (TOR) বিন্যাস অনুসরণে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও উৎস নিম্নের ছকে প্রস্তাব করা হলো।

ক্রমিক নং	কাজের নাম	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
১	প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	প্রকল্প দলিল, প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনা।	প্রকল্প পরিচালক ও আইএমইডি।
২	আর্থিক সাল অনুযায়ী কর্ম-পরিকল্পনা, অর্থ বরাদ্দ, ব্যয়, প্রকল্পের বাস্তব ও ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ এবং টেবিল ও চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন।	প্রকল্প দলিল, সমাপ্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	ঐ
৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা এবং অসমাপ্ত কাজের কারণ পর্যালোচনা	ঐ	ঐ
৪	প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত মালামাল, যন্ত্রপাতি, সেবা ইত্যাদি ক্রয় এবং জনবল নিয়োগে আর্থিক বিধি বিধান ও সরকারি নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে কিনা এবং মালামালের গুণগত মান ও পরিমাণ/সংখ্যা ক্রয় চুক্তি অনুসারে করা হয়েছে কিনা এবং প্রকল্পের অধীনে সম্পাদিত কাজের গুণগত মান সম্পর্কে মতামত প্রদান।	ক্রয় প্রক্রিয়া, দরপত্রের চুক্তি পত্র, সরকারের আর্থিক বিধিমালা, নিয়োগ নীতিমালা পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন কাজ সরেজমিনে পরীক্ষা ও পরিদর্শন।	ঐ + PCR, প্রকল্পের কাজ এবং এলাকা পরিদর্শন
৫	প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন ঝুঁকি, যেমন অর্থায়ন ও মালামাল ক্রয়ে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা, এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও খরচ বৃদ্ধি ইত্যাদি।	প্রকল্প দলিল, প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা	ঐ + FGD ও KII
৬	প্রকল্পের অধীনে সম্পাদিত কাজের কার্যকারিতা এবং উপকারিতা বিশ্লেষণ, বিশেষ সফলতার উপর আলোকপাত এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের অধীনে সম্পাদিত কাজের উপকারিতা টেকসই করার বিষয়ে মতামত প্রদান।	মাঠ-পর্যায় হতে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পূর্বক এ সকল কাজের কার্যকারিতা ও উপকারিতা সনাক্তকরণ ও বিশেষ সফলতার তথ্য সংগ্রহ।	সুফলভোগীদের তথ্য সংগ্রহ, FGD এবং KII
৭	প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ (SWOT)।	প্রকল্প দলিল, সমাপ্ত প্রতিবেদন, অর্থ ছাড়, ব্যয়, জনবল নিয়োগ, প্রকল্পের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, স্থানীয় লোকজনের প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে SWOT	প্রকল্প দলিল, অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্য এবং FGD ও KII ও

ক্রমিক নং	কাজের নাম	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
		matrix অনুসরণে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।	সেকেন্ডারী উৎসের তথ্য
৮	Exit Strategy প্রণয়ন	প্রকল্পের অধীনে সমাপ্ত এবং অসমাপ্ত কাজের তথ্য এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামত যাচাই ও উপস্থাপন।	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামত (KII)

২.৫ সমীক্ষার কর্ম-পদ্ধতি (Methodology)

একটি প্রভাব মূল্যায়ন দ্বারা কোন প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে - ইতিবাচক এবং নেতিবাচক, উদ্দেশ্য এবং অপ্রত্যাশিত, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ তথ্যর বিশ্লেষণ করা যায় । এর মানে হল যে, একটি প্রভাব মূল্যায়ন অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে পরিলক্ষিত পরিবর্তনের কারণ কী ছিল (এই ক্ষেত্রে 'প্রভাবগুলি') এবং কার্যকারণ অ্যাট্রিবিউশন (এটিকে কার্যকারণ অনুমান হিসাবেও উল্লেখ করা হয়) খুঁজে পাওয়া যায়। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা জরিপে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্যে প্রাথমিক (Primary) এবং মাধ্যমিক (Secondary) উভয় উৎস হতে সংখ্যাগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৬ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রশ্নমালা ও ছক/চেকলিস্ট

প্রকল্পের কার্যক্রম, প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য, চাহিদা ও মূল্যায়ন নির্দেশক এর উপর ভিত্তি করে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য নিম্ন লিখিত প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্ট প্রস্তুত করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে (সংযোজনি ১-৬)।

- ✓ উপকারভোগীদের (Beneficiary) প্রশ্নমালা (সংযোজনি-১)
- ✓ উপকারভোগী নয় (কন্ট্রোল গ্রুপ) এমন ব্যক্তিদের জন্য প্রশ্নমালা (সংযোজনি-২)
- ✓ নিবিড় আলোচনা (KII) প্রশ্নমালা (সংযোজনি-৩)
- ✓ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) গাইড লাইন (সংযোজনি-৪)
- ✓ কেইস স্টাডি (Case Study) গাইড লাইন (সংযোজনি-৫)
- ✓ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য পরিবীক্ষণ ছক/চেকলিষ্ট (সংযোজনি-৬)

২.৭ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ:

২.৭.১ সংখ্যাগত সমীক্ষা জরিপ: যেকোন সুপরিকল্পিত ও সুসমন্বিত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত জরিপের মাধ্যমে অভিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সুফলভোগী পরিবারগুলোর আয়বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়েছে।

২.৭.২ নমুনার আকার (Sample Size):

যে কোন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম কতটুকু চলমান বা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কতটুকু সফল হয়েছে, তা প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমে নিরূপণের কৌশল হচ্ছে বাস্তব পরিদর্শন ও সুবিধাভোগীদেরকে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে তাদের মতামত গ্রহণ। ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অধিভুক্ত মাতৃ প্রধান ৫৯১৮০টি দুঃস্থ পরিবার (সুফলভোগী) উল্লেখ রয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ গত জুলাই মাসের ২০১৮ সালে সমাপ্ত হয়েছে, এই প্রকল্পের নমুনা এলাকা নির্বাচনের জন্য মাল্টিস্টেইজ ক্লাস্টার নমুনায়ন কৌশল ব্যাবহার করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা হিসাবে ৮বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৮৫টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রথমে, প্রকল্পের ৬৪টি জেলা থেকে ‘আকারের আনুপাতিক হারে’ ১৬ টি জেলা

নির্বাচন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, ১৬ টি জেলার প্রতিটি হতে সর্বনিম্ন ২টি করে মোট ৩২টি উপজেলার নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে থেকে ৯৬টি ইউনিয়ন দৈবভাবে সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সুফলভোগীদের থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য নমুনা আকার নির্ধারণে নিম্নোক্ত সূত্র1 Cochran, WG (1977) ব্যবহার করা হয়েছেঃ

$$n_0 = \frac{Z^2 PQ}{e^2} * \text{deff.}$$

$$n_0 = \frac{1.96^2 * 0.5 * 0.5}{(0.05)^2} * 2.0$$

$$n_0 = 768$$

Here,

n_0= desired sample size,

Z = 1.96, standard Z-score for the desired level of confidence 95%

p =0.5, proportion of the population which has the attribute in the question, and q= 1-p

e= desired level of precision (margin of error 5%)

Design effect (deff.)= 2.0

এখন, সীমাবদ্ধ সমগ্রকের (Finit Population) সংশোধন ফ্যাক্টর (Corrected Factor) এর জন্য নিচের সূত্রের সাহায্যে মোট নমুনা আকার নির্ধারণ করা হলঃ

$$n = \frac{n_0}{1 + \{(n_0 - 1)/N\}}$$

$$n = \frac{768}{1 + \{(768 - 1)/59180\}}$$

$$n = 758$$

Here, n=758, required sample size to be determined (adjusted), n_0 = calculated sample size (768), and N = population size (direct beneficiaries=59180)

স্বল্প আয়ের মাতৃপ্রধান উপকারভোগি উত্তরদাতাদের জন্য ১০% নন-রেসপন্স এবং এই প্রকল্প থেকে প্রত্যক্ষ উপকার পায়নি এমন উত্তরদাতাদের জন্য ৪% নন-রেসপন্স ধরে তথ্য সংগ্রহ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য সর্বমোট নমুনা নির্ধারণ করা হয়েছে **n =৮৬৪** জন, যা এই প্রকল্পের জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক। প্রকল্পে নমুনা চয়নে সিস্টেম্যাটিক নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যাবহার করা দরকার ছিল কিন্তু সমীক্ষা মূল্যায়ন রিপোর্ট জমাদানের নির্ধারিত স্বল্প সময়ে (১২০ দিন) দৈনিক হাজিরাখাতা অনুযায়ী উত্তরদাতার লিস্ট খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, তাই সাধারণ দৈবচয়ন পদ্ধতির (simple random sampling) মাধ্যমে নমুনা জরিপ মাঠ পর্যায়ে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে ৬ জন করে উপকার পেয়েছেন এমন উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে এবং কন্ট্রোল গ্রুপ নির্বাচনের জন্য প্রকল্প বহির্ভূত কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রাম/ইউনিয়ন এলাকা থেকে ৩ জন করে উত্তরদাতা নেওয়া হয়েছে যা প্রকল্প সুফলভোগিদের ৫০%। সুতরাং মোট উত্তরদাতা উপকারভোগী **৫৭৬** জন এবং কন্ট্রোল গ্রুপ ২৮৮ জন (৫৭৬+২৮৮= ৮৬৪ জন)। সমাপ্ত প্রকল্পে যারা উপকারভোগী হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছেন তাঁরা সকলেই প্রকল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন, তাই উত্তরদাতাদের প্রায় সকলেই

1 Cochran WG (1977). Sampling Techniques, 3rd edition. New York: John Wiley & Sons.

তথ্য সংগ্রহকারীর সাথে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করে নিরপেক্ষ তথ্য প্রদান করেছেন। বিস্তারিত নীচের সারণিতে প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-২.১ বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন বাছাই করা হয়েছে

বিভাগ	মোট জেলার সংখ্যা	নমুনায়িত জেলা	নমুনায়িত উপজেলা	নমুনায়িত ইউনিয়ন
১. ঢাকা	১৩	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর	জালালাবাদ
				পাইককান্দি
				লতিফপুর
			টুংগীপাড়া	পাটগাতি
				গোপালপুর
				কুশলী
		মুন্সীগঞ্জ	শ্রীনগর	শ্রীনগর
				শ্যামসিদ্ধি
				বাঘড়া
			সিরাজদিখান	রাজানগর
				শেখর নগর
				বালুচর
		মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর	দিঘী
				জাগীর
				আটিগ্রাম
			হরিরামপুর	চালা
				আজিমনগর
				কাঞ্চনপুর
২. ময়মনসিংহ	৪	নেত্রকোণা	নেত্রকোণা সদর	কাইলাটি
				মেদনী
				মদনপুর
			মদন	কাইটাল
				মদন
				ফতেপুর
৩. চট্টগ্রাম	১১	চট্রগ্রাম	পটিয়া	কোলাগাঁও
				জিরি
				ধলঘাট
			সীতাকুন্ড	সৈয়দপুর
				মুরাদপুর
				বাঁশবাড়িয়া
		কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর	কালিরবাজার
				উত্তর দূর্গাপুর
				দক্ষিণ দূর্গাপুর
			দাউদকান্দি	দাউদকান্দি
				দৌলতপুর
				গোয়ালমারী
		খাগড়াছড়ি	রামগর	রামগড়
				পাতাছড়া
				হাফছড়ি

বিভাগ	মোট জেলার সংখ্যা	নমুনায়িত জেলা	নমুনায়িত উপজেলা	নমুনায়িত ইউনিয়ন
			মানিকছড়ি	মানিকছড়ি
				বাটনাতলী
				তিনটহরী
৪. খুলনা	১০	নড়াইল	নড়াইল সদর	সেখহাটী
				তুলারামপুর
				মাইজপাড়া
			কালিয়া	জয়নগর
				সালামাবাদ
				পেড়লী
		বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর	কড়াপাড়া
				বিঞ্জুপুর
				বেমরতা
			মোল্লাহাট	উদয়পুর
				চুনখোলা
				গাংনি
		সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর	বাঁশদহা
				কুশখালি
				বৈকারি
			শ্যামনগর	ভুরুলিয়া
				কাশিমারি
				শ্যামনগর
৫. রাজশাহী	৮	রাজশাহী	পুঠিয়া	পুঠিয়া
				বানেশ্বর
				বেলপুকুরিয়া
			মোহনপুর	রায়ঘাটি
				ঘাসগ্রাম
				মৌগাছি
		পাবনা	ঈশ্বরদী	সাঁড়া
				পাকশী
				মুলাডুলি
			চাটমোহর	হান্ডিয়াল
				ছাইকোলা
				মূলগ্রাম
৬. রংপুর	৮	রংপুর	রংপুর সদর	মমিনপুর
				হরিদেবপুর
				চন্দনপাট
			মিঠাপুকুর	খোরাগাছ
				রাণীপুকুর
				পায়রাবন্দ
		কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর	ভোগডাঙ্গা
				যাত্রাপুর
				কাঁঠালবাড়ী
			উলিপুর	গুনাইগাছ
				দূর্গাপুর
				দলদলিয়া

বিভাগ	মোট জেলার সংখ্যা	নমুনায়িত জেলা	নমুনায়িত উপজেলা	নমুনায়িত ইউনিয়ন
৭. সিলেট	৪	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর	গোপায়া
				লস্করপুর
				নিজামপুর
			আজমিরিগঞ্জ	আজমিরিগঞ্জ
				বদলপুর
				জলসুখা
৮. বরিশাল	৬	বরিশাল	বরিশাল সদর	কাশীপুর
				চর বাড়ীয়া
				সায়েস্তাবাদ
			মেহেন্দীগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ
				লতা
				আন্ধারমানিক
মোট	**৬৪**	**১৬**	**৩২**	**৯৬**

২.৭.৩ গুণগত (Qualitative) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতিসমূহ:

গুণগত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য KII, FGD, সরেজমিনে পরিদর্শন এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ক) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (KII):

গুণগত তথ্য উপাত্ত অনুসন্ধানের অন্যতম পন্থা হলো "কেআইআই" (KII)। প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারগণের থেকে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন সম্পর্কিত মতামত, প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব, স্থানীয় এলাকায় কর্মসংস্থান ইত্যাদি প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, স্থানীয় চেয়ারম্যান, শিক্ষক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং মহিলা মেম্বার প্রতিনিধিদের সাথে মোট ৬৬টি কেআইআই করা হয়েছে। কেআইআই দাতাগণের মতামত গ্রহণের জন্যে Structured Questionnaire (সংযুক্তি-৩) ব্যবহার করা হয়েছে।

সারণি: ২.২ কেআইআই এর তথ্যপ্রদানকারীদের তালিকা

ক্রমিক নং	স্টেকহোল্ডারগণ	সংখ্যা
০১	প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক	২
০২	মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	৩২
০৩	স্থানীয় চেয়ারম্যান, শিক্ষক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং মহিলা মেম্বার প্রতিনিধি	৩২
	মোট	**৬৬**

খ) দলীয় আলোচনা (FGD):

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সুফলভোগীরা কতটুকু উপকৃত হয়েছে, মাতৃ প্রধান দুঃস্থ পরিবারগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব, গ্রামীণ হাট বাজার ও সার্ভিস সেন্টার সংযোগকারী সড়ক বছরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে চলাচলের কতটুকু উপযোগী হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের আওতায় ৮টি বিভাগে সর্বমোট ৮টি FGD পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডি পরিচালনার জন্য ১ জন সঞ্চালক এবং ১ জন রেপোটিয়ার ছিলেন। এফজিডিতে সুফলভোগীরা ছাড়াও এনজিও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, শিক্ষক, কৃষক এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এফজিডি পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডি'তে ১০-১২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এফজিডি'র চেকলিষ্ট **সংযুক্তি ৪ এ** প্রদান করা হয়েছে।

গ) কেস স্টাডি (Case Study)

প্রকল্পের আওতায় মাতৃ প্রধান দুঃস্থ পরিবারকে স্বাবলম্বীকরণ, টেকসইভাবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাসে সরকারি উদ্যোগকে সহায়তা করাসহ আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার জন্য প্রকল্প এলাকায় ৩টি কেইস স্টাডি করা হয়েছে। কেইস স্টাডির গাইডলাইন-সংযুক্তি-৫ এ দেয়া হয়েছে।

ঘ) সরেজমিনে পরিদর্শন

"পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২" শীর্ষক প্রকল্পটি ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলায় ৪৮৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ গ্রামীণ হাট বাজার ও সার্ভিস সেন্টার সংযোগকারী ৯০৯৬০ কিঃমিঃ সড়ক বছরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে চলাচলের উপযোগী রাখার কার্যকারিতা যাচাই। সরেজমিনে এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে সড়কের পাশে জঙ্গল পরিস্কার, মাটি কাটা, সোল্ডারে মাটির কাজ এবং ক্যানেল তৈরী করা হয়েছে। সরেজমিনে প্রকল্পের আওতায় ৩২টি উপজেলা পরিদর্শনের মাধ্যমে সুফলভোগীদের বর্তমান অবস্থা যাচাই যেমন- কর্ম-সংস্থান, টেকসই আয়, ক্ষুদা ও দারিদ্র্য মুক্তি ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ৩.১১ এ দেয়া হয়েছে।

ঙ) স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের প্রভাব, প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সুফলভোগীদের কর্মসংস্থানের অবস্থান যাচাইসহ গ্রামীণ হাট বাজার ও সার্ভিস সেন্টার সংযোগকারী সড়কগুলো বছরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে চলাচলের কতটুকু উপযোগী হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আইএমইডি'র সাথে পরামর্শক্রমে প্রকল্পের আওতায় মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় ১টি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে আইএমইডি'র প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী, শিক্ষক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় সকল স্টেকহোল্ডারের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে। কর্মশালায় নূন্যতম ৫০ জন (পুরুষ/মহিলা) প্রতিনিধি/কর্মকর্তা এবং সুবিধাভোগী উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালার ফলাফল ৩.১৬ অনুচ্ছেদে দেয়া হয়েছে।

২.৭.৪ প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সর্বমোট সংগৃহীতব্য নমুনার বিন্যাস:

প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সর্বমোট সংগৃহীতব্য নমুনার বিন্যাস নিম্নের সারণি-২.৩ এ দেয়া হলো।

সারণি-২.৩: প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য সংগৃহীতব্য নমুনার বিন্যাস

ক্রমিক নং	নমুনার ধরণ	নমুনার সংখ্যা	উত্তরদাতা ও তথ্য-সংগ্রাহক	তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম
১	সুফলভোগিদের জরীপ	৫৭৬ জন সুবিধাভোগি ২৮৮ জন কন্ট্রোল (মোট ৮৬৪ জন)	সুফলভোগি ও কন্ট্রোল গ্রুপ; তথ্যসংগ্রহকারী	প্রশ্নমালা সংযুক্তি-১ এবং ২
২	প্রধান তথ্য দাতার সাক্ষাৎকার (KII)	৬৬টি	প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার	সংযুক্তি-৩
৩	দলীয় আলোচনা (FGD)	৮টি (৮*১২= ৯৬ জন)	সুফলভোগী, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ	সংযুক্তি-৪
৪	কেস স্টাডি (Case Study)	৩টি	প্রকল্পের সুফলভোগী	সংযুক্তি-৫
৫	সরেজমিনে পরিদর্শন	৩২টি উপজেলা	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্মকর্তা এবং প্রভাব মূল্যায়নের বিশেষজ্ঞগণ এবং তথ্য সংগ্রহকারী	

ক্রমিক নং	নমুনার ধরণ	নমুনার সংখ্যা	উত্তরদাতা ও তথ্য-সংগ্রাহক	তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম
৬	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	১টি (৫০ জন)	আইএমইডি প্রতিনিধি, প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা, সুফলভোগী, শিক্ষক, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ	-
	মোট	**১,১১১**		

২.৮ জরিপ কার্যক্রম

কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী জরিপ কাজটি সংখ্যাগত ও গুণগত পদ্ধতির সমন্বয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। ৫৭৬ জন সুফলভোগি ২৮৮ জন কন্ট্রোল মোট ৮৬৪টি নমুনা সংখ্যার জরিপ, ৮টি এফজিডি, ৬৬টি কেআইআই এবং অঞ্জাভিত্তিক উন্নয়ন কাজ সরেজমিন পরিদর্শন ও যাচাইকরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারীদের কাজ পরিদর্শন, সাক্ষাৎকারসমূহ সম্পাদন ও প্রকল্প এলাকায় সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। নিম্নের সারণি ২.৩ এ জরিপ কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হলো-

সারণি ২.৩: জরিপ কার্যক্রম সম্পর্কিত

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	প্রতিদিন জরিপের সংখ্যা	জরিপকারীর সংখ্যা	মোট জরিপ দিন
১	নমুনা সংখ্যা জরীপ (৮৬৪টি)	৬টি	জরিপকারী-১৬ জন সুপারভাইজার-৪ জন	১০ দিনে সম্পন্ন
২	কেআইআই (৬৬টি)	১টি	ঐ	৬ দিনে সম্পন্ন
৩	এফজিডি (৮টি)	২ দিনে একটি	ঐ	৪ দিনে সম্পন্ন

২.৯ সেকেন্ডারি উৎসের তথ্য সংগ্রহ

প্রকল্প বাস্তবায়নের অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের জন্য প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি, পিসিআর, সম্ভাব্যতা জরিপ প্রতিবেদন, আইএমইডি'র প্রতিবেদন ও মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ পূর্বক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া গ্রামীণ এলাকার জনগণের আয় ও ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য প্রকল্প অফিস এর বার্ষিক প্রতিবেদন এবং Website হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.১০ তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা ও তথ্য বিশ্লেষণ

পরামর্শকদের সরাসরি তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা অনুসারে সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্য-সংগ্রহকারীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কাজ পরিবীক্ষণ: সংখ্যাগত এবং গুণগত সমীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা/নির্দেশনা/চেকলিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর স্নাতক ডিগ্রী এবং তথ্য সংগ্রহে কমপক্ষে ৫ বছর অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ৮জন তথ্য সংগ্রহকারী ও ৪ জন সুপারভাইজার নিয়োগ করে ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অতপর তাদেরকে নির্বাচিত নমুনা সংগ্রহের এলাকায় প্রেরণ করা হয় এবং তারা নির্দিষ্ট এলাকায় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন। টীম লিডার ও পরামর্শকবৃন্দ সমীক্ষা এলাকা পরিদর্শন করে নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে উপাত্ত সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করতে সহায়তা করেন এবং সংগৃহীত উপাত্তের কাঙ্খিত মান অর্জন নিশ্চিত করেন। সারণি-২.৪-এ উপাত্ত সংগ্রহ ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্যে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা দেখানো হলো।

সারণি-২.৪: উপাত্ত সংগ্রহ ও মান নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমসমূহ

১. নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ পর্যায়	• অভিজ্ঞ ও দক্ষ তথ্য-সংগ্রহকারী নিয়োগ প্রদান • তথ্য-সংগ্রহকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান • মাঠ পর্যায়ে অনুশীলন
২. তথ্য সংগ্রহ পর্যায়	• সমীক্ষা টীমের উপস্থিতি মনিটর করা • সাক্ষাৎকার গ্রহণ সরাসরি পর্যবেক্ষণ • সাক্ষাৎকার চলাকালীন বা পরবর্তী যাচাইকরণ (৫% নমুনা দৈব-চয়নের মাধ্যমে পরীক্ষা করা) • 'জানিনা' উত্তরসমূহ (non-responsive) দৈব-চয়নের মাধ্যমে মাঠ-পর্যায়ে পরীক্ষা করা • সংগৃহীত অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ তথ্য পূনঃসংগ্রহের ব্যবস্থা করা। • তথ্য বাদ যাওয়া (missing) নিয়ন্ত্রণ করা
৩. উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ পর্যায়	• অশোধিত তথ্য-উপাত্ত (raw data) পরবর্তীতে সম্পাদনা (editing) করা • উপাত্ত পরিমার্জন ও সংশোধন • কম্পিউটারে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে ক্রস-চেকিং করা

তথ্য সম্পাদনা ও কোডিং

পূরণকৃত প্রশ্নমালা পরামর্শক কর্তৃক সম্পাদনা করে ফক্সপ্রো প্রোগ্রামে ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.১১ প্রতিবেদন দাখিল

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাজটি সম্পাদনে টার্মস অফ রেফারেন্স এর-শর্তানুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে পাঁচটি ধাপে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে যা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

প্রারম্ভিক প্রতিবেদনঃ চুক্তি স্বাক্ষরের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের ৪০ কপি দাখিল করা হয়। প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে প্রকল্পের বিবরণ, মূল্যায়ন পদ্ধতি, কর্ম-পরিকল্পনা, তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্ট, নমুনার আকার এবং কার্য এলাকা ইত্যাদি প্রদান করা হয়। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত এবং টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের ২০ (বিশ) কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য দাখিল করা হয়। স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক উক্ত প্রতিবেদন অনুমোদিত ক্রমে মাঠ-পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিবেদনে সন্নিবেশন করা হয়েছে।

১ম খসড়া প্রতিবেদনঃ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত সকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে ১ম খসড়া প্রতিবেদনের ৪০ কপি দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত খসড়া প্রতিবেদনের উপর টেনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত এবং টেকনিক্যার কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত ১ম খসড়া প্রতিবেদনের ২০ (বিশ) কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য দাখিল করা হয়েছে।

২য় খসড়া প্রতিবেদনঃ স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে প্রথম খসড়া প্রতিবেদন অনুমোদন সাপেক্ষে চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে ২য় খসড়া প্রতিবেদন জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপনের জন্য ৮০ কপি প্রদান করা হয়েছে।

খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনঃ জাতীয় কর্মশালার সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে টেকনিক্যাল কমিটি সভায় (বাংলা ও ইংরেজি) ৩০ কপি দাখিল করা হয়েছে।

চূড়ান্ত প্রতিবেদনঃ চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মতামত ও নির্দেশনা অনুসারে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হবে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ৬০ কপি (বাংলা-৪০ ও ইংরেজীতে-২০) মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩, আইএমইডি বরাবর দাখিল করা হবে।

২.১২ কর্ম-পরিকল্পনা

গত ১৯/০১/২০২২ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগ, সেক্টর-০৩ এর মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী আগামি ১৫/০৬/২০২২ তারিখের মধ্যে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তের লক্ষ্যে একটি সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নে দেওয়া হলো-

সারণি-২.৫: সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কার্যাবলী	সময়
১)	চুক্তি স্বাক্ষর	১৯/০১/২০২২
২)	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপর ১ম টেকনিক্যাল কমিটি সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	২০/০১/২০২২
৩)	১ম স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল	১০/০২/২০২২-০৮/০৩/২০২২
৪)	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য দাখিল	০৯/০৩/২০২২- ১২/০৩/২০২২
৫)	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও কার্যক্রম	১৩/০৩/২০২২- ২২/০৩/২০২২
৬)	সরেজমিনে পরিদর্শন/মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ	২৩/০৩/২০২২- ৩০/০৩/২০২২
৭)	ডাটা এন্ট্রি, ভেরিফিকেশন, ডাটা প্রসেসিং ও ডাটা এনালাইসিস ও রিপোর্টিং	৩১/০৩/২০২২- ১২/০৪/২০২২
৮)	২য় টেকনিক্যাল কমিটি সভা কর্তৃক ১ম খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা	১৩/০৪/২০২২
৯)	টেকনিক্যাল কমিটি সভা কর্তৃক ১ম খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও দাখিল	১৪/০৪/২০২২-১০/০৫/২০২২
১০)	২য় স্টিয়ারিং কমিটি সভা কর্তৃক সংশোধিত ১ম খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা	১১/০৫/২০২২
১১)	১ম খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন, দাখিল ও অনুমোদন	১৬/০৫/২০২২- ২২/০৫/২০২২
১২)	২য় খসড়া প্রতিবেদন জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন	২৩/০৫/২০২২
১৩)	কর্মশালার মতামতের ভিত্তিতে ২য় খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ ও দাখিল	২৪/০৫/২০২২- ০৬/০৬/২০২২
১৪)	৩য় টেকনিক্যাল কমিটি সভা কর্তৃক চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা	০৭/০৬/২০২২
১৫)	চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রিন্ট ও দাখিল (বাংলা ও ইংরেজী)	০৮/০৬/২০২২-১৫/০৬/২০২২

তৃতীয় অধ্যায়

ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি-তে সংস্থান, আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় পর্যালোচনা

প্রকল্পের অনুকূলে বছরওয়ারী অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্তি এবং ব্যয় নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থান			আরএডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (জিওবি)	প্রকৃত ব্যয় (%)
	মোট	টাকা	পিএ	মোট	টাকা	পিএ		
২০১৩-২০১৪	৮৮৩৯.১৭	৩৯৫০.০০	৪৮৮৯.১৭	৮৯৫০.০	৩৯৫০.০	৫০০০.০	৩৯৫০.০	৮৮৩৯.১৭ (৮.১৫)
২০১৪-২০১৫	২৩৮২৫.০০	১৭০০০.০০	৬৮২৫.০০	২৪০০০.০	১৭০০০.০	৭০০০.০	১৭০০০.০	২৩৮২৫.০০ (২১.৯৬)
২০১৫-২০১৬	২৪৪২২.৩৮	১৮৪৯২.০০	৫৯২৯.৯৮	২৪৪৯৩.০	১৮৪৯৩.০	৬০০০.০	১৮৪৯৩.০	২৪৪৩১.৭২ (২২.৫১)
২০১৬-২০১৭	৩০৬৮৫.৭০	২৩৫১৯.৪১	৭১৬৬.২৯	২৫৮০০.০	১৯৩০০.০	৬৫০০.০	১৯৩০০.০	২৫৭৯৯.২৪ (২৩.৭৮)
২০১৭-২০১৮	২০৭২৭.৭৫	২০৫২৪.০০	২০৩.২৫	১৮২৫৭.০	১৮০৫৯.০	১৯৮.০	১৮০৫৯.০	১৮২৪৫.১৬ (১৬.৮২)
মোট	**১০৮৫০০.০**	**৮৩৪৮৬.৩১**	**২৫০১৩.৬৯**	**১০১৫০০.০**	**৭৬৮০২.০**	**২৪৬৯৮.০**	**৭৬৮০২.০**	**১০১১৪০.২৯ (৯৩.২২)**

উৎসঃ পিসিআর

প্রকল্পের আওতায় আরএডিপি'তে জিওবি খাতে মোট ৭৬৮০২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে অবমুক্ত করা হয়েছে ৭৬৮০২.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৭৬৭৮৯.০৮ লক্ষ টাকা। ফলে প্রকল্পের জিওবি খাতে অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১২.৯২ লক্ষ টাকা। যা সরকারি কোষাগারে সমর্পন করা হয়েছে। এছাড়া দেখা যায় যে, আরডিপিপি'র সংস্থান ছিল ১০৮৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় করা হয়েছে ১০১১৪০.২৯ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, আরডিপিপির সংস্থান থেকে জিওবি এবং পিএসহ মোট ৭৩৫৯.৭১ (৬.৭৮%) লক্ষ টাকা কম ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে আরএডিপি'তে বরাদ্দ, অবমুক্তি এবং অর্থ ব্যয়ে কোন সমস্যা হয়নি।

৩.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত বাস্তবায়ন

সারণি-৩.২: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব	আর্থিক (%)
রাজস্ব						
১.	অফিসারদের বেতন	সংখ্যা	৭২	৬১৪.৫৬ (০.৫৭)	৭২	৫৫১.৩৬ (০.৫০)
২.	কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	১৩৭	৭৮১.৮২ (০.৭২)	১৩৭	৩০১.৪৪ (০.২৮)
৩.	ভাতাদি	থোক	-	১৩৯৫.৬৮ (১.২৯)	-	৭৬৫.৬০ (০.৭১)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব	আর্থিক (%)
৪.	সরবরাহ ও সেবা	থোক	-	২৬৭৭.৮৮ (২.৪৭)	-	১৮১৬.৫১ (১.৬৭)
৫.	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	-	১৫৫.০৭ (০.১৪)	-	১৪৫.৮২ (০.১৩)
	রাজস্ব উপমোট			**৫৬২৫.০১ (৫.১৮)**	**-**	**৩৫৮০.৭৩ (৩.৩০)**
মূলধন						
৬.	কম্পিউটার	সংখ্যা	৮০	৮০.০০ (০.০৭)	৮০	৭২.২০ (০.০৬)
৭.	আসবাবপত্র	থোক	-	১৫.০০ (০.০১)	-	১২.৪২ (০.০১)
৮.	রক্ষণাবেক্ষণ টুলস্, ইত্যাদি	থোক	-	১১৪৭.৮৩ (১.০৬)	-	৫৫৮.৪৬ (০.৫১)
৯.	গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	কি:মি:	৯০,৯৬০	১০১৬৩২.১৬ (৯৩.৬৭)	৯০,৯৬০	৯৬৯১৬.৪৮ (৮৯.৩২)
	মূলধন উপমোট			১০২৮৭৪.৯৯ (৯৪.৮২)		৯৭৫৫৯.৫৬ (৮৯.৯২)
	সর্বমোট			**১০৮৫০০.০০ (১০০.০)**		**১০১১৪০.২৯ (৯৩.২২)**

সূত্র: পিসিআর

প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী রাজস্ব খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৫৬২৫.০১ লক্ষ টাকা বা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫.১৮%। বাস্তবে রাজস্ব খাতে ৩৫৮০.৭৩ লক্ষ টাকা বা ৩.৩০% অর্থ ব্যয় করা হয়। অর্থাৎ বাস্তবে আরডিপিপি'র বরাদ্দ থেকে রাজস্ব খাতে ১.৮৮% অর্থ কম ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রধান কাজ ছিল ৯০,৯৬০ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করা। দেখা যায় যে, গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ১০২৮৭৪.৯৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৪.৮২%। বাস্তবে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ৯৭৫৫৯.৫৬ লক্ষ টাকা বা ৮৯.৯২% অর্থ ব্যয় করা হয়। অর্থাৎ আরডিপিপি'র সংস্থান থেকে বাস্তবে ৪.৯% অর্থ কম ব্যয় করা হয়েছে। সর্বোপরি প্রকল্পটি আরডিপিপির সংস্থান থেকে ৭,৩৫৯.৭১ (৬.৭৮%) লক্ষ টাকা কম ব্যয়ে প্রকল্পের শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যা প্রকল্প বাস্তবায়নে ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

৩.৩ প্রকল্পের অর্থ-বছর ভিত্তিক আর্থিক-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা

"পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২" প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে শুরু হয়ে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে। সে অনুযায়ী আরডিপিপি'তে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম এই পাঁচটি বছরের জন্য আলাদাভাবে 'আর্থিক' ও 'বাস্তব' অগ্রগতির জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা ছিল। প্রকল্পের প্রধান কাজ ছিল সারা দেশে ৯০,৯৬০ কিঃমিঃ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করা। উক্ত খাতে আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ ছিল ১০১৬৩২.১৬ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প বাস্তবায়নের মোট আর্থিক পরিকল্পনার ৯৩.৬৭%। অর্থাৎ আরডিপিপি অনুযায়ী মোট ১০৮৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে ১০১৬৩২.১৬ লক্ষ টাকা (৯৩.৬৭%) ছিল সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। বাস্তবে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ৯৭৫৫৯.৫৬ লক্ষ টাকা বা ৮৯.৯২% অর্থ ব্যয় করা হয়। অর্থাৎ আরডিপিপি'র সংস্থান থেকে বাস্তবে ৪.৯% অর্থ কম ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়া দেখা যায় যে, প্রকল্পের শুরু থেকে ২০১৩-২০১৬ পর্যন্ত অর্থ-বছরগুলোতে আরডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্যয় করা হয়েছে। তবে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বরাদ্দ থেকে ৪,৮৮৫.৭৬ (৪.৫%) লক্ষ টাকা এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বরাদ্দ থেকে ২,৪৮২.৫৯ (২.২৮%) লক্ষ টাকা কম ব্যয়

করা হয়েছে। সর্বোপরি প্রকল্পটি আরডিপিপির সংস্থান থেকে ৭,৩৫৯.৭১ (৬.৭৮%) লক্ষ টাকা কম ব্যয়ে প্রকল্পের শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বছরভিত্তিক আর্থিক-পরিকল্পনা এবং প্রকৃত অর্জন নিম্নে দেয়া হলো-

সারণি৩.৩ আর্থিক পরিকল্পনা ও প্রকৃত অর্জন **লক্ষ টাকা**

অর্থ-বছর	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (%)	প্রকৃত অর্জন (%)
২০১৩-২০১৪	৮৮৩৯.১৭ (৮.১৫)	৮৮৩৯.১৭ (৮.১৫)
২০১৪-২০১৫	২৩৮২৫.০০ (২১.৯৬)	২৩৮২৫.০০ (২১.৯৬)
২০১৫-২০১৬	২৪৪২২.৩৮ (২২.৫১)	২৪৪৩১.৭২ (২২.৫১)
২০১৬-২০১৭	৩০৬৮৫.৭০ (২৮.২৮)	২৫৭৯৯.২৪ (২৩.৭৮)
২০১৭-২০১৮	২০৭২৭.৭৫ (১৯.১০)	১৮২৪৫.১৬ (১৬.৮২)
মোট	**১০৮৫০০.০০ (১০০.০)**	**১০১১৪০.২৯ (৯৩.২২)**

৩.৪ প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় প্রধান কাজ ছিল ৯০৯৬০ কিঃমিঃ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রকল্প সময়ের জন্য ৫৯,১৮০ জন গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলা কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্যতা হ্রাস করা। সে অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সড়কে সৃষ্ট গর্তসমূহ যেমন-গাড়ীর চাকার দ্বারা সৃষ্ট গর্ত ও বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট গর্তসমূহ ভরাট করা এবং ব্রীজ/কালভার্টের ঢাল ও এপ্রোচ মাটি দ্বারা মেরামত করা হয়েছে। ধসে যাওয়া রাস্তার ধার এবং ঢালের পাশে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছে। তাছাড়া পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন ও বর্ষার মৌসুমে রেইন কাটের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং মেরামতকৃত রাস্তার ঢালে ঘাসের চাপড়া লাগানো কাজ করা হয়েছে। এছাড়া ৫৯,১৮০ জন গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলা কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে শতভাগ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যার সুফল এখনও পাওয়া যাচ্ছে। তবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা মোতাবেক পর্যাপ্ত পরিমাণে সড়কে বৃক্ষ রোপণ করা দরকার ছিল। নিম্নে রাস্তা নির্বাচনের নীতিমালা, মহিলা কর্মী নিয়োগ পদ্ধতি এবং মহিলা কর্মীদের মজুরি প্রদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

৩.৪.১ রাস্তা নির্বাচনের নীতিমালা:

উপজেলা/ইউনিয়ন/গ্রামীন কাঁচা ও পাকা উভয় ধরনের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এলজিইডি কর্তৃক কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। নীতিমালাগুলো নিম্নে দেয়া হলো-

ক) শুধুমাত্র উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীন সড়কসমূহ আরইআরএমপি-২ প্রকল্পের অধীনে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়।

খ) শুধুমাত্র যে সমস্ত রাস্তা উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক, গ্রামীণ সড়ক-১ গ্রামীণ সড়ক-২ পর্যায়ে পড়ে সেগুলোই নির্বাচিত করা হয়।

এলজিইডির রাস্তা শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরুপঃ

উপজেলা সড়কঃ যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ হাট/ বাজার/ উৎপাদন কেন্দ্র সমূহকে সড়ক জনপথ অথবা উপজেলা কার্যালয়ের সাথে এবং এক উপজেলার সাথে অন্য উপজেলার সংযোগ সৃষ্টি করে।

ইউনিয়ন সড়কঃ রাস্তাসমূহ ইউনিয়ন কেন্দ্র/ স্থানীয় বাজারসমূহকে উপজেলা কেন্দ্র অথবা সড়ক ও জনপথ রাস্তার সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
গ্রামীণ সড়ক-১: রাস্তাসমূহ গ্রামগুলোকে পরস্পর এবং শস্য ক্ষেতের সাথে স্থানীয় বাজার এবং ইউনিয়ন কেন্দ্রকে সংযোগ করেছে।
গ্রামীণ সড়ক-২: গ্রামের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তাসমূহ।

৩.৪.২ মহিলা কর্মী নিয়োগের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে দেয়া হলো।

১. বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং পরিবার প্রধান হত দরিদ্র মহিলা যারা কায়িক শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে।
২. নির্বাচিত মহিলা কর্মীগণ ভূমিহীন বা তাদের ০.৫ একরের নীচে মালিকানা স্বত্ব জমি থাকতে পারবে।
৩. নির্বাচিত মহিলা কর্মীদের শারীরিকভাবে মাটির কাজ (কায়িক পরিশ্রম) করার ক্ষমতা থাকতে হবে।
৪. (১৮-৩৫) বছরের বয়স্ক সর্বাধিক দুঃস্থ কর্মক্ষম মহিলা কর্মীকে নির্বাচন করতে হবে।
৫. বয়স প্রত্যয়নের জন্য NID দেখাতে হবে।
৬. কর্মীগণ অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বাসিন্দা হতে হবে।
৭. আরইআরএমপি ১ম পর্যায়ের কর্মী, প্রকল্পের কর্মী, অথবা ইত্যাদি প্রকল্পের যারা বিগত দুই বছরের মধ্যে সহায়তা পেয়েছেন তারা আরইআরএমপি ২য় পর্যায়ে নিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্য হবেন না।
৮। এলজিইডি কর্তৃক মেরামতের জন্য তালিকাভুক্ত সড়কের নিকট বসবাসকারি মহিলাগণ এই প্রকল্পের কাজ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।
৯. যাদের উৎপাদনযোগ্য সম্পদের অভাব যথা হাঁস-মুরগী খামার, মৎস্য খামার, গরু বা ছাগল নেই এবং পারিশ্রমিক হিসেবে নগদ টাকা গ্রহণে আগ্রহী তারা প্রাধান্য পাবেন।
১০. মাটির কাজ করা, গাছ লাগানো ও পরিচর্যায় সমর্থ এবং কায়িক শ্রম করতে আগ্রহী তাদের প্রাধান্য দিতে হবে।

পর্যালোচনা ও মতামত: ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় দেশে বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে ১৩৭০ ফোকাল ইউনিয়ন এবং জিওবি অর্থায়নে অবশিষ্ট ৩১৭৮টি ইউনিয়নে প্রতিটি ইউনিয়নে ২০ কিঃমিঃ রাস্তা নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচন করা হয়েছে। সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রতি ইউনিয়ন থেকে ১০ জন করে মোট ৫৯,১৮০ জন দুঃস্থ নারী কর্মী নিয়োগ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় দুঃস্থ নারী কর্মী নির্বাচনের জন্য স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে একটি নির্ধারিত তারিখে সকল উপকারভোগীদের উপস্থিত হতে বলা হয়। উক্ত নির্ধারিত তারিখে নারী কর্মীদের নির্বাচনের সময় উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ের প্রতিনিধি, ইউপি চেয়ারম্যান, মহিলা প্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক এলসিএস এর নির্দেশনা অনুসরণে উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী নারী কর্মীদের চূড়ান্ত নির্বাচন বা অনুমোদন প্রদান করেন। রাস্তা নির্বাচন এবং কর্মী নির্বাচন প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা মোতাবেক সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশনা মোতাবেক পর্যাপ্ত বৃক্ষ রোপণ করা দরকার ছিল এবং দেশে অঞ্চলভেদে দারিদ্র্যতার মাত্রা অনুযায়ী কর্মী নির্বাচন করা দরকার ছিল।

৩.৪.৩ উপকারভোগীদের মজুরি প্রদান পদ্ধতি

(ক) মহিলা কর্মীদের পারিশ্রমিক ও সঞ্চয়ের অর্থ যাতে যথা সময়ে পরিশোধিত হতে পারে তৎউদ্দেশ্যে "রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইন্টেনেন্স কর্মসূচী (RERMP-2) কর্মী মজুরি" শিরোনামে একটি SND একাউন্ট সংশ্লিষ্ট জেলার সোনালী ব্যাংকে খোলা হয় এবং এ একাউন্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডির স্বাক্ষরে পরিচালিত হয়।

(খ) উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি ইউনিয়নে ১০ জন মহিলা কর্মী নির্বাচন করা এবং ১০ জন মহিলা কর্মী নিয়ে ১টি রোড মেইনটেনেন্স এসোসিয়েশন গঠিত এবং প্রতি ইউনিয়নের জন্য ১১টি হিসাব খুলা। (ক) "রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স কর্মসূচী (RERMP-2) কর্মী মজুরি'' শিরোনামে একটি এসএনডি একাউন্ট খোলা-এ একাউন্টটি মহিলা কর্মীদল সভাপতি ও মহিলা কর্মীদল সেক্রেটারী এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হয়; (খ) "রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইন্টেনেন্স কর্মসূচী (RERMP-2) কর্মী সঞ্চয়" শিরোনামে প্রতি গ্রুপের প্রত্যেক কর্মীর নামে ১০ টি একাউন্ট খুলা। এই একাউন্টসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্মী ও নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডির যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হয়।

(গ) কর্মী মজুরি একাউন্ট থেকে কর্মীদের সভাপতি ও সেক্রেটারী যৌথ স্বাক্ষরে মাসে দু'বার অর্থ উত্তোলন করেন এবং দলের সকল কর্মীর পাওনা উপজেলা প্রকৌশলীর মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বুঝিয়ে দেন।

(ঘ) জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলী তাঁর দপ্তরে কর্মরত অত্র প্রকল্পের প্রেষণে নিয়োজিত হিসাব সহকারী (অবর্তমানে নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোন কর্মচারী) ও হিসেব ব্লকের মাধ্যমে কর্মী মজুরির হিসাব খাতে টাকা জমা করেন এবং উক্ত হিসাব হতে প্রতি ইউনিয়নে রোড মেইনটেনেন্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ও সেক্রেটারী কর্তৃক পরিচালিত কর্মী মজুরির এসএনডি হিসেবে প্রত্যকে কর্মীর (সংশ্লিষ্ট কর্মী ও নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত) সঞ্চয় হিসেবে এ্যাডভাইজের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করেন। উক্ত এ্যাডভাইজের অনুলিপি data base সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প পরিচালকের ই-মেইল নং-pd.rermp@lged.gov.bd/lged.rermp2@gmail.com এর মাধ্যমে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয় । বিনা অনুমতিতে বিশেষ কারণ ছাড়া কর্মী সঞ্চয়ের অর্থ দুই বছর আগে কোন অবস্থায় উত্তোলন করা যাবে না মর্মে উল্লেখ করা হয়।

পর্যালোচনা ও মতামত: প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশিকা মোতাবেক প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত মহিলা কর্মীদের ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরির টাকা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতি ইউনিয়ন থেকে যে ১০ জন মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে তাদের থেকে ২ জন দলনেতা (সভাপতি/সেক্রেটারী) নির্বাচন করা হয়েছে। মূলত দলনেতাগণই ব্যাংক থেকে মজুরির টাকা উত্তোলন করে বাকিদের বন্টন করে দিতেন এবং মজুরির টাকা বিতরণ কালে উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতেন। মহিলা কর্মীদের মজুরি পেতে কোন সমস্যা হয়নি। তবে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রকল্পের আওতায় কর্মরত কর্মীগণের মজুরি প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়। প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীগণ জানান, মজুরির টাকা পুরোটা পেলেও মাঝে মাঝে ৪-৫ মাস সময়ও অতিবাহিত হয়েছে।

৩.৫ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

"পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২" সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনায় পণ্য ক্রয়ের ০৯টি, কার্য ক্রয়ের ০১টি এবং সেবা ক্রয়ের ০৩টি প্যাকেজ রয়েছে। আরডিপিপি-তে প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়নের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে প্রকল্পের পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩.৫.১ পণ্য ক্রয় পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্য ক্রয়ের ০৯টি প্যাকেজ রয়েছে। এর মধ্যে ০৬টি প্যাকেজের ক্রয় পদ্ধতি RFQ/DPM, ০১টি প্যাকেজ (RERMP-2/GD-3) DPM, ০১টি প্যাকেজ (RERMP-2/GD-4) NOTM/RFQ এবং বাকি ১টি প্যাকেজ (RERMP-2/GD-9) NOTM/LTM/RFQ। দেখা যায় যে, অনুমোদিত আরডিপিপি/ডিপিপি'তে পণ্য ক্রয়ের ৯টি প্যাকেজের মধ্যে ৮টি প্যাকেজের ক্রয় পদ্ধতি ২টি করে রাখা হয়েছে এবং আরডিপিপি'তে পণ্য ক্রয় প্যাকেজের দরপত্র আহবান, চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তি সম্পন্নের সম্ভাব্য কোন তারিখ ও পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে ডিপিপি/আরডিপিপি প্রণয়নে ত্রুটি ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়।

পণ্য ক্রয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় পণ্য ক্রয়ের শুধুমাত্র আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ার, মেডিক্যাল সরঞ্জামাদি, প্রিন্টিং ও স্টেশনারী সামগ্রী ছিল। প্রকল্প অফিস কর্তৃক পণ্য ক্রয়ের ১টি প্যাকেজ (RERMP-2/GD-4) আরডিপিপি'র ক্রয় পদ্ধতি (NOTM) অনুযায়ী দরপত্র আহবান করা হয়েছে। বাকি ০৮টি প্যাকেজের মধ্যে ০৬টি প্যাকেজের দরপত্র DPM এবং ০২টি প্যাকেজের দরপত্র RFQ অনুযায়ী পণ্য ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। যে একটি প্যাকেজের দরপত্র (NOTM) অনুযায়ী করা হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা সারণি ৩.৪.১ এ দেয়া হয়েছে। নিম্নের কয়েকটি প্রধান প্রধান পণ্য ক্রয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো।

RERMP-2/GD-1: এ প্যাকেজের আওতায় Printing and Packages বাবদ ডিপিপি/আরডিপিপিতে ৪৮.৯৩ লক্ষ টাকার সংস্থান এবং ক্রয় পদ্ধতি ছিল DPM। বাস্তবে ডিপিপি/আরডিপিপিতে উল্লিখিত DPM পদ্ধতিতে প্রাক্কলিত মূল্য থেকে ১৫.৩৮% কমে ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

RERMP-2/GD-2: এ প্যাকেজের আওতায় Stationary, Seal, Stamps1 বাবদ ডিপিপি/আরডিপিপিতে ২৭.৭৫ লক্ষ টাকার সংস্থান এবং ক্রয় পদ্ধতি ছিল RFQ/DPM। বাস্তবে প্রকল্পের আওতায় RFQ পদ্ধতিতে ফ্লোরা ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃকে গত ২৫/০৩/২০১৩ তারিখে ২৪.৩৬ লক্ষ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং ১৫/০৪/২০১৩ তারিখে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখ্য যে, আরডিপিপি'তে পণ্য ক্রয় প্যাকেজের দরপত্র আহবান, চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তি সম্পন্নের সম্ভাব্য কোন তারিখ ও পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। যার কারণে বাস্তবে দরপত্র আহবান, চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তি সম্পন্নের তারিখের মধ্যে কোন পার্থক্য বের করা যায়নি।

RERMP-2/GD-4: এ প্যাকেজের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী Computer & Accessories বাবদ ৮০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল এবং ক্রয় পদ্ধতি ছিল NOTM/RFQ। বাস্তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উক্ত প্যাকেজ ভেঙ্গে ২টি প্যাকেজে দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ক্রয় পদ্ধতি ছিল NOTM । ১ম ক্ষেত্রে ১৯/১০/২০১৩ এবং ২য় ক্ষেত্রে ০৮/১১/২০১৫ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। দরপত্র আহবানের ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজী পত্রিকার পাশাপাশি এলজিইডি এবং সিপিটিইউ এর ওয়েভসাইডে দরপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখের পূর্বের ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আরডিপিপি এবং পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।

RERMP-2/GD-5: এ প্যাকেজের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী Repair & Maintenance of Vehicles and Others বাবদ ১৫৫.০৭ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল এবং ক্রয় পদ্ধতি ছিল RFQ/DPM। বাস্তবে DPM পদ্ধতিতে সারা দেশে Repair & Maintenance of Vehicles and Others বাবদ ১৪৫.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সারা দেশে এলজিইডির উপজেলা পর্যায়ের যানবাহনের মেরামতের নিমিত্তে উক্ত ব্যয় করা হয়েছে।

RERMP-2/GD-9: প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী Maintenance Tools, Medical Kits, Approves, Training Materials, Bicycle, Trees etc. বাবদ ১১৪৫.৮৬ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল এবং ক্রয় পদ্ধতি ছিল NOTM/LTM/RFQ। প্রকল্প অফিস কর্তৃক জানান যায় যে, প্রকল্প সময়কালীন LTM পদ্ধতিতে সারা দেশে প্রয়োজন মোতাবেক প্রশিক্ষণ সামগ্রী, রক্ষণাবেক্ষণ সামগ্রী, মেডিকেল কিটস্ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি বাবদ ৫৫৮.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় টাকা করা হয়। বাস্তবে প্রাক্কলিত মূল্য থেকে ৫৮৭.০৪ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়। এক্ষেত্রে আরডিপিপির কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।

সারণি: ৩.৪ পণ্য ক্রয়ের বিস্তারিত বর্ণনা

পর্যায়	প্যাকেজ নং	পিপি (PP) / টিএপিপি (TAPP) অনুযায়ী পণ্য ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (নমুনা)	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পন্ন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১৩	১৪	১৫
প্রাক্কলিত	RERMP-2/GD-1	Printing and Packages	--	--	RFQ/ DPM	As per DoFP	GOB	৪৮.৯৩	--	--	--	--	প্রাক্কলিত মূল্য থেকে ১৫.৩৮% কমে ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
প্রকৃত	DPM পদ্ধতিতে Printing and Packages ক্রয় বাবদ ৪১.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।												
প্রাক্কলিত	RERMP-2/GD-2	Stationary, Seal, Stamps1	--	--	RFQ/ DPM	As per DoFP	GOB	২৭.৭৫	-	--	--	--	১২.২১% কমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
প্রকৃত	RFQ পদ্ধতিতে Stationary, Seal, Stamps1 ক্রয় বাবদ ২৪.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।												
প্রাক্কলিত	RERMP-2/GD-3	Advertisement & Publicity	--	--	DPM	As per DoFP	GOB	৮০.৩৬	--	--	--	--	Advertisement & Publicity বাবদ ১৭.৩০% কম ব্যয় করা হয়েছে।
প্রকৃত	DPM পদ্ধতিতে Advertisement & Publicity বাবদ ৬৬.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।												
প্রাক্কলিত	RERMP-2/GD-4	Computer & Accessories	--	--	NOTM/RFQ	As per DoFP	GOB	৮০.০০	--	--	--	--	২টি প্যাকেজে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। প্যাকেজ ভাঙ্গার ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হয়েছে।
প্রকৃত	RERMP-2/GD-4	Desktop Computers, UPS & Laser Jet Printers	সংখ্যা	১০	NOTM	As per DoFP	GOB		৭৬.০০	২৯.১০.১৩	২৭.০১.১৪	১৮.০৫.১৪	
		Desktop Computers-4, UPS-4 & Laser Jet Printers-2			NOTM	As per DoFP	GOB		৩.৫৭	০৮.১১.১৫	৩১.১২.১৫	০৬.০১.১৬	
প্রাক্কলিত	RERMP-2/GD-5	Repair & Maintenance of Vehicles and Others	--	--	RFQ/ DPM	As per DoFP	GOB	১৫৫.০৭	-	--	--	--	সারা দেশে এলজিইডির উপজেলা পর্যায়ের যানবাহনের মেরামতের নিমিত্তে উক্ত ব্যয় করা হয়েছে।
প্রকৃত	DPM পদ্ধতিতে সারা দেশে Repair & Maintenance of Vehicles and Others বাবদ ১৪৫.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।												
প্রাক্কলিত	RERMP-2/GD-6	Furniture's	--	--	RFQ/ DPM	As per DoFP	GOB	১৫.০০	--	--	--	--	১৪.৮% কমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা

পর্যায়	প্যাকেজ নং	পিপি (PP) / টিএপিপি (TAPP) অনুযায়ী পণ্য ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (নমুনা)	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পন্ন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১৩	১৪	১৫
প্রকৃত	RFQ পদ্ধতিতে আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ১২.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।												হয়েছে।
প্রাক্কলিত	RERMP-2/GD-7	Computer Consumable	--	--	RFQ/ DPM	As per DoFP	GOB	১৪.২০	--	--	--	--	৮.৬৬% কমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
প্রকৃত	DPM পদ্ধতিতে Computer Consumable বাবদ ১২.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।												
প্রাক্কলিত	RERMP-2/GD-8	Misc. Expenditure	--	--	RFQ/ DPM	As per DoFP	GOB	১৩.৫০	--	--	--	--	Misc. Expenditure বাবদ ব্যয় করা হয়েছে
প্রকৃত	DPM পদ্ধতিতে Misc. Expenditure বাবদ ৮.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।												
প্রাক্কলিত	RERMP-2/GD-9	Maintenance Tools, Medical Kits, Approones, Training Materials, Bicycle, Trees etc.	--	--	NOT M/LT M/RF Q	As per DoFP	GOB/E U	১১৪৫.৮৬	--	--	--	--	প্রকল্প সময়কালীন সারা দেশে প্রশিক্ষণ সামগ্রী, রক্ষণাবেক্ষণ সামগ্রী, মেডিকেল কিটস্ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি বাবদ টাকা ব্যয় করা হয়।
প্রকৃত	সারা দেশে প্রয়োজন মোতাবেক Maintenance Tools, Medical Kits, Approones, Training Materials, Bicycle, Trees etc. বাবদ ৫৫৮.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।												

উৎসঃ প্রকল্প অফিস ও আরডিপিপি

সারণি ৩.৪.১ পণ্য ক্রয়ের যে প্যাকেজ ভেঙ্গে ২টি প্যাকেজে দরপত্র আহবান করা হয়েছে উক্ত RERMP-2/GD-4 প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা

ক্রমিক নং	প্যাকেজ / চুক্তি নং	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকার নাম	দরপত্র বিক্রির সংখ্যা	প্রাপ্ত দরপত্র সংখ্যা	দরপত্র খোলার তারিখ	মূল্যায়ন কমিটির উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	Responsive দরপত্রের সংখ্যা	প্রস্তাবকৃত মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	চুক্তিঅনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হওয়ার তারিখ	প্রকৃত কাজ শেষ করার তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	LGED/PD/RERMP-2/GD-4	NOTM	১৯.১০.২০১৩	১ দৈনিক জনকণ্ঠ (০২.১১.২০১৩) ২. The New Nation (০১.১১.২০১৩)	০৭	০৪	২৭/১১/২০১৩	০৭ জন বহি: ০২	০৭/০১/২০১৪	০৩	৭৬.০০	৬৮.৬৩	২৭/০১/২০১৪	২৮/০৫/২০১৪	১৮.০৫.২০১৪	নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে
২	LGED/PD/RERMP-2/GD-4	NOTM	০৮.১১.২০১৫	১ দৈনিক জনকণ্ঠ (০৯.১১.২০১৫) ২. The Daily Star (০৬.১১.২০১৫)	০৩	০৩	০৩.১২.২০১৫	০৪ জন বহি: ০০	২২.১২.২০১৫	০৩	৪.০০	৩.৫৭	৩১.১২.২০১৫	২৮.০১.২০১৬	০৬.০১.২০১৬	নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে

পর্যালোচনা ও মতামত: RERMP-2/GD-4: এ প্যাকেজের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী Computer & Accessories বাবদ ৮০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল এবং ক্রয় পদ্ধতি ছিল NOTM/RFQ। বাস্তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উক্ত প্যাকেজ ভেঙ্গে ২টি প্যাকেজে দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ক্রয় পদ্ধতি ছিল NOTM । ১ম ক্ষেত্রে ১৯/১০/২০১৩ এবং ২য় ক্ষেত্রে ০৮/১১/২০১৫ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। দরপত্র আহবানের ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার পাশাপাশি এলজিইডি এবং সিপিটিইউ এর ওয়েভ সাইডে দরপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখের পূর্বে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩.৫.২ কার্য ক্রয় পর্যালোচনা:

প্রকল্পের আওতায় কার্য ক্রয়ের একটি মাত্র প্যাকেজ RERMP-2/W-1 (Rural Road Maintenance (engaging of Women crews) (Upazial, Union & Village Roads) ছিল। ক্রয় পদ্ধতি ছিল LCS এবং বরাদ্দ ছিল ১০১৬৩২.১৬ লক্ষ টাকা । উক্ত প্যাকেজের আওতায় বাস্তবে সর্বমোট ৯৬৯১৬.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। অর্থাৎ বরাদ্দ থেকে ৪৭১৫.৬৮ (৪.৬৩%) লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। মূলত প্রকল্পের প্রধান কাজ ছিল সারা দেশে উপজেলা ও ইউনিয়নের সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে মহিলা কর্মী নিযুক্ত করা। সে অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ৫৯,১৮০ জন মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্দেশিকা মোতাবেক এলসিএস নিয়োগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন ধরণের ব্যত্যয় হয়নি।

৩.৫.৩ সেবা ক্রয় পর্যালোচনা:

সেবা ক্রয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী সেবা ক্রয়ের ৩টি প্যাকেজ ছিল (**RERMP-2/S-1**-Training of Women crews & Others, **RERMP-2/S-2**-TOT and others for LGED Officilas and NGO Trainers এবং **RERMP-2/S-3**- Consultancy (Software preparation, baseline survey, data analysis, Mid term evaluation, Project End evaluation poverty analysis and monitoring। ক্রয় পদ্ধতি ছিল FBS, SSS এবং Single Source/ F.B.S/ QCBS। সেবা ক্রয়ের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে দেয়া হলো-

RERMP-2/S-1 (Training of Women crews & Others) প্যাকেজের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ ছিল ১০৭৬.০৯ লক্ষ টাকা এবং ক্রয় পদ্ধতি ছিল FBS। বাস্তবে উক্ত প্যাকেজের আওতায় ৬৯৯.৪৩ লক্ষ টাকার চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ক্রয় পদ্ধতি ছিল FBS। অর্থাৎ আরডিপিপির বরাদ্দ থেকে ৩৫% কমে চুক্তি সম্পাদিত হয়। মূলত সারা দেশে মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১০টি এনজিও এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। তবে দেখা যায় যে, দরপত্র ২৩/১২/২০১৩ তারিখে খোলা হলেও মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন হয় প্রায় ১ বছর পর অর্থাৎ ১১/১২/২০১৪ তারিখে। এছাড়া আরডিপিপি অনুযায়ী চুক্তির কাজ ৩০/০৬/২০১৮ তারিখে সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে ৩০/০৬/২০১৭ তারিখে চুক্তির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে আয়কর বৃদ্ধির কারণে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ২.০২% ভেরিয়েশন করা হয়েছে। এনজিওগুলো হলো- (১. BASA, ২. Zhumka Bangladesh, ৩. MANUS, ৪. Samahar, ৫. SKUS, ৬.PRATAY, ৭. Sebika Sangstha, ৮. SBSS, ৯. Daridro Unnayan Kendro (DUK) এবং ১০. Aloshikha R.S.D Center & Dinagpur Polli Unnayan Porchesta JV)। বিস্তারিত নিম্নের সারণি ৩.৫.৩ এ দেয়া হলো-

RERMP-2/S-3- Consultancy (Software preparation, baseline survey, data analysis, Mid term evaluation, Project End evaluation poverty analysis and monitoring প্যকেজের আওতায় আরডিপিপি'র বরাদ্দ ছিল ৯৪.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ক্রয় পদ্ধতি ছিল Single Source/ F.B.S/ QCBS। বাস্তবে ৪০.০ লক্ষ টাকার চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ক্রয় পদ্ধতি ছিল FBS। মূলত প্রকল্প শেষে মূল্যায়ন প্রতিবেদন করার জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ৩ মাসের মধ্যে চুক্তির কাজ সম্পন্ন করা হয়। বিস্তারিত নিম্নের সারণি ৩.৬ এ দেয়া হয়েছে।

সারণি-৩.৬: সেবা ক্রয়ের বিস্তারিত বিবরণ

পর্যায়	প্যাকেজ নং	পিপি (PP) / টিএপিপি (TAPP) অনুযায়ী সেবা ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য	Invitation for EOI	Issue of RFP	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পন্ন	মন্তব্য
										১১	১২	১৩	১৪	১৫
প্রাক্কলিত	RERMP-2/S-1	Training of Women crews & Others	সংখ্যা	১০	FBS	As per DoFP	GOB			১৫.১০.১৩-১৫.০৪.১৭	১৫.১১.১৩-১৫.০৪.১৭	১৬.১২.১৩-১০.০৫.১৭	৩০.০৬.১৮	৩৫% কমে চুক্তি সম্পাদিত হয়। পরবর্তীতে আয়কর বৃদ্ধির কারণে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে ২.০২% ভেরিয়েশেন অনুমোদন হয়। ক্রয় কার্যক্রমে আরডিপিপির নির্ধারিত তারিখ থেকে ১ বছর পূর্বেই সম্পন্ন করা হয়েছ।
প্রকৃত	RERMP-2/S-1	Training of Women crews & Others	সংখ্যা	১০	FBS	As per DoFP	GOB	১০৭৬.০৯	৬৯৯.৪৩	১৬.১১.১৩	১১/১২/১৪	২২/১২/১৪	৩০/০৬/১৭	
প্রাক্কলিত	RERMP-2/S-2	TOT and others for LGED Officilas and NGO Trainers	সংখ্যা	২০	SSS	As per DoFP	GOB	৩০.৩০	--	১৫.১০.১৩-১৫.০৪.১৭	১৫.১১.১৩-১৫.০৪.১৭	১৬.১২.১৩-১০.০৫.১৭	৩০.০৬.১৮	প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে বাস্তবে প্রশিক্ষণ বাবদ ১৯.৬৩% কম ব্যয় করা হয়েছে।
প্রকৃত	এলজিইডি'র জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাসহ অন্যান্য দপ্তরের (মৎস্য, পশু সম্পদ ইত্যাদি) নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বাস্তবে ২৪.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।													
প্রাক্কলিত	RERMP-2/S-3	Consultancy (Software preparation, baseline survey, data analysis, Mid term evaluation, Project End evaluation poverty analysis and monitoring	সংখ্যা	৫	Single Source/ F.B.S/ QCBS	As per DoFP	GOB	৯৪.৭৫	৪০.০০	১৫.১০.১৩-১৫.০৪.১৭	১৫.১১.১৩-১৫.০৪.১৭	১৬.১২.১৩-১০.০৫.১৭	৩০.০৬.১৮	প্রকল্প সমাপ্তির দিকে চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন করা হয় এবং চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখের মধ্যেই চুক্তির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
প্রকৃত	RERMP-2/S-3	Final Evaluation (Consulting Services)	সংখ্যা	১	FBS	As per DoFP	GOB			০১/০১/১৮	১৫/০৩/১৮	২১/০৩/১৮	৩০/০৬/১৮	

৩.৬ লগ-ফ্রেমের আলোকে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আউটপুট ও ইনপুট পর্যালোচনা

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা **(NS)**	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক **(OVI)**	যাচাইয়ের মাধ্যম **(MOV)**	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান **(IA)**
কর্মসূচির লক্ষ্য: প্রকল্পের লক্ষ্য হল MDG-1 অর্জনে সরকারকে সহায়তা করা; ২০১৫ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা অর্ধেকে নির্মূলকরণ।	লক্ষ্য অর্জনের পরিমাপ; - দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের অনুপাত। **পর্যালোচনা:** সুফলভোগীরা প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণের পূর্বে তাদের তেমন কোন আয় বর্ধক কাজ ছিল না। সবাই ছিল দুঃস্থ, অসচ্ছল, অসহায়, সম্পদহীন এবং বিধবা নারী যারা দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকরতো। কিন্তু প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত হয়ে তাদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। প্রকল্প থেকে দৈনিক ১৫০ টাকা পায় এবং মজুরির ৫০ টাকা সঞ্চয় হিসেবে জমা হয়। সেই সঞ্চিত অর্থ দিয়ে তারা, অনেকেই গরু/ছাগল বা হাঁস/মুরগীর খামার দিয়েছেন, স্বামী/ছেলেদের ভ্যান/রিক্সা ক্রয় করে দিয়েছেন, ছোট ব্যবসা শুরু করেন, মাছ চাষ এবং শাক.সবজি চাষের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের বর্তমানে গড় মাসিক আয় ৯,৯৭৯ টাকা। বেইজলাইন প্রতিবেদনের সময় তাদের গড় আয় ছিল ৪,০৭১ টাকা এবং চূড়ান্ত জরিপে (২০১৮ সালে) গড় আয় ছিল ৮,৪২৮ টাকা। - অতি দরিদ্র মহিলা সুবিধাভোগীদের জন্য আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি। **পর্যালোচনা:** প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের প্রায় ৫ বছর স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। দৈনিক ১৫০ টাকা মজুরি প্রাপ্তি এবং মজুরি থেকে দৈনিক ৫০ টাকা সঞ্চয় হিসেবে জমা। সঞ্চয়কৃত টাকা থেকে এককালীন ৭৫০০০-৭৮০০০ টাকা গ্রহণের মাধ্যমে হাঁস/মুরগি পালন, গরু/ছাগলের খামার, শাক/সবজি চাষ, ছোট ব্যবসা ইত্যাদি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুবিধাভোগীদের ৯৬.৫৩%	বিবিএস MDG অর্জন প্রতিবেদন করেছে। প্রকল্প প্রতিবেদন/রেকর্ড এবং স্পট পরিবীক্ষণ **পর্যালোচনা:** বিবিএস MDG অর্জন প্রতিবেদন, প্রকল্প প্রতিবেদন/রেকর্ড সমীক্ষা দল সঠিক পেয়েছেন।	সরকারের দরিদ্রপন্থী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নীতিতে কোনো পরিবর্তন হয়নি। **পর্যালোচনা:** দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নীতিতে পরিবর্তন হয়নি। পরিকল্পনা অনুযায়ী বার্ষিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা হয়েছে. **পর্যালোচনা:** আরডিপিপি'তে পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান ছিল কিন্তু বাস্তবে বার্ষিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা হয়নি যার কারণে মহিলা কর্মীগণ সঠিক সময়ে দৈনিক মজুরির টাকা পাননি। মাঝে মাঝে ৪-৫ মাস সময় অতিবাহিত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা **(NS)**	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক **(OVI)**	যাচাইয়ের মাধ্যম **(MOV)**	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান **(IA)**
	পরিবারে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, ৮৮.৫৪% স্বাবলম্বি, ৮৪.৮৯% এর পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, ৭৮.২৯% অসুস্থ হলে চিকিৎসা নিতে পারছেন এবং ৬৩.৭১% সুবিধাভোগী বর্তমানে ছেলে/মেয়েদের লেখাপড়া করাতে পারছেন। - আয় বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা এবং খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা। **পর্যালোচনা:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে প্রকল্পভুক্ত মহিলা কর্মীগণ যাতে পুনঃরায় পূর্বের দরিদ্র অবস্থায় ফিরে না যায় তার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন আয়বর্ধক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্প মেয়াদে সুবিধাভোগীগণ প্রত্যেকেই বছরে ১২টি বিভিন্ন ধরণের আইজিএ (গরু মোটাতাজাকরণ, সেলাই, হাঁস/মুরগি পালন, পোল্ট্রি পালন, গার্ডেনিং ইত্যাদি) এবং মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত (শিশু শিক্ষা, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ, শিশুর পুষ্টি, সুপেয় পানি পান, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সেনেটারি টয়লেট ব্যবহার, মাতৃত্বকালীন সেবা ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। বর্তমানে ৭৫.৬৯% সুবিধাভোগী আইজিএ বা দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে পারছেন। যার ফলে কর্মসংস্থানে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পরিবারে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন ধরণের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে পরিবারের সদস্যদের অপুষ্টিতে ভোগতে হচ্ছে না, পরিবার-পরিকল্পনায় সমস্যা হচ্ছে না এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রজনন প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে ৯৩.০৫% সুবিধাভোগীর পরিবারে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যয় কমেছে। যা এখনও অব্যাহত রয়েছে।		

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা **(NS)**	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক **(OVI)**	যাচাইয়ের মাধ্যম **(MOV)**	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান **(IA)**
প্রকল্প উদ্দেশ্য: ৯০,৯৬০ কিমি গ্রামীণ রাস্তার সাশ্রয়ী রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা। গ্রামীণ দারিদ্র্যহ্রাস টেকসই করতে, দরিদ্র ও নিঃস্ব মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা উন্নত করতে সরকারি পরিকল্পনাকে সমর্থন করা	প্রতিটি ইউনিয়নের ২০ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তাগুলো ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সারা বছর যান চলাচলের জন্য উপযুক্ত করা। **পর্যালোচনা:** প্রকল্পের আওতায় মোট ৯০,৯৬০ কিঃমিঃ কাঁচা বা পাকা রাস্তার সোল্ডার সারা বছরব্যাপী প্রকল্পে নিয়োজিত মহিলা কর্মীদের দ্বারা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়নে গ্রামীণ সড়কে সৃষ্ট গর্তসমূহ যেমন-গাড়ীর চাকার দ্বারা সৃষ্ট গর্ত ও বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট গর্তসমূহ ভরাট করা এবং ব্রীজ/কালভার্টের ঢাল ও এপ্রোচ মাটি দ্বারা মেরামত করা হয়েছে। ধ্বসে যাওয়া রাস্তার ধার এবং ঢালের পাশে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছে। তাছাড়া পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন ও বর্ষার মৌসুমে রেইন কাটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সড়কে এ ধরণের রক্ষণাবেক্ষণের কাজের কারণে গ্রামীণ রাস্তাগুলো সারা বছর যান চলাচলের জন্য উপযুক্ত করা হয়। তবে বর্তমানে উক্ত রাস্তাগুলো বেশিরভাগ পুনরায় পূর্বের মত হয়ে গিয়েছে। গর্ত, সড়কের ঢাল ও এপ্রোচ মাটি দ্বারা মেরামত করা প্রয়োজন। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের আয় বৃদ্ধির ফলে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসই আয় উপার্জন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতা বৃদ্ধি। **পর্যালোচনা:** প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণ করার পর সুবিধাভোগীরা দৈনিক ১৫০/- করে মজুরি পায়। যার ফলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। দৈনিক মজুরি থেকে ৫০ টাকা সঞ্চয় হিসেবে জমা ছিল যা ৪ বছর পর এককালীন ৭৫০০০-৭৮০০০ টাকা পায়। সেই সঞ্চিত অর্থ দিয়ে তারা, গরু/ছাগল বা হাঁস/মুরগীর খামার দিয়েছেন, স্বামী/ছেলেদের ভ্যান/রিক্সা ক্রয় করে দিয়েছেন, অনেকে ছোট ব্যবসা শুরু করেন, মাছ চাষ এবং শাক.সবজি চাষের মাধ্যমে	প্রকল্পের সমাপ্তির পর এবং প্রকল্পের তিন বছর পর আর্থ-সামাজিক জরিপ, ইন্টারভিউ এবং স্পট যাচাই। **পর্যালোচনা:** প্রকল্প সমাপ্তির পর চূড়ান্ত জরিপ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে কিন্তু তিন বছর পর আর্থ-সামাজিক জরিপ করা হয়নি। উপকারভোগীদের তিন বছর পর আর্থ-সামাজি অবস্থার কি পরিবর্তন হয়েছে তা যাচাই এর জন্য আর্থ-সামাজিক জরিপ করা দরকার ছিল।	সময়মত মজুরি বিতরণে কোন হস্তক্ষেপ নেই **পর্যালোচনা:** সুবিধাভোগীদের মজুরি বিতরণে মাঝে মাঝে ৪-৫ মাস সময় অতিবাহিত হয়েছে। সুবিধাভোগীদের আইজিএ (IGA) পণ্যের বিপণনে কোনো হস্তক্ষেপ নেই **পর্যালোচনা:** কোন সমস্যা তৈরি হয়নি।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা **(NS)**	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক **(OVI)**	যাচাইয়ের মাধ্যম **(MOV)**	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান **(IA)**
	উপকারভোগী ৭০-৮০% এর নতুন কর্মসংস্থান এবং টেকসই আয় উপার্জনের পন্থা সৃষ্টি হয়েছে।		
আউটপুট: ৯০,৯৬০ কিঃমিঃ গ্রামীণ মাটির রাস্তাগুলি বাজার এবং পরিষেবা কেন্দ্রগুলিতে সারা বছর প্রবেশের জন্য ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রকল্পের সময়ের জন্য ৫৯,১৮০ জন গ্রামীণ দরিদ্র মহিলা প্রধানের উপযুক্ত কর্মসংস্থান। সুবিধাভোগী ৫৯,১৮০ জন পরিবারের সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন, জীবিকার বৈচিত্র্যকরণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান	রাস্তা ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা । **পর্যালোচনা:** সড়কের সোল্ডার মাটি দ্বারা মেরামত করে ঘাসের চাপড়া লাগানোর মাধ্যমে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ টেকসই করা হয়। তবে বর্তমানে উক্ত রাস্তাগুলো বেশিরভাগ পূর্বের মত গর্ত হয়ে গিয়েছে। গর্ত, সড়কের ঢাল ও এপ্রোচ মাটি দ্বারা মেরামত করা প্রয়োজন। শুষ্ক ও আর্দ্র ঋতুতে বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুল/কলেজ এবং পরিষেবা কেন্দ্রে গড় সময়ে ভ্রমণ। **পর্যালোচনা:** প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নে গ্রামীণ সড়কে সৃষ্ট গর্তসমূহ যেমন- গাড়ীর চাকার দ্বারা সৃষ্ট গর্ত ও বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট গর্তসমূহ ভরাট করার ফলে শুষ্ক ও আর্দ্র ঋতুতে বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুল/কলেজ ও পরিষেবা কেন্দ্রে যাওয়া সহজ হয়। এছাড়া গ্রামীণ কৃষি/অকৃষি ক্ষেত্রে এর প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের কার্যকর IGA, সচেতনতা এবং দুর্যোগ প্রশমন প্রশিক্ষণ। **পর্যালোচনা:** প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের গবাদি পশু পালন, ব্যবসা সংক্রান্ত, মৎস্য চাষ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, বাল্য-বিবাহ, বহু বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক জ্ঞান বা ধারণা লাভের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং পরিবারে চিকিৎসা ব্যয় কমেছে।	প্রকল্প প্রতিবেদন জরিপ প্রতিবেদন স্থানিয় ইন্টারভিউ স্পট যাচাই **পর্যালোচনা:** প্রকল্প প্রতিবেদন, জরিপ প্রতিবেদন, স্থানীয় ইন্টারভিউ সমীক্ষা দল সঠিক পেয়েছেন।	গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য কৌশল পরিবর্তন। **পর্যালোচনা:** গ্রামীণ সড়কগুলো মেরামতের মাধ্যমে দুঃস্থ নারীদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য কৌশল পরিবর্তন করা হয়েছে। নারীদের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী হিসাবে কাজ করতে সামাজিক বাধা। **পর্যালোচনা:** নারীদের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী হিসাবে কাজ করতে কোন সামাজিক বাধা পেতে হয়নি। অপরদিকে প্রকল্প কাজে নিয়োজিত হয়ে স্বাবলম্বি হওয়াতে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা **(NS)**	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক **(OVI)**	যাচাইয়ের মাধ্যম **(MOV)**	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান **(IA)**
ইনপুট: কার্যক্রম ও সম্পাদনার ধরণ: কার্যক্রম ৫৯,১৮০ জনের জন্য নগদ কাজ (বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী) ২৭,৪০০ এবং বাকি বিভাগে ৩১৭৮০ জন নিঃস্ব নারী। উদ্যোক্তা এবং আয় বৃদ্ধির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন বা ৫৯,১৮০ (এলজিইডি ৩১,৭৮০ এবং পিকেএসএফ ২৭,৪০০) সুবিধাভোগী ৫৯,১৮০ (এলজিইডি ৩১,৭৮০ এবং পিকেএসএফ ২৭,৪০০) মহিলা সুবিধাভোগী বা তাদের পরিবারের সদস্যদের ক্ষমতায়ন। ৫৯,১৮০ জন উপকারভোগীর জন্য বাড়িতে সবজি উৎপাদন, স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি ইত্যাদি। **সংস্থান** অর্থায়নের সংস্থান: ১১০২০০.০০ লক্ষ টাকা জিওবি: ৮১৩২৫.০০ লক্ষ টাকা	সিএফডব্লিউ (CFW) নিযুক্ত নিঃস্ব মহিলাদের সংখ্যা **পর্যালোচনা:** মোট ৫৯,১৮০ জনের জন্য (বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী ২৭,৪০০) এবং বাকি বিভাগে ৩১৭৮০ জন নিঃস্ব নারীদের প্রকল্পের কাজে যুক্ত করা হয়। টেকসই আয় উপার্জনকারী উদ্যোক্তাদের সফলভাবে পরিচালনা করা সুবিধাভোগীর সংখ্যা। **পর্যালোচনা:** প্রকল্পের আওতায় ৫৯,১৮০ জন সুবিধাভোগী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাদেরকে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে ৭৫% সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ লব্দ জ্ঞান কাজে প্রয়োগ করতে পারছেন। উপকারভোগীদের টেকসইভাবে জীবনযাত্রার উন্নতি এবং দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসবে। **পর্যালোচনা:** প্রকল্প সময়কালীন সময়ের জন্য ৫৯,১৮০ জন দুঃস্থ, অসহায় নারীর ৪ বছরের কাজের সুযোগ তৈরি হয়। প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণ করার পর সুবিধাভোগীরা দৈনিক ১৫০/- করে মজুরি পায়। যার ফলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। দৈনিক মজুরি থেকে ৫০ টাকা সঞ্চয় হিসেবে জমা ছিল যা ৪ বছর পর এককালীন ৭৫০০০-৭৮০০০ টাকা পায়। সেই সঞ্চিত অর্থ দিয়ে তারা, গরু/ছাগল বা হাঁস/মুরগীর খামার দিয়েছেন, স্বামী/ছেলেদের ভ্যান/রিক্সা ক্রয় করে দিয়েছেন, অনেকে ছোট ব্যবসা শুরু করেন, মাছ চাষ এবং শাক.সবজি চাষের মাধ্যমে উপকারভোগী ৭০-৮০% এর নতুন কর্মসংস্থান এবং টেকসই আয় উপার্জনের পন্থা সৃষ্টি হয়েছে	মাঠ যাচাই, জেলা ও উপজেলা এলজিইডি অফিসে রেকর্ড যাচাই **পর্যালোচনা:** জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এলজিইডি অফিসের কর্মকর্তাগণ সার্বিক সহযোগীতা করেছেন এবং প্রকল্প কাজের সকল রেকর্ড/নথি সমীক্ষা দল সঠিক পেয়েছেন। অবিলম্বে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পাঁচ বছর পরে স্পট যাচাইকরণ **পর্যালোচনা:** প্রকল্প সমাপ্তির পর চূড়ান্ত জরিপ প্রতিবেদন করা হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তির পাঁচ বছর এখনও সম্পন্ন হয়নি বিধায় স্পট যাচাই করা হয়নি।	কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোন রাজনৈতিক প্রভাব নেই। **পর্যালোচনা:** সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কর্মী নিয়োগে কোন রাজনৈতিক প্রভাব ছিল না।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা **(NS)**	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক **(OVI)**	যাচাইয়ের মাধ্যম **(MOV)**	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান **(IA)**
ইউ (EU) : ২৮৮৭৫.০০ লক্ষ টাকা পেশাদার কর্মী: রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন কাজের জন্য এলজিইডি পেশাদার কর্মী।	উপকারভোগী পরিবারের মধ্যে অপুষ্টির ঘটনা। **পর্যালোচনা:** প্রকল্প মেয়াদে সুবিধাভোগীগণ প্রত্যেকেই বছরে ১২টি বিভিন্ন ধরণের আইজিএ এবং মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত (শিশু শিক্ষা, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ, শিশুর পুষ্টি, সুপেয় পানি পান, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সেনেটারি টয়লেট ব্যবহার, মাতৃত্বকালীন সেবা ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। বিভিন্ন ধরণের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে পরিবারের সদস্যদের অপুষ্টিতে ভোগতে হচ্ছে না, পরিবার-পরিকল্পনায় সমস্যা হচ্ছে না এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রজনন প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে ৯৩.০৫% সুবিধাভোগীর পরিবারে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যয় কমেছে। যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। নগদ সম্পদের পর্যাপ্ত বরাদ্দ **পর্যালোচনা:** প্রকল্পের আওতায় বছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়ে কোন সমস্যা তৈরি হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি থেকে নিবেদিত প্রাণ এবং দক্ষ কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহায়তা। **পর্যালোচনা:** প্রকল্পটি সারা দেশের ৮টি বিভাগ ৬৪টি জেলার ৪৮৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি'র জেলা/উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সার্বিক সহযোগীতা করেছেন।	বরাদ্দ, সংস্থান এবং অন্যান্য প্রতিবেদন **পর্যালোচনা:** প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ ও সংস্থান ছিল এবং সমীক্ষা দল অন্যান্য প্রতিবেদন সঠিক পেয়েছেন।	

৩.৭ প্রকল্পের কর্মকান্ডসমূহ বাস্তবায়নের ফলে অর্জনসমূহ (Outcomes) পর্যালোচনা:

গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ: সারা দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোর ২০ কিঃমিঃ হিসেবে মোট ৯০,৯৬০ কিঃমিঃ কাঁচা বা পাকা রাস্তার সোল্ডার সারা বছরব্যাপী প্রকল্পে নিয়োজিত মহিলা কর্মীদের দ্বারা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। উপকারভোগীদের ৯৮.৪৩% জানান সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের ফলে যাতায়াত সহজ হওয়ায় এলাকায় কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। এছাড়া, ৯৭.০৫% জানান এলাকায় দুঃস্থ নারীদের আয় বৃদ্ধির ফলে তাদের পারিবারিক ও সামাজিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ৯৪.০৯% জানান এলাকায় ব্যবসা/বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে, ৯০.৪৫% জানান স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মার্তৃত্বকালীন সেবা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৮৩.৩৩% জানান হাট/বাজার বা পরিষেবা কেন্দ্রগুলোতে যাতায়াত সহজ হয়েছে, যা এখনও বিদ্যমান রয়েছে (সারণি-৩.৯.৮)

সুবিধাভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি:

প্রকল্প সময়কালীন ৫৯,১৮০ জন দুঃস্থ, অসহায় নারীর ৪ বছরের কাজের সুযোগ তৈরি হয়। প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণ করার পর সুবিধাভোগীরা দৈনিক ১৫০/- করে মজুরি পায়। যার ফলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। দৈনিক মজুরি থেকে ৫০ টাকা সঞ্চয় হিসেবে জমা ছিল যা ৪ বছর পর এককালীন ৭৫০০০-৭৮০০০ টাকা পায়। সেই সঞ্চিত অর্থ দিয়ে তারা, গরু/ছাগল বা হাঁস/মুরগীর খামার দিয়েছেন, স্বামী/ছেলেদের ভ্যান/রিক্সা ক্রয় করে দিয়েছেন, অনেকে ছোট ব্যবসা শুরু করেন, মাছ চাষ এবং শাক.সবজি চাষের মাধ্যমে উপকারভোগী ৭০-৮০% এর নতুন কর্মসংস্থান এবং টেকসই আয় উপার্জনের পন্থা সৃষ্টি হয়েছে (বিস্তারিত ৩.১৪.২ ও সারণি ৩.২০)।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা:

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে প্রকল্পভুক্ত মহিলা কর্মীগণ যাতে পুনরায় পূর্বের দরিদ্র অবস্থায় ফিরে না যায় তার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন আয়বর্ধক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্প মেয়াদে সুবিধাভোগীগণ প্রত্যেকেই বছরে ১২টি বিভিন্ন ধরণের আইজিএ (গরু মোটাতাজাকরণ, সেলাই, হাঁস/মুরগি পালন, গার্ডেনিং ইত্যাদি) এবং মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত (শিশু শিক্ষা, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ, শিশুর পুষ্টি, সুপেয় পানি পান, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সেনেটারি টয়লেট ব্যবহার, মাতৃত্বকালীন সেবা ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। বর্তমানে ৭৫.৬৯% সুবিধাভোগী আইজিএ বা দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে পারছেন। যার ফলে কর্মসংস্থানে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পরিবারে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ৩.২২)।

নারীর ক্ষমতায়ন:

প্রকল্পটি সরাসরি নারীর ক্ষমতায়নে সম্পৃক্ত। প্রকল্পের আওতায় ৫৯,১৮০ জন সুবিধাভোগী সবাই ছিল দুঃস্থ নারী। প্রকল্পে অংশগ্রহণের পর দৈনিক মজুরি প্রাপ্তি এবং সঞ্চয়কৃত টাকা থেকে ছোট ব্যবসা, শাক/সবজি চাষ, হাঁস/মুরগি, গরু/ছাগলের খামার, পোল্ট্রি খামার, মাছ চাষ ইত্যাদি কর্মসংস্থানের সৃষ্টির ফলে তাদের পরিবারে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের বর্তমানে গড় মাসিক আয় ৯,৯৭৯ টাকা। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পর ৮৬.৪৫% উপকারভোগী পারিবারে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এছাড়া, ৮৮.৩৭% উপকারভোগীর সামাজিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে যা এখনও অব্যাহত রয়েছে (সারণি-৩.৬, ৩.১৪, ৩.১৪.২ ও ৩.১৫)।

আর্থসামাজিক উন্নয়ন:

প্রকল্পকালীন সময়ের জন্য ৫৯,১৮০ জন সুবিধাভোগীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। দৈনিক মজুরি প্রাপ্তির ফলে সুবিধাভোগীদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে পরিবারের সদস্যদের অপুষ্টিতে ভুগতে হচ্ছে না, শিশু শিক্ষার হার বৃদ্ধি, পরিবার-পরিকল্পনায় সমস্যা হচ্ছে না এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রজনন প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে সুবিধাভোগী পরিবারে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যয় কমেছে। প্রকল্পটি গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা পালন করেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩.৮ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা

সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন বিষয়ক পরিপত্র, ২০১৬ মোতাবেক ২৫ কোটি টাকার উর্ধ্বের ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে শুরু হয় তাই সেই সময় সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা করা হয়নি। তবে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেজলাইন প্রতিবেদন এবং প্রকল্প শেষে জুলাই ২০১৮ তারিখে চূড়ান্ত জরিপ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাদি সন্নিবেশন করা হয়েছে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে শুরু হলেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জিওবি অংশে অর্থ সংস্থানের বিলম্বের কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অংশে দুঃস্থ নারীদের নিয়োগ কার্যকর হয় অক্টোবর ২০১৩ এবং জিওবি অংশে দুঃস্থ নারী কর্মীদের নিয়োগ কার্যকর হয় এপ্রিল ২০১৪ তারিখে। অর্থাৎ প্রায় ১ বছর পর জিওবি অংশে দুঃস্থ নারী কর্মীদের নিয়োগ করা হয় যা প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি ছিল বলে বিবেচিত হয়। এছাড়া প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়নি। শুধুমাত্র বেজলাইন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, মাঠ পর্যায়ে তদারকি করার জন্য জনবল ঘাটতি ছিলো কিনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে পিআইসি ও পিএসসি সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কি অবস্থা তা নিম্নে দেয়া হলো-

৩.৮.১ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা

প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ২ জন প্রকল্প পরিচালক হিসবে পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালন করেন। ২ জনই এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী পদের। প্রকল্প বাস্তবায়নে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি হ্রাস পায়। যেহেতু প্রকল্পটি অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখের মধ্যেই প্রকল্পে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে তাই এ প্রকল্পে মাত্র ১ জন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হওয়াতে তেমন কোন সমস্যা তৈরি হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সারিণ ৩.৭ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বের প্রকৃতি (পূর্ণকালীন/ অতিরিক্ত)	দায়িত্বকাল		একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা?
				হইতে	পর্যন্ত	
০১	জনাব আব্দুল কুদ্দুস মন্ডল	এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৭/১০/২০১৩	২৩/০৩/২০১৫	না
০২	জনাব সালমা শহীদ	এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	২৪/০৩/২০১৫	৩০/০৬/২০১৮	না

উৎসঃ পিসিআর

৩.৮.২ প্রকল্পের জনবল নিয়োগ পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী শতভাগ জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। জনবলে বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেযা হলো।

সারণি: ৩.৮ প্রকল্পের জনবল নিয়োগের অবস্থা

ক্রমিক নং	পদের নাম	নিয়োগের ধরণ	সংখ্যা (আরডিপিপি অনুযায়ী)	প্রকৃত জনবল নিয়োগ	ঘাটতি
১	২	৩	৪	৫	৬
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়					
০১	প্রকল্প পরিচালক	প্রেষণে	১	১	০
০২	উপ-প্রকল্প পরিচালক	প্রেষণে	১	১	০
০৩	সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	প্রেষণে	১	১	০
০৪	কম্পিউটার প্রোগ্রামার	আউটসোর্সিং	১	১	০
০৫	সহকারী প্রকৌশলী	প্রেষণে	২	২	০
০৬	ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর	আউটসোর্সিং	১	১	০
০৭	উপ- সহকারী প্রকৌশলী	প্রেষণে	২	২	০
০৮	হিসাব কর্মকর্তা	প্রেষণে	১	১	০
০৯	কম্পিউটার অপারেটর	প্রেষণে	২	২	০
১০	সহকারী হিসাবরক্ষক	প্রেষণে	১	১	০
১১	ড্রাইভার	আউটসোর্সিং	২	২	০
১২	অফিস সহায়ক (এমলএসএস)	আউটসোর্সিং	২	২	০
উপ-মোট			**১৭**	**১৭**	
নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস					
১	ট্রেনিং অফিসার	আউটসোর্সিং	৬৪	৬৪	০
২	অফিস সহায়ক	আউটসোর্সিং	৬৪	৬৪	০
৩	সহকারী হিসাবরক্ষক	আউটসোর্সিং	৬৪	৬৪	০
উপ-মোট			**১৯২**	**১৯২**	**০**
সর্বমোট			**২০৯**	**২০৯**	**০**

উৎসঃ আরডিপিপি ও প্রকল্প অফিস

পর্যালোচনা ও মতামত:

প্রকল্পের কাজ তদারকির জন্য আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ২০৯ জন জনবল নিয়োগ করার সংস্থান ছিল। বাস্তবে সারা দেশে প্রকল্পের কাজ তদারকির জন্য প্রকল্পের আওতায় ৭২ জন কর্মকর্তা ও ১৩৭ জন স্টাফসহ মোট ২০৯ জন জনবল নিয়োগ করা হয়। অর্থাৎ আরডিপিপি অনুযায়ী শতভাগ জনবল নিয়োগ করা হয়েছিল। এছাড়া মোট জনবলের মধ্যে পুরুষ ১৮২ জন এবং মহিলা ২৭ জন ছিল। উল্লেখ্য যে, এলজিইডি'র উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সরাসরি প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

৩.৮.৩ পিআইসি ও পিএসসি সভা পর্যালোচনা

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের থেকে জানা যায়, প্রকল্পের আওতায় কোন পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রকল্পের আওতায় মাত্র ৪টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাগুলোর সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়নি। ০৬/১২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপসমহূ নিম্নে দেয়া হলো। প্রকল্পের আওতায় পরিপত্র অনুযায়ী নিয়মিত পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। নিম্নে পিএসসি সভার তারিখ দেয়া হলো-

পিএসসি সভার তারিখসমূহ:

১. ২৮/০৪/২০১৪, ২. ৩০/০৮/২০১৫, ৩. ৬/১২/২০১৫ ও ৪. ০১/০৯/২০১৬ ।

সারণি: ৩.৮ পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহিত পদক্ষেপসমূহ

ক্রমিক নম্বর	তারিখ	পিএসি সভার গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ	সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহিত পদক্ষেপসমূহ
১	০৬/১২/২০১৫	প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে	সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।
		প্রকল্পে কর্মরত দুঃস্থ নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন তথা আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গুরুত্বসহকারে মনিটরিং পরিচালনা করতে হবে।	মনিটরিং কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়।
		বার্ষিক উন্নয়ন সহায়তা তহবিল থেকে মহিলা কর্মীদের মজুরি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।	সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
		ইউরোর অবমূল্যায়নের ফলে সৃষ্ট ঘাটতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন লিখিতভাবে অপারগতা প্রকাশ করলে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ দ্বারা উক্ত ঘাটতি পূরণের নিমিত্তে সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করতঃ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ইউরোর অবমূল্যায়নের ফলে জিওবি অংশ থেকে ৩৬৪২.৭৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

৩.৮.৪ আইএমইডির পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ীত "পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষাবেক্ষণ কর্মসূচী-২" সমাপ্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক গত ২৪/১০/২০১৯ তারিখে প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্মীপুর ও মৌলভীবাজার জেলা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। সমীক্ষাকালীন আইএমইডি'র প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মৌলভীবাজার জেলার ৭টি উপজেলায় ৬৭টি ইউনিয়নে ৫ বছরে ২৫৭৭ কিমি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করা হয়েছে এবং মজুরি বাবদ ১৪২২৬৭২০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া পরিদর্শন প্রতিবেদনের মূল পর্যবেক্ষণগুলো হলো-

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সরাসরি মহিলাদের তথা দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে;
- প্রকল্পের আওতায় দেশের সকল ইউনিয়নে নারী কর্মীর সংখ্যা সমান অর্থ্যাৎ প্রতি ইউনিয়নে ১০জন করে রাখা হয়েছে। অঞ্চলভেদে দরিদ্র্যতার মাত্রা অনুযায়ী নারী কর্মীর সংখ্যা নির্ধারণ করলে দুঃস্থ নারীরা অধিক উপকৃত হত মর্মে প্রতীয়মান হয়;
- প্রকল্পের আওতায় মেরামতকৃত বিভিন্ন সড়কের সোল্ডারে যে মাটি ফেলা হয়েছে তা এক মৌসুমে সরে গেছে। যথাযথ ঢাল সংরক্ষণ ও মাটি কম্পেকশন করা হলে সোল্ডার অধিক টেকসই হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;
- প্রকল্পে কোন কোন নারী কর্মী সঞ্চিত মজুরি চিকিৎসা, মেয়ের বিবাহ ও সংসারের ভরনপোষনের কাজে ব্যয় করেছে। ফলে তার তাদের সঞ্চিত অর্থ প্রকৃত কর্মসংস্থানে বিনিয়োগ করতে পারেনি;
- প্রকল্পের অডিট চলমান রয়েছে। এবং অনিষ্পন্ন আপত্তি নিষ্পনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- প্রকল্পের জিওবি খাতে অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১২.৯২ লক্ষ টাকা যা ইতিমধ্যে সমর্পণ করা হয়েছে।

পর্যালোচনা ও মতামতঃ প্রকল্প অফিস কর্তৃক জানা যায় যে, প্রকল্প চলমান অবস্থায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিয়মিত প্রকল্পের কাজ তদারকি করেছেন। এছাড়া আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প চলমান অবস্থায় ও সম্পন্ন হওয়ার পরেও প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেছেন। উক্ত পরিদর্শন হতে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়নে ত্বরান্বিত করেছে বলে জানানো হয়।

৩.৮.৫ অডিট পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে একবার অডিট সম্পাদিত হয়েছে। অডিট আপত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো-

সারণি: ৩.৯ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত

অডিট কর্তৃপক্ষ	অর্থ-বছর	আপত্তির সংখ্যা	আপত্তির শিরোনাম	আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য গৃহিত কার্যাবলী	আপত্তি নিষ্পত্তির
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর	২০১৮-২০১৯	০৫টি	1. Title : Unspent project money (Donor fund)amounting To Tk 5,21,701.40 was not deposited into into the relevant account.	২৩ টি জেলায় প্রকল্পটি ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন সাহায্যের অর্থে বাস্তবায়িত হয়েছে। সাহায্য সংস্থার সাথে বাংলাদেশ সরকারের দিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালনার পর ইউরোপিয়ন ইউনিয়নের অনুরোধ প্রাপ্তির পরই সূদের অর্থ সাহায্যে সংস্থাকে ফেরত প্রদান করতে হবে (সংযুক্তি -৩৩ পৃষ্ঠা নং ১ হতে ৬) ।এ প্রেক্ষিতে সাহায্যে সংস্থাকে অর্থ ফেরতের পদ্ধতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়েছে। সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরই উক্ত অর্থ সাহায্যে সংস্থাকে ফেরত দেয়া হবে। তবে অব্যয়িত সাহায্যে সংস্থার অর্থ (Donor fund) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের সুযোগ নাই। বিষয়টি বিবেচনায় এনে আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার অনুরোধ জানানো হলো।	আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়নি।
			2. **Title:** Discrepancy between received and expenditure of project fund amounting to tk. 39.08 lac in FS.	প্রেক্ষিতে সাহায্যে সংস্থাকে অর্থ ফেরতের পদ্ধতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়েছে। সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরই উক্ত অর্থ সাহায্যে সংস্থাকে ফেরত দেয়া হবে। তবে অব্যয়িত সাহায্যে সংস্থার অর্থ (Donor fund) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের সুযোগ নাই। বিষয়টি বিবেচনায় এনে আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার অনুরোধ জানানো হলো।	আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে।
			3. Title: Less deduction of VAT & IT amounting to Tk. 7,04,216.88 from outsourcing firm's bill.	আপত্তিকৃত ৭,০৪,২১৬.০০ টাকার ভ্যাট ও ট্যাক্স যথারীতি বিল এলকে এস এস এর পরিশোধের সময় বুক-ট্রান্সফারের মাধ্যমে কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। কর্তন কৃত ভ্যাট ট্যাক্স পরিশোধের প্রত্যয়ন কপি প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রত্যয়ন করে এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো (সংযুক্তি-২, পৃষ্ঠা নং-১ হতে ৭) এমতবস্থায় আপত্তিটি নিষ্পতির অনুরোধ জানান হলো।	আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে।
			4. Title: Accrued bank interest amounting to Tk. 7,51,175.00 was not deposited into govt. account.	আপত্তিকৃত ৭,৫১,১৭৫.০০ টাকা সুদের অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করে চালানের কপি অন-লাইন ভেরিফিকেশনসহ এতদংসগে সংযুক্ত করা হলো (সংযুক্তি-৪ পৃষ্ঠা ১ হতে ১০) এমতবস্থায় আপত্তিটি নিষ্পতির অনুরোধ জানান হলো।	আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে।
			5. Title: Unspent project money	৩০,৪৪,৬৭৬.০০ টাকা অব্যয়িত অর্থ হতে ২৮,৮৮,৫৯২/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে চালানের কপি অন-লাইন	আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে।

অডিট কর্তৃপক্ষ	অর্থ-বছর	আপত্তির সংখ্যা	আপত্তির শিরোনাম	আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য গৃহিত কার্যাবলী	আপত্তি নিষ্পত্তির
			(GoB) amounting to tk. 30,44,676.00 was not deposited into govt. account	ভেরিফিকেশনসহ এদসংগে সংযুক্ত করা হলো (সংযুক্তি-৫, পৃষ্ঠা-১ হতে ৭২)	

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

পর্যালোচনা ও মতামত: প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে একবার অডিট সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত অডিট কার্যক্রমে মোট ৫টি অডিট আপত্তি ছিল। এর মধ্যে ৪টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে বাকি ১টি অডিট আপত্তি এখনো নিষ্পত্তি হয়নি (Title : Unspent project money (Donor fund)amounting To Tk 5,21,701.40 was not deposited into into the relevant account) উক্ত অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৫,২১,৭০১.৪০/-। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩.৯ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, যেগুলো পরবর্তীতে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল। এর ফলে প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের যতটুকু অর্জিত হয়েছে এবং এই অর্জনের ফলে প্রকল্পের প্রভাবসমূহ কিরূপ সেগুলো তুলে ধরা হলো-

৩.৯.১ প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের জরিপের ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ীত “পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২” প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাকালীন কাঠামোগত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় যারা উপকারভোগী ছিলেন তাদের থেকে সর্বমোট ৫৭৬ জন এবং কন্ট্রোল গ্রুপ ২৮৮ জন (৫৭৬+২৮৮= ৮৬৪ জন) উত্তরদাতা থেকে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ এবং তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩.৯.২ আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণ

প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা যাচাই এর জন্য প্রকল্প অফিস কর্তৃক বেইজলাইন ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প শেষে জুলাই ২০১৮ তারিখে প্রকল্প অফিস কর্তৃক একটি চূড়ান্ত জরীপ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। বেইজলাইন ডাটা এবং চূড়ান্ত জরীপ প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহ পূর্বক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগীদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার কি পরিবর্তন হয়েছে সংখ্যাগত জরিপ কার্যক্রমরে মাধ্যম তুলে আনা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী সর্বমোট ৫৭৬ জনের থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিস্তারিত ফলাফলসমূহ নিম্নে দেয়া হলো-

সারণি-৩.১: উত্তরদাতাদের বয়স বিভাজন

বয়সবছর	উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	নাম্বার	শতকরা হার	নাম্বার	শতকরা হার
১৮-২৫ বছর	১৮	৩.১	১০	৩.৫
২৬-৩০ বছর	৮০	১৩.৮	৪১	১৪.২
৩১-৩৫ বছর	১৬০	২৭.৭	৭৯	২৭.৪
৩৫-৪০ বছর	২০৮	৩৬.১	১০৩	৩৫.৮
৪০ বছরের উপরে	১১০	১৯.৩	৫৫	১৯.১
গড় বয়স	৩৭.২৩		৩৮.৪	
মোট	**৫৭৬**	**১০০.০**	**২৮৮**	**১০০.০**

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাকালীন কাঠামোগত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে উত্তরদাতাদের বয়স সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সারণি ৩.১ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উপকারভোগী উত্তরদাতাদের গড় বয়স ৩৭.২৩ বছর এবং কন্ট্রোল গ্রুপে যারা উপকারভোগী নয় এমন উত্তরদাতাদের গড় বয়স ৩৮.৪ বছর। উপকারভোগী উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৬.১% উত্তরদাতার বয়স ৩৫-৪০ বছরের মধ্যে, ২৭.৭% উত্তরদাতার বয়স ৩১-৩৫ বছর, ১৯.৩% উত্তরদাতার বয়স ৪০ বছরের উপরে, ১৩.৮% উত্তরদতার বয়স ২৬-৩০ বছর এবং সবচেয়ে কম ৩.১% উত্তরদতার বয়স ১৮-২৫ বছরের মধ্যে। এছাড়া কন্ট্রোল গ্রুপ যারা উপকারভোগী নয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৫.৮% উত্তরদাতার বয়স ৩৫-৪০ বছর, ২৭.৪% উত্তরদাতার বয়স ৩১-৩৫ বছর, ১৯.১% উত্তরদাতার বয়স ৪০ বছরের উপরে, ১৪.২% উত্তরদাতার বয়স ২৬-৩০ বছর এবং সবচেয়ে কম ৩.৫% উত্তরদাতার বয়স ১৮-২৫ বছর।

সারণি: ৩.২: উত্তরদাতাদের পরিবারের খানা প্রধান

উত্তদাতারধরণ	উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	নাম্বার	শতকরা হার	নাম্বার	শতকরা হার
নিজেই	৩৪১	৫৯.২০	১৮৭	৬৪.৯৩
স্বামী	১৮৫	৩২.১২	৮০	২৭.৭৮
ছেলে/মেয়ে	৫০	৮.৬৮	২১	৭.২৯
মোট	**৫৭৬**	**১০০.০**	**২৮৮**	**১০০.০**

পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২ প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী সকলেই ছিল দুঃস্থ, অসচ্ছল, অসহায়, বিধবা এবং স্বামী পরিত্যাক্তা নারী। সারণি ৩.২ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উপকারভোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৫৯.২০% উত্তরদাতা নিজেই পরিবার প্রধান, ৩২.১২% উত্তরদাতা জানান স্বামী এবং সবচেয়ে কম ৮.৬৮% উত্তরদাতা জানান ছেলে/মেয়ে পরিবার প্রধান। এছাড়া কন্ট্রোল গ্রুপ যারা উপকারভোগী নয় এমন উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৬৪.৯৩% উত্তরদাতা জানান নিজেই পরিবার প্রধান, ২৭.৭৮% উত্তরদাতা জানান স্বামী এবং সবচেয়ে কম ৭.২৯% উত্তরদাতা জানান ছেলে/মেয়ে পরিবার প্রধান।

সারণি-৩.৩: উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	নাম্বার	শতকরা হার	নাম্বার	শতকরা হার
অবিবাহিত	৮	১.৩৫	৩	১.০৪
বিবাহিত	৩৭৮	৬৫.৫৮	২১৫	৭৪.৬৫
বিধবা	৯৬	১৫.৫৮	৬১	২১.১৮
তালাকপ্রাপ্তা	৮০	১৩.৮০	৪৮	১৬.৬৭
আলাদা/পরিত্যাক্তা	২৪	৪.১০	১১	৩.৮১
মোট	**৫৭৬**	**১০০.০**	**২৮৮**	**১০০.০**

সারণি ৩.৩ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উপকারভোগীদের মধ্যে সবেচেয়ে বেশি ৬৫.৫৮% উত্তরদাতা বিবাহিত, ১৫.৫৮% উত্তরদাতা বিধবা, ১৩.৮০% উত্তরদাতা তালাক প্রাপ্তা, ৪.১০% উত্তরদাতা আলাদা/পরিত্যাক্তা এবং সবচেয়ে কম ১.৩৫% উত্তরদাতা অবিবাহিত। এছাড়া কন্ট্রোল গ্রুপ যারা উপকারভোগী নয় এমন উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৭৪.৬৫% উত্তরদাতা বিবাহিত, ২১.১৮% উত্তরদাতা বিধবা, ১৬.৬৭% উত্তরদাতা তালাক প্রাপ্তা, ৩.৮১% উত্তরদাতা আলাদা/পরিত্যাক্তা এবং সবচেয়ে কম ১.০৪% উত্তরদাতা হলেন অবিবাহিত।

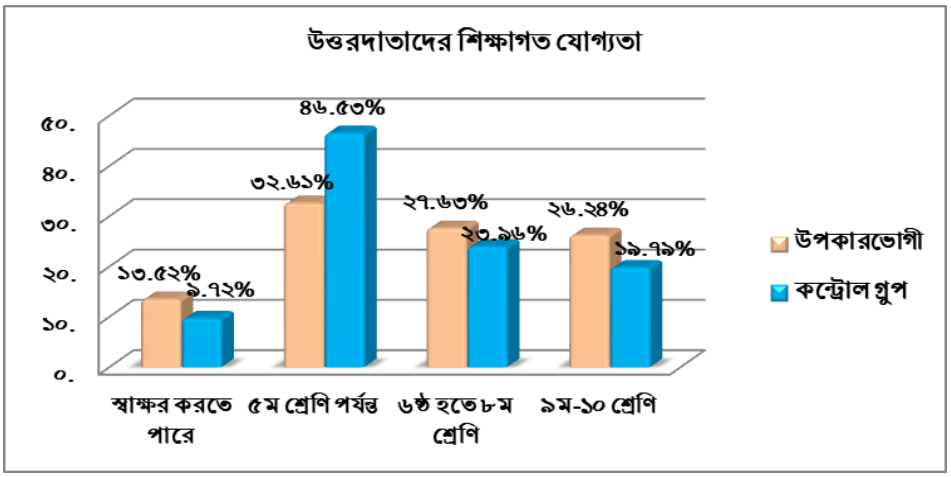
সারণি-৩.৪: উত্তরদাতাদের পেশা

পেশা	উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	নাম্বার	শতকরা হার	নাম্বার	শতকরা হার
ক্ষুদ্র ব্যাবসা	৬৬	১১.৪৫	৩০	১০.৪১
গৃহিণী	২৫৯	৪৩.৫৭	১৬০	৫৫.৫৬
কৃষি	৯৮	১৭.০১	৩৬	১২.৫০
মাঝারি ব্যবসা	৪	০.৭০	৩	১.০৪
বাসাবাড়িতে কাজ	৩৬	৬.২৫	১৯	৬.৫৯
এনজিও প্রকল্পে কাজ	০	০	৪	১.৩৯
ছোট দোকানদার	১০	১.৭৩	৬	২.০৮
পোল্ট্রি ব্যবসা	৪	০.৭০	২	০.৭০
গবাদি পশু পালন	৩০	১০.০৭	১২	৪.১৬
ক্ষুদ্র পোষাক তৈরির কারখানা	৫	০.৮৭	৩	১.০৫
সেলাই কাজ	৬	১.০৬	৪	১.৪০
অন্যান্য কাজ	৫৮	৫.২০	৯	৩.১২
মোট	**৫৭৬**	**১০০.০**	**২৮৮**	**১০০.০**

সারণি ৩.৪ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উপকারভোগীদের মধ্যে সবেচেয়ে বেশি ৪৩.৫৭% উত্তরদাতার পেশা গৃহিণী, ১৭.০১% কৃষি, ১১.৪৫% ক্ষুদ্র ব্যাবসা, ১০.০৭% গবাদি পশু পালন, ৬.২৫% বসবাড়িতে কাজ, ৫.২০% অন্যান্য, ১.৭৩% ছোট দোকানদার, ১.০৬% সেলাই কাজ, ০.৮৭% ক্ষুদ্র পোষাক তৈরির কারখানায় কাজ এবং সবচেয়ে কম ০.৭০% উত্তরদাতার পেশা যথাক্রমে পোল্ট্রি ও মাঝারি ব্যবসা। অপরদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের যারা প্রকল্পের উপকারভোগী নয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৫৫.৫৬% উত্তরদাতার পেশা গৃহিণী এবং সবচেয়ে কম ০.৭০% উত্তরদাতা পোল্ট্রি ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছেন।

চিত্র ৩.৫: উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	নাম্বার	শতকরাহার	নাম্বার	শতকরা হার
স্বাক্ষরকরতেপারে	৭৮	১৩.৫২	২৮	৯.৭২
৫ম শ্রেণিপর্যন্ত	১৮৮	৩২.৬১	১৩৪	৪৬.৫৩
৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি	১৬৫	২৭.৬৩	৬৯	২৩.৯৬
দশমশ্রেণিরনিচে	১৫৭	২৬.২৪	৫৭	১৯.৭৯
এসএসসি/দাখিল/সমমান				
মোট	**৫৭৬**	**১০০.০**	**২৮৮**	**১০০.০**

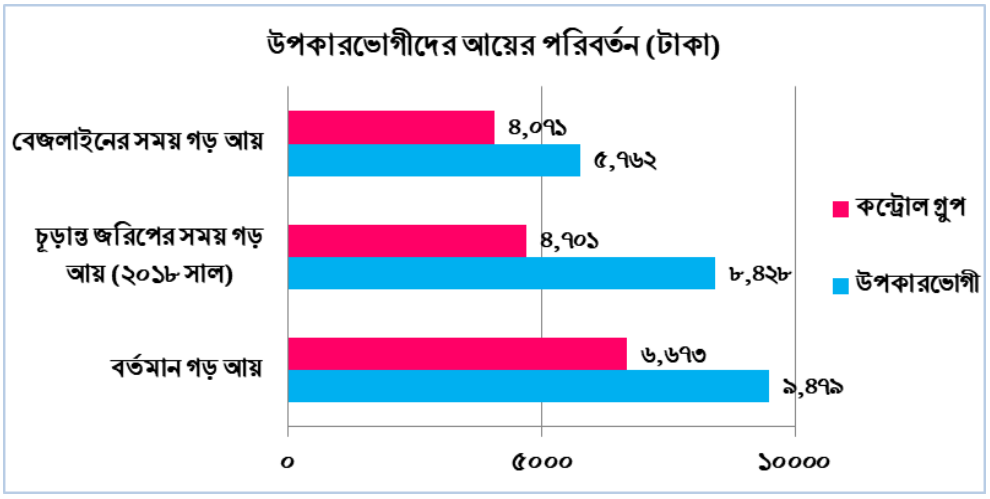


সমীক্ষাকালীন উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। চিত্র ৩.৫ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উপকারভোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩২.৬১% উত্তরদাতা ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন, ২৭.৬৩% উত্তরদাতা জানান ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি, ২৬.২৪% উত্তরদাতা জানান ৯ম-১০ শ্রেণি এবং সবচেয়ে কম ১৩.৫২% উত্তরদাতা জানান তারা স্বাক্ষর করতে পারেন। কন্ট্রোল গ্রুপের যারা প্রকল্পের উপকারভোগী নয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৪৬.৫৩% উত্তরদাতা জানান তারা ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন, ২৩.৯৬% উত্তরদাতা জানান ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি, ১৯.৭৯% উত্তরদাতা জানান ৯ম-১০ শ্রেণি এবং সবচেয়ে কম ৯.৭২% উত্তরদাতা জানান তারা স্বাক্ষর করতে পারেন।

৩.৯.৩ প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয়:

সারণি-৩.৬: উত্তরদাতাদের মাসিক আয়ের পরিবর্তন

মাসিক আয়	উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	নাম্বার	শতকরা হার	নাম্বার	শতকরা হার
৫০০০ টাকার কম	৪৯	৮.৫	৮৩	২৮.৮
৫০০১-৭৫০০ টাকা	১৮৭	৩২.৫	১৩৩	৪৬.২
৭৫০১-১০,০০০ টাকা	১৩৪	২৩.৩	৫৫	১৯.১
১০,০০১ টাকা বা উপরে	২০৬	৩৫.৮	১৭	৫.৯
বর্তমান গড় আয়	৯,৯৭৯		৬,৬৭৩	
চূড়ান্ত জরিপের সময় গড় আয়	৮,৪২৮		৪,৭০১	
বেইজলাইনের সময় গড় আয়	৫,৭৬২		৪,০৭১	
মোট	**৫৭৬**	**১০০.০**	**২৮৮**	**১০০.০**

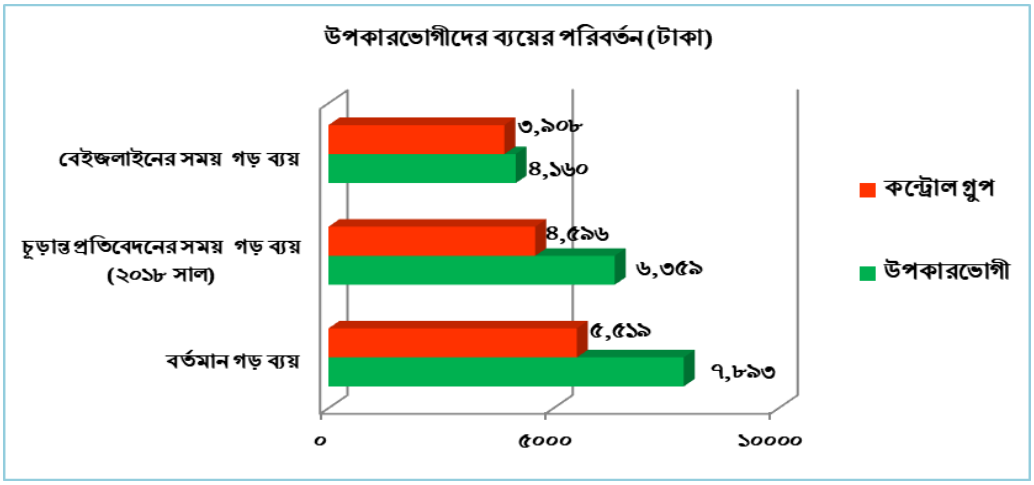


প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের উপকারভোগীদের কি পরিবর্তন এসেছে তা মূলত তাদের আয় দ্বারা নির্ণয় করা হয়। সারণি ৩.৬ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের বর্তমানে গড় মাসিক আয় ৯,৯৭৯ টাকা। বেইজলাইন প্রতিবেদনের সময় তাদের গড় আয় ছিল ৪,০৭১ টাকা এবং চূড়ান্ত জরিপে (২০১৮ সালে) গড় আয় ছিল ৮,৪২৮ টাকা। এছাড়া, উপকারভোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৫.৮% উত্তরদাতার মাসিক আয় ১০,০০১ টাকার উপরে, ৩২.৫% উত্তরদাতার আয় ৫০০১-৭৫০০ টাকার মধ্যে, ২৩.৩% উত্তরদাতার আয় ৭৫০১-১০,০০০ টাকার মধ্যে এবং সবচেয়ে কম ৮.৫% উত্তরদাতার আয় ৫০০০ টাকার নিচে।

অপরদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের বর্তমানে গড় মাসিক আয় ৬,৬৭৩ টাকা। বেইজলাইন প্রতিবেদনের সময় তাদের গড় আয় ছিল ৪,০৭১ টাকা এবং চূড়ান্ত জরিপে (২০১৮ সাল) তাদের আয় ছিল ৪,৭০১ টাকা। কন্ট্রোল গ্রুপের সবচেয়ে বেশি ৪৬.২% উত্তরদাতার মাসিক আয় ৫০০১-৭৫০০ টাকার মধ্যে, ২৮.৮% উত্তরদাতার আয় ৫০০০ টাকার নিচে, ১৯.১% উত্তরদাতার আয় ৭৫০১-১০,০০০ টাকার মধ্যে এবং সবচেয়ে কম ৫.৯% উত্তরদাতার আয় ১০,০০০ টাকার উপরে।

সারণি-৩.৭: উত্তরদাতাদের মাসিক ব্যয়ের পরিবর্তন

মাসিক ব্যয়	উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	নাম্বার	শতকরা হার	নাম্বার	শতকরা হার
৫০০০ টাকার কম	১৫৮	২৭.৪	৯৯	৩৪.৪
৫০০১-৭৫০০ টাকা	২৩৮	৪১.৩	১৩৯	৪৮.৩
৭৫০১-১০,০০০ টাকা	১০৩	১৭.৯	৪৫	১৫.৬
১০,০০১ টাকা বা উপরে	৭৭	১৩.৪	৫	১.৭
বর্তমান গড় ব্যয়	৭,৮৯৩		৫,৫১৯	
চূড়ন্ত প্রতিবেদনে সময় গড় ব্যয়	৬,৩৫৯		৪,৫৯৬	
বেইজলাইনের গড় ব্যয়	৪,১৬০		৩,৯০৮	
মোট	**৫৭৬**	**১০০.০**	**২৮৮**	**১০০.০**



সারণি ৩.৭ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের বর্তমানে গড় মাসিক ব্যয় ৭,৮৯৩ টাকা এবং বেইজলাইন প্রতিবেদনের সময় তাদের গড় ব্যয় ছিল ৪,১৬০ টাকা এবং চূড়ান্ত জরিপের সময় (২০১৮ সাল) তাদের গড় ব্যয় ছিল ৬,৩৫৯ টাকা। এছাড়া, উপকারভোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৪১.৩% উত্তরদাতার মাসিক ব্যয় ৫,০০১-৭,৫০০ টাকা, ২৭.৪% উত্তরদাতার ব্যয় ৫,০০০ টাকার কম, ১৭.৯% উত্তরদাতার ব্যয় ৭,৫০১-১০,০০০ টাকার মধ্যে এবং সবচেয়ে কম ১৩.৪% উত্তরদাতার ব্যয় ১০,০০১ টাকার উপরে।

অপরদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের বর্তমানে গড় মাসিক ব্যয় ৫,৫১৯ টাকা। বেইজলাইন প্রতিবেদনের সময় তাদের গড় ব্যয় ছিল ৩,৯০৮ টাকা এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সময় (২০১৮ সাল) গড় ব্যয় ছিল ৪,৫৯৬ টাকা। কন্ট্রোল গ্রুপের সবচেয়ে বেশি ৪৮.৩% উত্তরদাতার মাসিক ব্যয় ৫,০০১-৭,৫০০ টাকা, ৩৪.৪% উত্তরদাতার ব্যয় ৫,০০০ টাকার কম, ১৫.৬% উত্তরদাতার ব্যয় ৭,৫০১-১০,০০০ টাকার মধ্যে এবং সবচেয়ে কম ১.৭% উত্তরদাতার ব্যয় ১০,০০১ টাকার উপরে।

সারণি-৩.৮: উত্তরদাতার মাসিক সঞ্চয় প্রবণতা

মাসিক সঞ্চয়	উপকারভোগী			কন্ট্রোল গ্রুপ		
	বেইজলাইন	চূড়ান্ত জরিপ (২০১৮ সাল)	বর্তমান	বেইজলাইন	চূড়ান্ত জরিপ (২০১৮ সাল)	বর্তমান
গড় (টাকা)	১,৬০৩	২,০৯৫	২,২৮৬	৯৫৫	১,০৭৯	১,২৫৪
নূন্যতম (টাকা)	১,৫০০	১,৫০০	১,৭৬৪	৪৬৪	৭৪৮	৮৯৮
সর্বোচ্চ (টাকা)	৪,০০০	৯,৫০০	১৫,৮৮৭	৪,০০০	৫,০০০	৭,৬৪৫

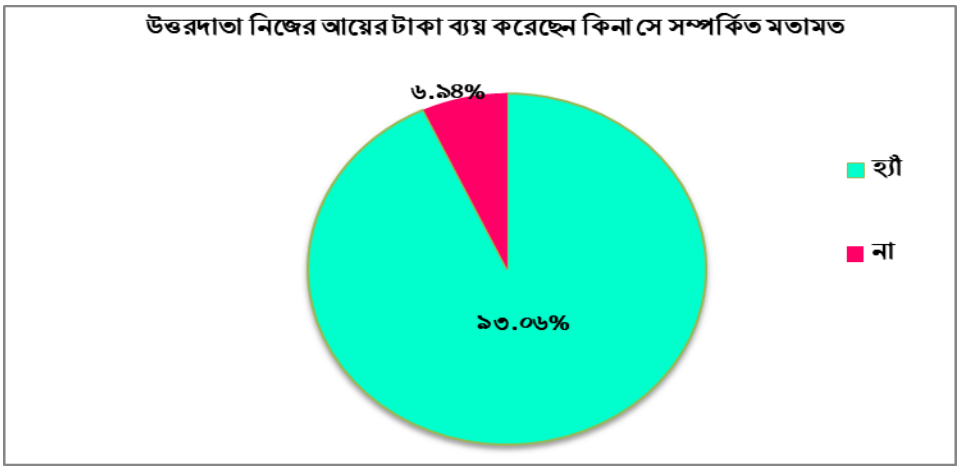
সারণি ৩.৮ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের বর্তমানে গড় মাসিক সঞ্চয় ২,২৮৬ টাকা। বেইজলাইন প্রতিবেদনের সময় তাদের গড় সঞ্চয় ছিল ১,৬০৩ টাকা এবং চুড়ান্ত প্রতিবেদনের সময় গড় সঞ্চয় ছিল ২,০৯৫ টাকা। অপরদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের বর্তমানে গড় মাসিক সঞ্চয় ১,২৫৪ টাকা। বেইজলাইন প্রতিবেদনের সময় তাদের গড় সঞ্চয় ছিল ৪৬৪ টাকা এবং চূড়ান্ত জরিপের সময় গড় সঞ্চয় ছিল ৮৯৮ টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী উপকারভোগীদের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি-৩.৯: উপকারভোগী আরইআরএমপি-২ প্রকল্প ছাড়া অন্যা কোন আয়মূলক কাজে জড়িত আছে কিনা

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৪৩২	৭৫
না	১৪৪	২৫
মোট	**৫৭৬**	১০০.০
অন্য পেশায় জড়িত থাকলে গড় আয়	**২৩৯২.০০**	

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান এবং দৈনিক আয় এর ব্যবস্থা হয়। সমীক্ষাকালীন জানতে চাওয়া হয়, বর্তমানে তারা উক্ত প্রকল্প ছাড়া অন্য কোন আয়মূলক কাজে জড়িত রয়েছে কিনা। সারণি ৩.৯ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উপকারভোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৭৫% উত্তরদাতা জানান হ্যাঁ, তারা অন্য কোন আয়মূলক কাজে জড়িত রয়েছেন। অন্য পেশা থেকে তাদের মাসিক গড় আয় ২৩৯২ টাকা। মাত্র ২৫% উত্তরদাতা জানান তারা অন্য কোন আয়মূলক কাজের সাথে জড়িত নয়।

চিত্র-৩.১০: উপকারভোগী নিজের আয়ের টাকা ব্যয় করেছেন কি না সে সম্পর্কিত মতামত



প্রকল্পের সকল উপকারভোগী ছিল দুঃস্থ, অসহায়, অসচ্ছল এবং বিধবা নারী। প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণ করে দৈনিক যে টাকা পেতো তা তারা নিজেরা ব্যয় করেছে কিনা সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। চিত্র ৩.১০ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের সবচেয়ে বেশি ৯৩.০৬% জানান তারা নিজেদের টাকা ব্যয় করেছেন। খুবই কম সংখ্যক ৬.৯৪% উত্তরদাতা জানান তারা নিজেদের টাকা ব্যয় করতে পারেননি।

৩.৯.৪ নারীর ক্ষমতায়ন:

সারণি-৩.১১: উপকারভোগী RERMP-2 প্রকল্পে অংশ নেয়ার পূর্বে পরিবারে কোনরকম নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন কি না সে সম্পর্কিত মতামত

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৫৬	৯.৭৩
না	৫২০	৯০.২৭
মোট	**৫৭৬**	**১০০.০**
যে ধরনের নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন-		
শারীরিক	৫	৮.৯৩

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
মানসিক	৪৮	৮৫.৭১
শারীরিক ও মানসিক উভয়ই	৩	৫.৩৬
মোট	৫৬	১০০.০
RERMP-2 প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার পরে নির্যাতন কমেছে কিনা		
হ্যাঁ	৫৬	১০০.০০
না	০০	০০
মোট	৫৬	১০০.০

যেহেতু প্রকল্পের আওতায় শতভাগ নারী সুবিধাভোগী তাই প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের নিকট জানতে চাওয়া হয় RERMP-2 প্রকল্পে অংশ নেয়ার পূর্বে পরিবারে কোনরকম নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন কি না এবং পরবর্তীতে কমেছে কিনা। সারণি ৩.১১ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯০.২৭% জানান তারা কোন নির্যাতনের স্বীকার হননি। ৯.৭৩% উত্তরদাতা জানান তারা নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৮৫.৭১% উত্তরদাতা জানান তারা মানসিক নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন। তবে উত্তরদাতাদের সকলেই ১০০% জানান যে RERMP-2 প্রকল্পে অংশ নেয়ার পরে নির্যাতন কমেছে।

সারণি ৩.১২ RERMP 2 প্রজেক্টে অংশ নেয়ার পূর্বে পরিবারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন কি না?

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৭৮	১৩.৫৪
না	৪৯৮	৮৬.৪৬
মোট	**৫৭৬**	**১০০.০**

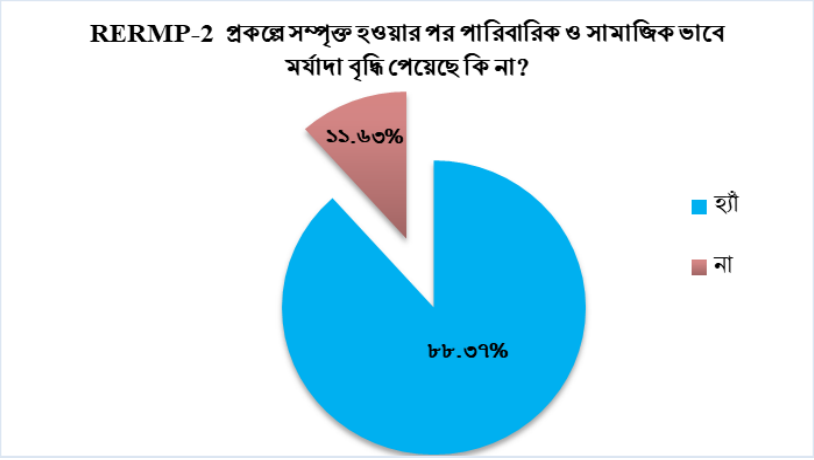
সারণি ৩.১২ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রায় বেশিরভাগ উত্তরদাতা ৮৬.৪৬% জানান প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণ করার পূর্বে তারা পরিবারে কোন মতামত প্রদান করতে পারতেন না। মাত্র ১৩.৫৪% উত্তরদাতা জানান তারা পরিবারে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন।

সারণি- ৩. ১৩: না হলে, RERMP 2 প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণ করার পর পরিবারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কিনা?

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৪৯৮	১০০.০
না	০.০০	০.০০
মোট	**৪৯৮**	**১০০.০**
সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রসমূহ		
সন্তানের লেখাপড়া	৪৩২	৮৬.৭৫
সন্তানের বিবাহ	১৫৮	৩১.৭৩
পারিবারিক ব্যয়	৪৫৯	৯২.১৭
সম্পদ কেনা/বেচা	৮৮	১৭.৬৭
পরিবারের চিকিৎসা সেবা	১৮০	৩৬.১৪
একাধিকউত্তর	**৪৯৮**	

প্রকল্পের আওতায় সকল সুবিধাভোগীই ছিল নারী। এছাড়া প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা। সারণি ৩.১৩ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উপকারভোগীদের সকলেই ১০০% জানান যে, RERMP 2 প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণ করার পর পরিবারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সবচেয়ে বেশি ৯২.১৭% উত্তরদাতা জানান পরিবারে ব্যয়ের ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, ৮৬.৭৫% জানান সন্তানের লেখাপড়া, ৩৬.১৪% জানান পরিবারের চিকিৎসা সেবা, ৩১.৭৩% জানান সন্তানের বিবাহ এবং সবচেয়ে কম ১৭.৬৭% জানান সম্পদ কেনা/বেচায় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

চিত্র: ৩.১৪: RERMP-2 প্রকল্পে সম্পৃক্ত হওয়ার পর পরিবারিক ও সামাজিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না



সারণি ৩.১৪ বিশ্লেষণে উপকারভোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৮৮.৩৭% উত্তরদাতা জানান যে, RERMP-2 প্রকল্পে কাজ করার পর পরিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব বেড়েছে এবং খুবই কম সংখ্যক ১১.৬৩% উত্তরদাতা জানান পরিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব বাড়েনি।

৩.৯.৫ সঞ্চয় সম্পর্কিত:

সারণি-৩.১৫: উপকারভোগীগণ সঞ্চয়ের টাকা যেভাবে পেয়েছেন

সঞ্চয়ের টাকা পাওয়ার মাধ্যম	সংখ্যা	শতকরা হার
ব্যাংক এর মাধ্যমে	১০০	১০০.০
নগদ টাকা	-	-
মোট	**৫৭৬**	**১০০.০**
দিনে মজুরির কত টাকা সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখা হত	৫০	
গড়ে কত দিন এ প্রকল্পে কাজ করেছেন	১০২৫ দিন (৩.৮৭ বছর)	
একাধিক উত্তর	**৫৭৬**	

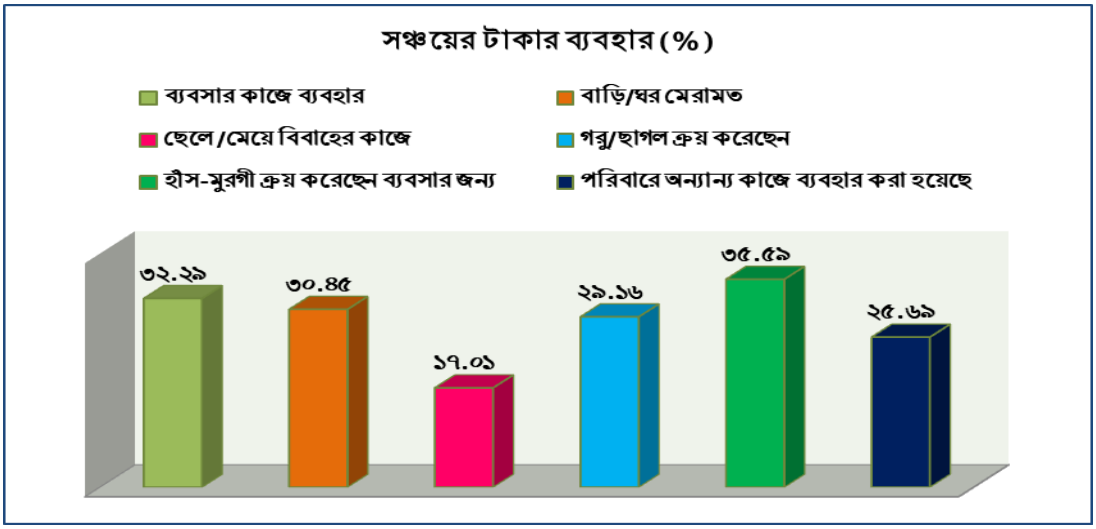
প্রকল্পের আওতায় দৈনিক ১৫০ টাকা মজুরির থেকে ৫০ টাকা করে সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখা হতো। সারণি ৩.১৫ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের সকলেই (১০০%) জানান যে, ব্যাংকের মাধ্যমে তারা সঞ্চয়ের টাকা পেয়েছেন। প্রকল্পের আওতায় গড়ে তারা ৩.৮৭ বছর কাজ করেছেন। দৈনিক মজুরির থেকে প্রতিদিন ৫০ টাকা সঞ্চয় হিসেবে জমা ছিল।

সারণি-৩.১৬: উপকারভোগীগণের সঞ্চয়ের টাকা পেতে কোন সমস্যা হয়েছিল কিনা

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	-	-
না	১০০	১০০.০
মোট	**৫৭৬**	**১০০.০**

সারণি ৩.১৬ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের সকলেই (১০০%) জানান এককালীন সঞ্চয়ের টাকা পেতে তাদের কোন সমস্যা হয়নি।

চিত্র-৩. ১৭: উপকারভোগীগণ সঞ্চয়ের টাকা যে কাজে ব্যয় করেছেন সে সম্পর্কিত মতামত



উপকারভোগীগণ প্রকল্প থেকে এককালীন সঞ্চয়ের টাকা সংগ্রহ করেন। সমীক্ষাকালীন জানতে চাওয়া হয় যে, উক্ত সঞ্চয়ের টাকা তারা কিভাবে কি কাজে ব্যয় করেছেন। সারণি ৩.১৭ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশি ৩৫.৫৯% জানান যে, হাঁস/মুরগী ক্রয় করেছেন ব্যবসার জন্য। এছাড়া, ৩২.২৯% জানান ব্যবসার কাজে, ৩০.৪৫% জানান বাড়ি/ঘর মেরামত করেছেন, ২৯.১৬% জানান গরু/ছাগল ক্রয় করেছেন, ২৫.৬৯% জানান পরিবারে অন্যান্য কাজে ব্যবহার করেছেন এবং সবচেয়ে কম ১৭.০১% উত্তরদাতা জানান ছেলে/মেয়ের বিবাহ কাজে সঞ্চয়ের টাকা ব্যয় করেছেন। উপকারভোগীদের সঞ্চয়ের টাকা যেন যথাযথভাবে আয়বর্ধনমূলক কাজে ব্যবহার করতে পারে এ জন্য প্রকল্প অফিস কর্তৃক তদারকি বাড়ানো দরকার ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়।

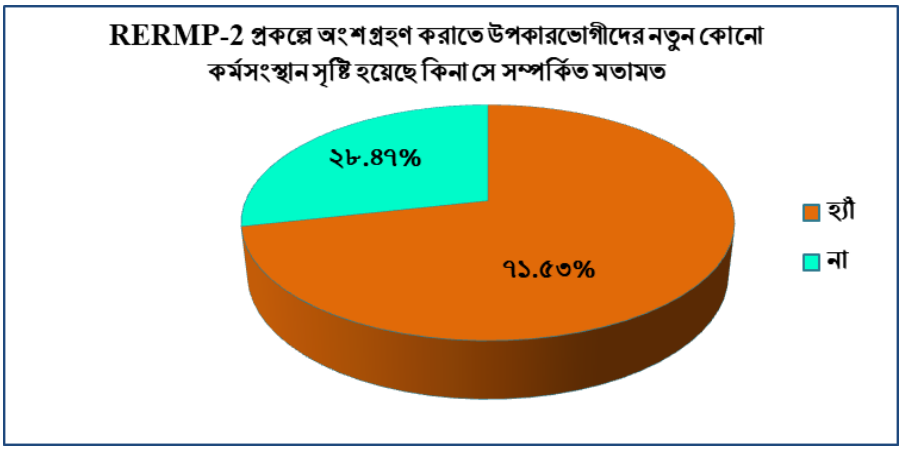
সারণি-৩.১৮: উপকারভোগিগণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সম্পৃক্ত হয়ে যেভাবে লাভবান হয়েছেন সে সম্পর্কিত মতামত

মতামতসমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার
পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে	৫৫৬	৯৬.৫৩
স্বাবলম্বি হতে পেরেছেন	৫১০	৮৮.৫৪
পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে	৪৮৯	৮৪.৮৯
ছেলে/মেয়েদের লেখাপড়া করাতে পারছেন	৩৬৭	৬৩.৭১
অসুস্থ হলে চিকিৎসা নিতে পারছেন	৪৫১	৭৮.২৯
একাধিকউত্তর	**৫৭৬**	

প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজে উপকারভোগীদের সম্পৃক্ত করে তাদের দারিদ্র্যতা হ্রাস করা। সে লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় দুঃস্থ, অসহায়, অসচ্ছল নারীদের নিয়োগ করা হয়। সারণি ৩.১৮ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৯৬.৫৩% জানান পরিবারে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, ৮৮.৫৪% জানান স্বাবলম্বি হতে পেরেছেন, ৮৪.৮৯% জানান পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, ৭৮.২৯% জানান অসুস্থ হলে চিকিৎসা নিতে পারছেন এবং সবচেয়ে কম ৬৩.৭১% জানান ছেলে/মেয়েদের লেখাপড়া করানোর মাধ্যমে লাভবান হয়েছেন।

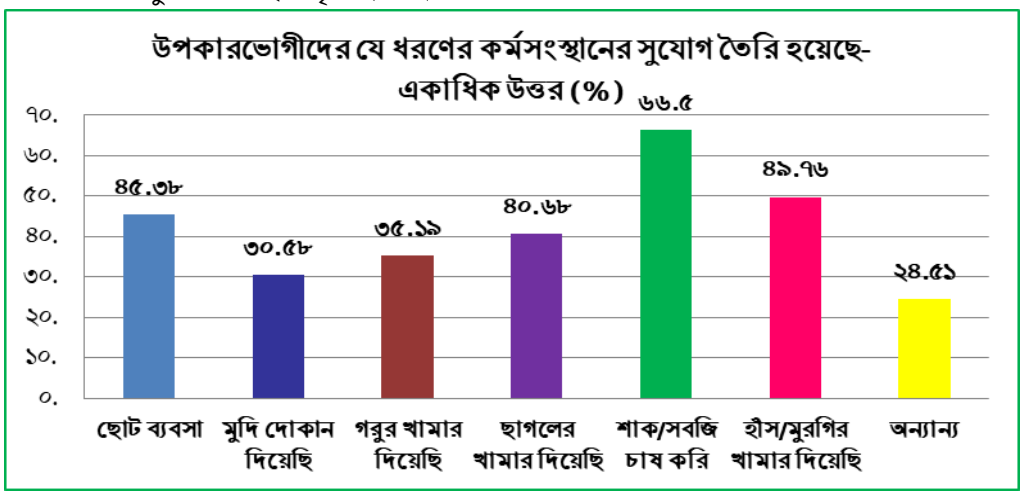
৩.৯.৬ কর্মসংস্থান:

চিত্র-৩.১৯: RERMP-2 প্রকল্পে অংশ গ্রহণ করাতে উপকারভোগীদের নতুন কোনো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে কিনা সে সম্পর্কিত মতামত



প্রকল্পকালীন সময়ের জন্য উপকারভোগী সবারই কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছিল। সমীক্ষাকালীন জানতে চাওয়া হয় প্রকল্প পরবর্তীতে তাদের নতুন কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে কিনা। চিত্র- ৩.১৯ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৭১.৫৩% জানান তাদের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে ২৮.৪৭% উত্তরদাতা জানান তাদের পরবর্তীতে নতুন কোন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। প্রকল্প পরবর্তীতে ৭১.৫৩% উত্তরদাতার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। যার প্রভাব তাদের পরিবারে বিদ্যমান রয়েছে।

চিত্র- ৩.২০ যে ধরণের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে



যাদের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে সবেচেয়ে বেশি ৬৬.৫০% উত্তরদাতা জানান তারা বাড়ীর আশেপাশে শাক/সবজি চাষ করছেন। এছাড়া ৪৯.৭৬% জানান হাঁস/মুরগীর খামার দিয়েছেন, ৪৫.৩৮% জানান ছোট ব্যবসা করছেন, ৪০.৬৮% জানান ছাগলের খামার দিয়েছেন, ৩৫.১৯% জানান গরুর খামার দিয়েছেন, ৩০.৫৮% জানান মুদি দোকান দিয়েছেন এবং সবচেয়ে কম ২৪.৫১% উত্তরদাতার অন্যান্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। উপকারভোগীদের কর্মসংস্থানের ফলে আয় এবং ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছ।

৩.৯.৭ প্রশিক্ষণের প্রভাব:

সারণি-৩.২১: আরইআরএমপি-২ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি না সে সম্পর্কিত মতামত

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৫৭৬	১০০.০
না	-	-
মোট	**৫৭৬**	**১০০.০**

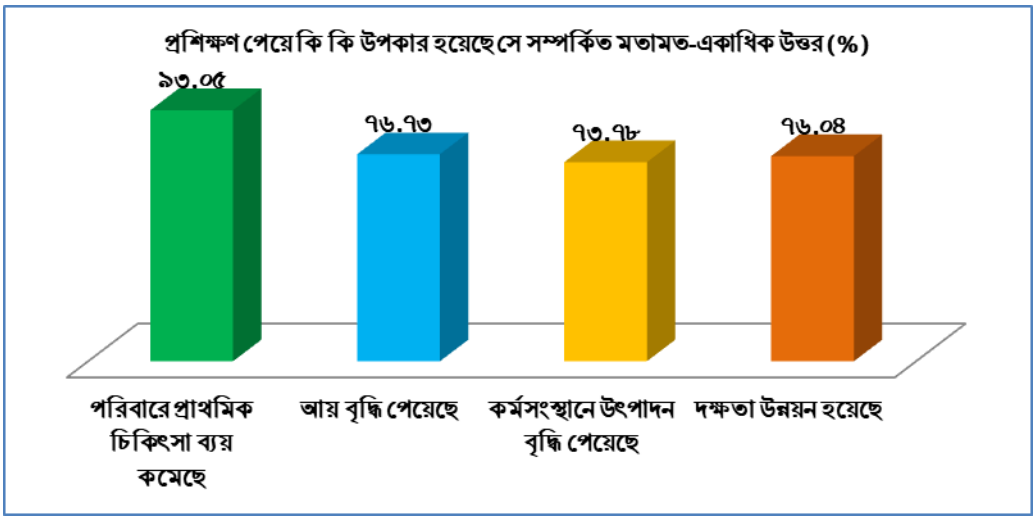
সারণি ৩.২১ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় উত্তরদাতাদের সকলেই (১০০%) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

সারণি-৩.২২: প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ কি ছিল?

প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার
আইজিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (গরু মোটাতাজাকরণ, সেলাই, হাঁস/মুরগি পালন, পোল্ট্রি পালন, গার্ডেনিং ইত্যাদি)	৫৭৬	১০০.০
মানব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (শিশু শিক্ষা, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ, শিশুর পুষ্টি, সুপেয় পানি পান, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সেনেটারি টয়লেট ব্যবহার, মাতৃত্বকালীন সেবা ইত্যাদি)	৫৭৬	১০০.০
একাধিকউত্তর=	**৫৭৬**	
বছরে কতটি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন	**১২টি**	
প্রশিক্ষণের মান কেমন ছিল	**সংখ্যা**	**শতকরা হার**
ভাল	৪১২	৭১.৫৩
খারাপ	০০	০০
মোটামুটি	১৬৪	২৮.৪৭
মোট	**৫৭৬**	**১০০.০**

সারণি ৩.২২ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের সকলেই (১০০.০%) জানান আইজিএ সম্পর্কিত যেমন- গরু মোটাতাজাকরণ, সেলাই, হাঁস/মুরগি পালন, গার্ডেনিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং মানব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (শিশু শিক্ষা, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ, শিশুর পুষ্টি, সুপেয় পানি পান, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সেনেটারি টয়লেট ব্যবহার, মাতৃত্বকালীন সেবা ইত্যাদি) পেয়েছেন। উপকারভোগী বছরে ১২টি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এছাড়া উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭১.৫৩% জানান প্রশিক্ষণের মান ভাল ছিল, ২৮.৪৭% উত্তরদাতা জানান প্রশিক্ষণের মান মোটামুটি ছিল।

চিত্র: ৩.২৩ প্রশিক্ষণ পেয়ে কি কি উপকার হয়েছে (একাধিক উত্তর)



প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীগণ গড়ে ৩দিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। চিত্র- ৩.২৩ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশি ৯৩.০৫% উত্তরদাতা জানান স্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রজনন প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে পরিবারে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যয় কমেছে। এছাড়া, ৭৬.৭৩% জানান তাদের পরিবারে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, ৭৬.০৪% জানান দক্ষতা উন্নয়ন হয়েছে এবং ৭৩.৭৮% জানান কর্মসংস্থানে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে । এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। তবে প্রশিক্ষণ প্রদান পরবর্তীতে উপকারভোগীদের যথাযথভাবে ফলোআপ করা হলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শতভাগ প্রভাব নিশ্চিত করা যেতো

সারণি ৩.২৪ প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে পারছেন কিনা?

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৪৩৬	৭৫.৬৯
না	১৪০	২৪.৩১
মোট	**৫৭৬**	**১০০.০**

উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৭৫.৬৯% জানান প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান তারা কাজে লাগাতে পারছেন। অপরদিকে ২৪.৩১% উত্তরদাতা জানান তারা প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে পারছেন না। প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে যথাযথ ফলোআপের প্রয়োজন ছিল।

৩.৯.৮ প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা:

সারণি-৩. ২৫: সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে ফলে আপনার এলাকায় কি কি উপকার হয়েছে বলে মনে করেন?

মতামতসমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার
যাতায়াত সহজ হওয়ায় কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে	৫৬৭	৯৮.৪৩
এলাকায় ব্যবসা/বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে	৫৪২	৯৪.০৯
হাট/বাজার বা পরিষেবা কেন্দ্রগুলোতে যাতায়াত সহজ হয়েছে	৪৮০	৮৩.৩৩
স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মার্তৃত্বকালীন সেবা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে	৫২১	৯০.৪৫
এলাকায় দুঃস্থ নারীদের আয় বৃদ্ধির ফলে তাদের পারিবারিক ও সামাজিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে	৫৫৯	৯৭.০৫
একাধিক উত্তর=	**৫৭৬**	

সারণি ৩.২৫ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৯৮.৪৩% জানান যাতায়াত সহজ হওয়ায় কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। এছাড়া, ৯৭.০৫% জানান এলাকায় দুঃস্থ নারীদের আয় বৃদ্ধির ফলে তাদের পারিবারিক ও সামাজিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে. ৯৪.০৯% জানান এলাকায় ব্যবসা/বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে, ৯০.৪৫% জানান স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মার্তৃত্বকালীন সেবা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৮৩.৩৩% জানান হাট/বাজার বা পরিষেবা কেন্দ্রগুলোতে যাতায়াত সহজ হয়েছে। সর্বোপরি, এ ধরণের প্রকল্পের ফলে সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সহায়ক মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সারণি-৩.২৬: এই প্রকল্পের অসুবিধাগুলো সম্পর্কে মতামতসমূহ

মতামতসমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার
যাতায়তে কোন খরচ দেয়নি	৫৭৬	১০০.০
বাজার দরের তুলনায় মজুরি খুবই কম	৫৭৬	১০০.০
দৈনিক মজুরির টাকা সঠিক সময়ে পাওয়া যায়নি	৫৭১	৯৯.১৩
অতিরিক্ত কাজের মজুরি নাই	৫৪৯	৯৫.৩১
একাধিকউত্তর	**৫৭৬**	

প্রকল্পের সাথে নিয়োজিত উপকারভোগীগণের নিকট জানতে চাওয়া হয় এ প্রকল্পে কি কি অসুবিধা ছিল। সারণি ৩.২৬ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের সকলেই (১০০%) জানান বাজার দরের তুলনায় মজুরি খুবই কম এবং যাতায়াতে কোন খরচ দেয়নি। এছাড়া ৯৯.১৩% উত্তরদাতা জানান দৈনিক মজুরির টাকা সঠিক সময়ে পাওয়া যায়নি এবং ৯৫.৩১% জানান অতিরিক্ত কাজের মজুরি নাই। মূলত এ প্রকল্পের এই সমস্যাগুলোই বেশি ছিল।

৩.১০.৬ কন্ট্রোল গ্রুপ

সারণি-৩.২৭: আপনার জানা মতে এ প্রকল্পের কাজ করে কেউ কি উপকৃত হয়েছে

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	২৮৮	১০০.০
না	-	-
মোট	**২৮৮**	**১০০.০**
হ্যাঁ হলে, কিভাবে উপকৃত হয়েছেন		
ব্যবসা করতে পারছেন	১১১	৩৮.৫৪
বাড়ি/ঘর মেরামত করেছেন	১৮৯	৬৫.৬২
ছেলে/মেয়ে স্কুল/কলেজে যাচ্ছে	৭৮	২৭.০৯
ছেলে/মেয়ের বিবাহ দিয়েছে	৬৬	২২.৯২
বর্তমানে কর্মসংস্থান হয়েছে	২০৬	৭১.৫৩
একাধিকউত্তর=২৮৮	২৮৮	

কন্ট্রোল গ্রুপের সদস্যদের নিকট জানতে চাওয়া হয় এ প্রকল্পে সম্পৃক্ত হয়ে কেউ কি উপকৃত হয়েছে কিনা। সারণি ৩.২৭ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের সকলেই (১০০%) জানান তাদের জানা মতে এ প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৭১.৫৩% জানান উপকারভোগীদের নিজেদের কর্মস্থান হয়েছে। এছাড়া ৬৫.৬২% জানান বাড়ি/ঘর মেরামত করেছেন, ৩৮.৫৪% জানান ব্যবসা করতে পারছেন, ২৭.০৯% জানান ছেলে/মেয়ে স্কুলে/কলেজে ভর্তি হয়েছে এবং সবচেয়ে কম ২২.৯২% জানান ছেলে/মেয়ের বিবাহ দিয়েছেন।

সারণি-৩.২৮: আপনি কি এ ধরণের প্রকল্পের কাজে যোগদান করতে চান? সে সম্পর্কিত মতামত

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	২৮৮	১০০.০
না	০.০	০.০
মোট	**২৮৮**	**১০০.০**
হ্যাঁ হলে, কি জন্য যোগদান করতে চান		
দৈনিক মজুরির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি হবে	২৪৭	৮৫.৭৬
স্বাবলম্বি হতে পারবো	২৩৫	৮১.৫৯
সঞ্চয় জমা করতে পারবো	২৪০	৮৩.৩৩
পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি হবে	১৭৮	৬১.৮০
বাড়ি/ঘর মেরামত করতে পারবো	১৮৭	৬৪.৯৩
মোট	**২৮৮**	

সারণি ৩.২৮ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতাদের সকলেই (১০০%) জানান তারা এ ধরণের প্রকল্পের কাজে সম্পৃক্ত হতে চান। উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৮৫.৭৬% জানান দৈনিক মজুরির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি হবে। এছাড়া, ৮৩.৩৩% জানান সঞ্চয় জমা করতে পারবে, ৮১.৫৯% জানান স্বাবলম্বি হতে পারবে, ৬১.৮০% জানান পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি হবে এবং ৬৪.৯৩% জানান বাড়ি/ঘর মেরামত করবেন। মূলত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে এ প্রকল্পের চাহিদা ব্যাপক মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

৩.১০ সরেজমিনে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিদর্শন

“পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২” প্রকল্পটি জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রধান কাজ ছিল ৯০৯৬০ কিঃমিঃ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি করা। সরেজমিনে প্রকল্পের আওতায় ৩২টি জেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দেখা যায় যে, বেশিরভাগ রক্ষণাবেক্ষণ সড়কগুলোর ঢাল ভেঙ্গে গিয়েছে এবং সড়কের পাশে ঝোপ-ঝাড়/জঙ্গল সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া যে সড়কগুলো তখন রক্ষাবেক্ষণের কাজ করা হয়েছিল সেগুলোর অনেক রাস্তা এখন পাকা হয়ে গিয়েছে। ব্রীজ/কালভার্টের ঢাল ও এপ্রোচ মাটি দ্বারা মেরামত করা হলেও এখন পুনরায় মেরামতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে এবং পাকা রাস্তার ঢালে বৃষ্টির পানি গড়ানোর কারণে রাস্তার ঢালগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান যে, যেহেতু সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে শুধুমাত্র সড়কে সৃষ্ট গর্তসমূহ যেমন-গাড়ীর চাকার দ্বারা সৃষ্ট গর্ত ও বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট গর্তসমূহ ভরাট করা এবং ব্রীজ/কালভার্টের ঢাল ও এপ্রোচ মাটি দ্বারা মেরামত করা হয়েছে এবং রাস্তার ধার ও ঢালের পাশে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছে। তাই প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী ৪ বছর পর বৃষ্টির কারণে, সড়কে ভারি যানবাহন চলাচল ইত্যাদি কারণে সড়কের ঢাল ভেঙ্গে যাচ্ছে। এছাড়া জানান যে, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ পরবর্তীতে উক্ত সড়কগুলো আর মেরামত করা হয়নি।



চিত্রঃ জাগির ইউনিয়ন, সদর উপজেলা, মানিকগঞ্জ

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান যে, মেরামতের সময় সড়কটি কাঁচা ছিল। এখন পাকা হয়েছে। সরেজমিনে দেখা যায় যে, রাস্তার পাশের ঢাল ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং ঝোপ-ঝাড় সৃষ্টি হয়েছে। মূলত মেরামতকৃত সবগুলো রাস্তার ঢাল এখন ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং ঝোপ-ঝাড় সৃষ্টি হয়েছে।



চিত্রঃ লাউতা গ্রাম, দিঘী ইউনিয়ন, সদর উপজেলা, মানিকগঞ্জ

চিত্রে প্রদর্শিত ব্রীজটির ঢাল ও এপ্রোচ মাটি দ্বারা মেরামত করা হয়েছিল। সরেজমিনে দেখা যায় যে, ব্রীজ এর এপ্রোচ থেকে মাটি প্রায় ৫-৬ ইঞ্চি সরে গিয়েছে। স্থানীয় লোকজন জানান যে, তখন অনেক ভাল করে মাটি ফেলা হয়েছিল কিন্তু ৪ বছরের মধ্যে আর কোন মাটি ফেলা হয়নি তাই বৃষ্টির কারণে এমন গর্ত হয়েছে।

৩.১১ প্রকল্প টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি/আরডিপিপি’তে কোন টেকসইকরণ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যায় ফলে প্রকল্পের অধীনে সম্পাদিত কাজ/প্রকল্পের অর্জনসমূহ কিভাবে টেকসই হবে সে ব্যাপারে কোন ধারণা পাওয়া যায়নি। তবে, প্রকল্পের কাজ টেকসইকরণে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার ছিল, যেমন- এলজিইডি’র প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা মোতাবেক সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সড়কের পাশে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ করা হলে পরিবেশের উন্নতি হতো। এছাড়া, যথাযথভাবে ঢাল সংরক্ষণ ও মাটি কম্পেকশন করা হলে সোল্ডার (Shoulder) অধিকতর টেকসই হতো।

প্রকল্পের আওতায় ২০-৩০% সুবিধাভোগী তাদের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে ছেলে/মেয়ের বিবাহ, বাড়ি/ঘর মেরামত ইত্যাদি কাজে ব্যয় করেছেন। যার কারণে, প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তীতে তাদের নতুন কোন কর্মসংস্থান এবং আয় উপার্জনের কোন পন্থা

সৃষ্টি হয়নি। উপকারভোগীদের সঞ্চিত অর্থ যেন স্ব-কর্মসংস্থানে ব্যবহার হয় তার জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও এনজিও কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে তদারকি বৃদ্ধি করা দরকার ছিল। এছাড়া, উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ের প্রতিনিধি, ইউপি চেয়ারম্যন এবং মহিলা প্রতিনিধির সমন্বয়ে উপকারভোগীদের সঞ্চিত অর্থ স্ব-কর্মসংস্থানে ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে উক্ত ২০-৩০% দুঃস্থ নারীদের দারিদ্র্যতা স্থায়ীভাবে হ্রাস পেতো মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩.১২ কেআইআই হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের থেকে কেআইআই হতে প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল বিশ্লেষণ

“পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২” প্রকল্পটি দেশের ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলার ৪৮৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক সহযোগীতার জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা/উপজেলা পর্যায়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা সরাসরি জড়িত ছিলেন। গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের থেকে ৩৪টি কেআইআই বা নিবিড় আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে নিবিড় আলোচনার ফলাফল দেয়া হলো-




চিত্রঃ নিবিড় আলোচনা

নিবিড় আলোচনার ফলাফলসমূহ:

আলোচ্য বিষয়:১- প্রকল্পের আওতায় কিভাবে সুফলভোগী নির্বাচন করা হয়েছে?

নিবিড় সাক্ষাৎকারে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মতামত প্রকাশ করেন যে, বেশিরভাগ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের (চেয়ারম্যান ও মেম্বার) পাঠানো তথ্য মতে সুফলভোগী নির্বাচন করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে মাইকিং করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে সুফলভোগীদের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যালয়ে এনে নির্বাচন করা হয়েছে। বর্তমান চলমান ফেস-৩ এ একইভাবে কর্মী নির্বাচন করা হয়েছে। তবে পূর্বের উপকারভোগীদের ফেস-৩ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

আলোচ্য বিষয়:২- প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে শুরু করতে পেরেছিলেন কিনা?

মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সকলেই মতামত প্রকাশ করেন যে, প্রকল্পের কাজ যথাসময়েই শুরু হয়েছে। প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের কাজ ২০১৩ সালেই শুরু করা হয়।

আলোচ্য বিষয়:৩- সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে মাটি পেতে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল কিনা?

প্রায় সকল কর্মকর্তাই মতামত প্রকাশ করেন যে, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে মাটি পেতে সমস্যা হয়েছিল। প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জমির মালিক মাটি দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তারা মাটি দিতে চায়নি। ফলশ্রুতিতে স্থানীয় চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা দূর করা হয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনাকাংখিত ঘটনাও ঘটেছে বলে জানান। যেমন -নড়াইল সদর উপজেলার মাইজপাড়া ইউনিয়নে জমির মালিক নারী কর্মীদের গায়ে হাত তোলে। এমতাবস্থায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আইনী আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে জমির মালিক অন্যায় শিকার করেন। এরপর সমস্যা দূর হলে পুনরায় কাজ করা হয় বলে মতামত প্রকাশ করেন।

আলোচ্য বিষয়:৪- প্রকল্পের আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কি কি কাজ করা হয়েছে?

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সকলেই মতামত প্রকাশ করেন যে, প্রকল্পের আওতায় সড়কে সৃষ্ট গর্তসমূহ যেমন-গাড়ীর চাকার দ্বারা সৃষ্ট গর্ত ও বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট গর্তসমূহ ভরাট করা এবং ব্রীজ/কালভার্টের ঢাল ও এপ্রোচ মাটি দ্বারা মেরামত করা হয়েছে। ধ্বসে যাওয়া রাস্তার ধার এবং ঢালের পাশে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছে। তাছাড়া পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন ও বর্ষার মৌসুমে রেইন কাটের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং মেরামতকৃত রাস্তার ঢালে ঘাসের চাপড়া লাগানো কাজ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়:৫- সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ টেকসই করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন?

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মতামত প্রকাশ করেন যে, বেটস এবং বাঁশের প্যালাসাইডিং ব্যবহারসহ সড়কের সোল্ডার মাটি দ্বারা মেরামত করে ঘাসের চাপড়া লাগানোর মাধ্যমে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ টেকসই করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়:৬- এ প্রকল্পের মাধ্যমে সুফলভোগীদের দারিদ্র্য, ক্ষুধা, পুষ্টিহীনতা কতভাগ কমেছে?

প্রকল্পে কাজে অংশগ্রহণের পূর্বে সুফলভোগীদের সবাই ছিল দুঃস্থ, অসচ্ছল, অসহায়, সম্পদহীন এবং বিধবা। তাদের তেমন কোন আয় বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছিল না। যার কারণে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ছিল তাদের নিত্যসঙ্গি। কিন্তু প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণ করার পর তারা দৈনিক ১৫০/- করে মজুরি পায়। যার ফলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। দৈনিক মজুরি থেকে ৫০ টাকা সঞ্চয় হিসেবে প্রকল্প অফিসে জমা ছিল যা এককালীন পরিশোধ করা হয়। এছাড়া সুফলভোগীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং টেকসই আয় সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এভাবে সুফলভোগীরা দৈনিক মজুরি, সঞ্চয় এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, আয় বৃদ্ধির সাথে ক্রয় ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। এভাবে সুফলভোগীদের দারিদ্র্যতা, ক্ষুধা ও পুষ্টিহীনতা ৭০-৮০% হ্রাস পেয়েছে বলে মতামত প্রকাশ করেন।

আলোচ্য বিষয়:৭- প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের কর্ম-সংস্থানের কি কি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে?

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সকলেই মতামত প্রকাশ করেন যে, সুফলভোগীরা প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণের পূর্বে তাদের তেমন কোন আয় বর্ধক কাজ ছিল না। সবাই ছিল দুঃস্থ, অসচ্ছল, অসহায়, সম্পদহীন, বিধবা। অনেকে মাঝে মাঝে দিন-মজুরের কাজ করেছেন। কিন্তু প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত হয়ে তাদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছিল। প্রকল্প থেকে দৈনিক টাকা পাওয়া যেতো এবং সঞ্চয়ও ছিল। সেই সঞ্চিত অর্থ দিয়ে তারা, অনেকেই গরু/ছাগল বা হাঁস/মুরগীর খামার দিয়েছেন, স্বামী/ছেলেদের ভ্যান/রিক্সা ক্রয় করে দিয়েছেন, ছোট ব্যবসা শুরু করেন, মাছ চাষ এবং শাক.সবজি চাষের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়:৮- প্রকল্পের সবলদিক সম্পর্কে মতামত প্রদান করুন।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মতামত প্রকাশ করেন যে, প্রকল্পটি দারিদ্র্য হ্রাস করণে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এবং পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে অবদান রেখেছে। গ্রামীণ সড়কগুলো সারা বছরব্যাপি রক্ষণাবেক্ষণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়:৯- প্রকল্পের ঝুঁকি সম্পর্কে মতামত প্রদান করুন।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মতামত প্রকাশ করেন যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রকল্পের আওতায় কর্মরত কর্মীগণের মজুরি প্রাপ্তিতে বিলম্ব। জীবন যাত্রার ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, শ্রমিকের মজুরি কম হওয়ায় অনাগ্রহ সৃষ্টি হবে।

৩.১২.১ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, মহিলা প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে নিবিড় আলোচনা:

গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাকালীন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, মহিলা প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে ৩২টি কেআইআই বা নিবিড় আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে নিবিড় আলোচনার ফলাফল দেয়া হলো-




চিত্রঃ নিবিড় আলোচনা (স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ)

নিবিড় আলোচনার ফলাফলসমূহ:

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, মহিলা প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মতামত প্রকাশ করেন যে, "পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২" প্রকল্পের মাধ্যমে সুফলভোগীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যতা হ্রাস পেয়েছে এবং সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে এলাকায় কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে, স্কুল/কলেজ, মসজিদ/মাদ্রাসা, হাট/বাজারে যাওয়া/আসা সহজ হয়েছে।

মতামত প্রকাশ করেন যে, প্রকল্পের কাজে সুফলভোগীরা অংশগ্রহণের পূর্বে তাদের কোন আয় রোজগারের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত হয়ে তাদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। প্রকল্প থেকে দৈনিক টাকা পেতো এবং সঞ্চয়ের ব্যবস্থা ছিল। সেই সঞ্চিত অর্থ দিয়ে অনেকেই বাড়ি/ঘর মেরামত এবং ছেলে/মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন।

এছাড়া অনেকেই গরু/ছাগল বা হাঁস/মুরগীর খামার দিয়েছেন, স্বামী/ছেলেদের ভ্যান/রিক্সা ক্রয় করে দিয়েছেন, অনেকে ছোট মুদি/কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন, অনেকে মাছ চাষ, পোল্ট্রি উৎপাদন এবং শাক.সবজি চাষের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পরিবার এবং সামাজিকভাবে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সুফলভোগীদের পরিবারে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে যেমন- কিভাবে সুপেয় পানি পান করতে হয়, কিভাবে মার্তৃত্বকালীন সেবা নিতে হয়, কিভাবে গরু/ছাগল, হাঁস/মুরগীর পরিচর্যা বা উৎপাদন বাড়ানো যায়, কিভাবে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়, সহজ ও স্বল্প মূল্যে কিভাবে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা যায় ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বা ধারণা লাভের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং চিকিৎসা ব্যয় কমেছে বলে মতামত প্রকাশ করেন।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, মহিলা প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আরও জানান যে, প্রকল্প অফিস কর্তৃক নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ তদারকি করা হতো। তারা জানান যে, এ ধরণের প্রকল্প আরও বৃহৎ আকারে বাস্তবায়ন হওয়া দরকার। ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের মজুরির পরিমাণ বিদ্যমান ভোক্তা মূল্য সূচক ও মুদ্রাস্ফীতির সাথে সমন্বয় রেখে নির্ধারণ করলে ভাল হয় বলে মতামত প্রদান করেন।

৩.১৩ এফজিডি হতে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ

গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের আওতায় ৮টি বিভাগের প্রতি বিভাগ থেকে ১টি করে সর্বমোট ৮টি FGD পরিচালনা করা হয়েছে। এফজিডির মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডিতে সুফলভোগীরা ছাড়াও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি এফজিডিতে ১০-১২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এফজিডি হতে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে দেয়া হলো-



চিত্রঃ এফজিডি, শ্যামনগর, সাতক্ষিরা



চিত্রঃ এফজিডি, পুঠিয়া, রাজশাহী



চিত্রঃ এফজিডি, আজমিরিগঞ্জ, হবিগঞ্জ



চিত্রঃ এফজিডি, মিঠাপুকুর, রংপুর

ফলাফলসমূহ:

আলোচ্য বিষয়: ১- প্রকল্পের আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের যে ধরণের কাজ হয়েছে-

সভায় উপস্থিত সকলের নিকট জানতে চাওয়া হয় যে, প্রকল্পের আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কি কি কাজ করা হয়েছে। উপস্থিত সকলেই জানান যে, প্রকল্পের আওতায় সড়কের দুই পাশের ক্ষতিগ্রস্ত ঢাল পার্শ্ববর্তী জমির মাটি দিয়ে মেরামরতকরণ, সড়কের দুই পাশে আগাছা পরিষ্কারকরণ, সড়কের পাশে ঝোঁপ/ঝাড় পরিষ্কার, ব্রীজ/কালভার্টের আগাছা পরিষ্কার, উচু/নিচু সোল্ডার ভরাট এবং ঘাস রোপণ করে মাটির ক্ষয়রোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: ২- প্রকল্প কাজে নিয়োজিত হয়ে সুফলভোগীরা যেভাবে লাভবান হয়েছেন-

সভায় উপস্থিত সকলেই জানান যে, প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণের পূর্বে তাদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। অভাব, অনটন ছিল নিত্য সঙ্গি। এ প্রকল্পে নিয়োজিত হয়ে তাদের কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও তিন বেলা খাওয়ার সু-ব্যবস্থা হয়েছে, ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করাতে সক্ষম হয়েছে, গরু/ছাগল বা হাঁস/মুরগীর খামার দিয়েছেন, স্বামী/ছেলেদের ভ্যান/রিক্সা ক্রয় করে দিয়েছেন এবং হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে পেরেছেন মূলত এভাবে তারা লাভবান হয়েছেন এবং সামাজিক ও পারিবারিকভাবে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: ৩- প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সঞ্চয়ের টাকা সুফলভোগীরা যে কাজে ব্যয় করেছেন-

সভায় উপস্থিত সকলেই জানান যে, দৈনিক ৫০ টাকা করে প্রকল্প অফিসে সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখা হতো। ২ বছর পর এককালীন সেই সঞ্চয়ের টাকা তারা পেয়েছেন। উপস্থিত সকলেই জানান যে, সঞ্চয়ের টাকা তারা বিভিন্ন কাজে ব্যয়

করেছেন যেমন- অনেকেই গরু/ছাগল বা হাঁস/মুরগীর খামার দিয়েছেন, স্বামী/ছেলেদের ভ্যান/রিক্সা ক্রয় করে দিয়েছেন, ছোট দোকান দিয়েছেন, অনেকের বাড়ী/ঘর তৈরি বা মেরামত করেছেন, অনেকে ছেলে/মেয়েদের বিবাহ দিয়েছেন। এছাড়াও অনেকে পরিবারের বিভিন্ন ধরণের ধার-দেনা বা ঋণ পরিশোধ করেছেন।

আলোচ্য বিষয়: ৪- প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যেমন ছিল-

সভায় উপস্থিত সকলেই জানান যে, প্রকল্পের আওতায় তারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ভাল ছিল। প্রশিক্ষণে তারা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, দুর্যোগ প্রশমন, বিভিন্ন আয় বর্ধক ব্যবসা সংক্রান্ত, মাতৃত্বকালীন বিভিন্ন সেবা সম্পর্কিত, শাক/সবজি চাষ, কর্মসংস্থান ও টেকসই আয় এবং গরু/ছাগল, হাঁস/মুরগী পালন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া হয়নি বলে জানান।

আলোচ্য বিষয়: ৫-প্রশিক্ষণ পেয়ে সুফলভোগীরা যেভাবে লাভবান হয়েছেন-

সভায় উপস্থিত সকলেই জানান যে, প্রশিক্ষণের মাধ্যেমে তারা বিভিন্নভাবে লাভবান হয়েছেন যেমন- নিজেদের পরিবারের জন্য স্বল্প মূল্যে ও সহজে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস তৈরি হয়েছে। এছাড়া, মার্তৃত্বকালীন কি কি সেবা নেয়া দরকার সে সম্পর্কে আত্নীয়-স্বজন বা প্রতিবেশিদের ধারণা প্রদান করতে পারছে, আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য নিজেকে তৈরি করার প্রয়াস পেয়েছেন, গরু/ছাগল, হাঁস/মুরগী খামার বৃদ্ধি পেয়েছে, শাক/সবজি চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: ৬- প্রকল্প কাজে নিয়োজিত হয়ে সুফলভোগীদের যে ধরণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে-

এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী সুফলভোগীরা জানান যে, প্রকল্পে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বে তাদের কোন আয় বর্ধক কাজ ছিল না। অনেকে মাঝে মাঝে দিন-মজুরের কাজ করেছেন। কিন্তু প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত হয়ে তাদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছিল। প্রকল্প থেকে দৈনিক টাকা পাওয়া যেতো এবং সঞ্চয়ও ছিলো। সেই সঞ্চিত অর্থ দিয়ে তারা অনেকেই গরু/ছাগল বা হাঁস/মুরগীর খামার দিয়েছেন, স্বামী/ছেলেদের ভ্যান/রিক্সা ক্রয় করে দিয়েছেন, ছোট ব্যাবসা শুরু করেন, মাছ চাষ এবং শাক.সবজি চাষের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: ৭- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকায় কি ধরনের পরিবর্তন আসছে বলে মনে করেন?

সভায় উপস্থিত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ জানান যে, প্রকল্পের আওতায় তাদের এলাকার দুঃস্থ, অসহায়, অসচ্ছল কিংবা বিধবা নারীগণ কাজ করেছেন। প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত হয়ে তারা এখন স্বাবলম্বী হতে পেরেছেন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের মাধ্যমে স্থায়ী আয়ের সুযোগ হয়েছে। সুফলভোগীদের সামাজিক ও পারিবারিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে, এলাকার অনেকেই পরিবার পরিকল্পনা এবং মার্তৃত্বকালীন সেবা সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। এছাড়া, এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বছরব্যাপি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কারণে কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে পরিবর্তনসহ স্কুল/কলেজ, হাট/বাজার, মসজিদ/মাদ্রাসা যাতায়াতে সহজ হয়। রাস্তার ঝোঁপ/ঝাড় পরিষ্কারের ফলে সড়কের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, সহজ যাতায়াতের মাধ্যমে এলাকার কৃষি, মৎস্য ও অন্যান্য খাতে কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধি পায়।

আলোচ্য বিষয়: ৮- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা-

সভায় উপস্থিত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ জানান যে, প্রকল্পের আওতায় তাদের এলাকার দুঃস্থ, অসহায়, অসচ্ছল কিংবা বিধবা নারীগণ কাজ করেছেন। পূর্বে তারা ছিল অবহেলিত। প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত হয়ে তারা এখন স্বাবলম্বি হতে পেরেছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের মাধ্যমে স্থায়ী আয়ের সুযোগ হয়েছে। ছেলে-মেয়েদের বিবাহ, চিকিৎসা, পরিবারে খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে মতামত প্রকাশের মাধ্যমে পরিবারে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় তাদের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। হাট/বাজার ও সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণ চোখে পরার মতো। এছাড়া জানান যে, তাদের মধ্যে থেকে অনেকে এখন জন প্রতিনিধি হয়ে নারী ক্ষমতায়নের স্বাক্ষর রাখছে।

আলোচ্য বিষয়: ৯- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে কিনা -

সভায় উপস্থিত সকলেই জানান যে, প্রকল্পের পূর্বে তারা ৩ বেলা খেতে পারতো না। পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাবার আশাও করতো না। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বাবলম্বি হতে পেরেছে এবং ক্রয় ক্ষমতাও বেড়েছে। তাই প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের বিশেষ করে দুঃস্থ, অসহায়, অসচ্ছল মানুষদের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: ১০- সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কোন অসংগতি, ত্রুটি /বিচ্যুতি ছিল কিনা-

সভায় উপস্থিত সকলেই জানান যে, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের কিছুটা অসংগতি ছিল যেমন- সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মূল কাজ ছিল সড়কের সোল্ডারে মাটি ভরাট করা। সড়কের পাশের জমি থেকে মাটি ভরাট করা হতো এ জন্য অনেক সময় জমির মালিক মাটি দিতে অনিচ্ছা পোষণ করতেন। পরবর্তীতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ সেই সমস্যা সমাধান করতেন। এছাড়া, কর্মীদের এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাতায়াতে কোন টিএ প্রদান করা হতো না এবং দৈনিক কর্ম ঘন্টা শেষ হলেও মাঝে মাঝে বাড়তি কাজের কোন মজুরি প্রদান করা হতো না বলে জানান।

আলোচ্য বিষয়: ১১- এইরূপ প্রকল্প আরও বাস্তবায়ন হওয়ার দরকার আছে কি না-

সভায় উপস্থিত সকলেই জানান যে, অবশ্যই এইরূপ প্রকল্প আরও বাস্তবায়নের দরকার আছে। তারা জানান যে, প্রকল্প থাকলে দৈনিক টাকা পাওয়া যায়, এককালীন সঞ্চয় থেকে অনেক কিছু করা যায়, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া যায় তাই এইরূপ প্রকল্প বৃহৎ আকারে বাস্তবায়ন করা দরকার বলে মন্তব্য করেন।

আলোচ্য বিষয়: ১২- ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে যে ধরণের সংযোজন বিয়োজন দরকার-

সভায় উপস্থিত সকলেই জানান যে, চাহিদার তুলনায় ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রকল্পের সুফলভোগী কম হয়ে যায় তাই সুফলভোগীর সংখ্যা বাড়ানো দরকার। এছাড়া, ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের মজুরির পরিমাণ বিদ্যমান ভোক্তা মূল্য সূচকের সমন্বয় রেখে নির্ধারণ করলে ভাল হয় বলে মতামত প্রদান করেন।

আলোচ্য বিষয়: ১৩- এ প্রকল্পের সবচেয়ে দুর্বলদিকসমূহ-

সভায় উপস্থিত সকলেই জানান যে, দৈনিক মজুরির টাকা পেতে অনেক সময় ৩-৪ মাস লেগে যেতো। এছাড়া নারী কর্মীদের এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাতায়াতে কোন টিএ প্রদান না করা এবং দৈনিক কর্ম ঘন্টা শেষ হলেও মাঝে মাঝে বাড়তি কাজের কোন মজুরি প্রদান না করা।

৩.১৪ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা হতে প্রাপ্ত ফলাফল

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাকালীন স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা কামরুল ইসলাম সিদ্দিক সভাকক্ষ, এলজিইডি, মানিকগঞ্জে, এলজিইডি'র প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, মহিলা মেম্বারের প্রতিনিধি, শিক্ষক, সুবিধাভোগী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থীতিতে এবং "zoom" ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালার কার্যবিবরণী এবং মতামতসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো –



চিত্রঃ স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা

৩.১৪.১ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার কার্যবিবরণী

গত ০২ এপ্রিল ২০২২ তারিখ রোজ শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় এলজিইডি'র কামরুল ইসলাম সিদ্দিক সভাকক্ষ রুমে সরাসরি উপস্থিতি এবং "zoom" ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ ফয়জুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ এনডিসি (যুগ্ম-সচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ১। জনাব সালমা শহীদ, প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী প্রকৌশলী), "পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২" সমাপ্ত প্রকল্প এবং ২। জনাব মোঃ আজগর আলী, সহকারী পরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

এছাড়াও উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার এলজিইডি'র বিভিন্ন কর্মকর্তা (উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রশিক্ষক), প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীগণ, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, মহিলা মেম্বারের প্রতিনিধি, শিক্ষক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় ৫০ জনের উপস্থিতিতে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথির স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি "zoom" ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কর্মশালায় যুক্ত হন। প্রধান অতিথি মহোদয় শুরুতে আইএমইডি'র কার্যক্রম সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার গুরুত্ব এবং উপস্থিত সকলকে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে মতবিনিময় প্রদান করার জন্য আহবান করেন। সে অনুযায়ী কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথির স্বাগত বক্তব্যের শেষে সভাপতি'র অনুমতিক্রমে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার সঞ্চালক, প্রফেসর ড. আফজাল আহমেদ, সমীক্ষা টিম লীডার, পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২" সমাপ্ত প্রকল্প, কর্মশালায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনা করেন। তিনি প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, প্রকল্পের অর্জন ইত্যাদি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি এবং মাঠ পর্যায়ে এযাবতকৃত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রমের উপর গৃহিত বিভিন্ন কার্যাবলি উপস্থাপনা করেন। আইএমইডির সেক্টর-৩ এর সহকারী-পরিচালক জনাব মোঃ আজগর আলী, প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরবর্তী সময়ে সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে কর্মশালায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের কাছ থেকে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মতামত ও প্রশ্ন আহবান করা হয় এবং উক্ত কর্মশালা থেকে মতামতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো-

৩.১৪.২ ফলাফলসমূহ:

- শুরুতেই, প্রকল্প পরিচালক মহোদয় জানান যে, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সুবিধাভোগীগণকে দৈনিক ১৫০ টাকা করে মজুরি প্রদান করা হয়। মজুরির টাকা থেকে দৈনিক ৫০ টাকা সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখা হয়। যা ৪ বছর পর একাকালীন তারা প্রায় ৭২,০০০ টাকা পায়। এ সঞ্চয়কৃত টাকা দিয়ে তারা গরু/ছাগল ক্রয়, হাঁস/মুরগীর খামার, ঘর/বাড়ি মেরামত, ছেলে-মেয়ের বিবাহ, স্বামী/ছেলেকে ভ্যান/রিক্সা ক্রয়, পোল্ট্রির খামার ইত্যাদি কাজে ব্যয় করেছেন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদেরকে বিভিন্ন আইজিএ এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ ইত্যাদি সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নারীদের কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণের ফলে সুবিধাভোগীদের আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যতা হ্রাস পায় এবং পারিবারিক ও সামাজিকভাবে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানান।
- সভায় উপস্থিত স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জানান যে, পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২ প্রকল্পটি সমাজে পিছিয়ে পড়া অবহেলিত নারীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান যে, এ প্রকল্পে যথাযথভাবে কর্মী নির্বাচন এবং নিয়োগ করা হয়েছে এতে কোন অসামাঞ্জস্যতা ছিল না। তাছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীগণ পূর্বে তারা ৩ বেলা খেতে পারতোনা, দারিদ্র্যতা ছিল তাদের নিত্যসঙ্গি। কিন্তু প্রকল্পের কাজে অন্তর্ভুক্তির পর তাদের ৪ বছরের কাজের সুযোগ তৈরি হয়। দৈনিক বেতনের টাকা দিয়ে তারা পরিবারকে সাপোর্ট করে এবং এককালীন সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে তারা বিভিন্ন ধরণের আয়মূলক কাজে ব্যবহার করে। এভাবে আজ তারা স্বাবলম্বী হতে পেরেছে, দারিদ্র্যতা হ্রাস পেয়েছে।
- তবে তিনি জানান যে, প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীগণ দৈনিক মজুরির টাকা নিয়মিত পেতেন না। অনেকক্ষেত্রে ২-৩ মাস সময়ও অতিবাহিত হতো এবং বর্তমান বাজার দরের তুলনায় তাদের পারিশ্রমিক (মজুরি) খুবই কম। এই পারিশ্রমিক আরও বৃদ্ধি করা দরকার বলে সভায় অবহিত করেন। এ সময় কর্মশালায় উপস্থিত নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয় জানান যে, বাজেট প্রাপ্তির ফলে মাঝে মাঝে ২-৩ মাস সময় অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু সুবিধাভোগীগণ যথাযথভাবে টাকা পেয়েছেন।
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মতামত প্রদান করেন যে, বৃষ্টির কারণে সাধারণত রাস্তার ক্ষতি বেশি হয়। বিশেষ করে পাকা রাস্তার ঢাল মেরামতের দরকার হয়। বৃষ্টির পানি পাকা রাস্তার ঢালে গড়িয়ে পড়লে রাস্তার সোল্ডারের মাটি অপসারণ হয় যায় ফলে রাস্তা ভেঙ্গে যায়। পাকা রাস্তার ঢালে মাটি ফেলার কারণে রাস্তাটি ভেঙ্গে যাওয়ার থেকে রক্ষা পায়। রাস্তার পাশের ঝোপ/জোঙ্গল পরিষ্কার করার ফলে রাস্তার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে রাস্তার কাজে সুবিধাভোগীণ সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে তাদের দৈনিক আয়ের ব্যবস্থা হয়। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিকভাবে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যায়। তবে কর্মীদের মজুরির পরিমাণ বিদ্যমান ভোক্তা মূল্য সূচক ও মুদ্রাস্ফীতির সাথে সমন্বয় রেখে নির্ধারণ করা দরকার বলে অবহিত করেন। গ্রামীণ রাস্তা টেকসই ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি এবং প্রান্তিক পর্যায়ে দুঃস্থ, অসহায় নারীদের জন্য প্রকল্পটি গুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে সভায় মতামত প্রদান করেন।

- এছাড়াও জানান যে, প্রকল্প চলাকালীন সময়ে অপেক্ষমান তালিকা করা হয়। অর্থাৎ কোন মহিলা কর্মী যদি কোন কারণে কাজ করতে না চায়, সে ক্ষেত্রে অপেক্ষমান তালিকা থেকে ক্রু মহিলা নিয়োগ করা হয়।
- সভায় উপস্থিত সুবিধাভোগীগণের দলনেতারা মতামত প্রকাশ করেন যে, এলজিইডি থেকে প্রকল্পের কাজে ১০জনের একটি করে টিম গঠন করা হয়। উক্ত টিমে ১জন সভাপতি এবং ১জন সেক্রেটারী থাকতেন। এই দুই দলনেতা ব্যাংক থেকে মজুরির টাকা উত্তোলন করতেন। ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের পর দলের সবাইকে যথাযথভাবে মজুরির টাকা বন্টন করেন। এতে কোন অনিয়ম হয়নি। শুধু মাত্র রাজস্ব স্ট্যাম্প বাবদ তাদের থেকে ১০ টাকা কর্তন করা হয় বলে জানান। সুবিধাভোগীদের দলনেতার সাথে সভায় উপস্থিত সুবিধাভোগীগণ একমত পোষণ করেন।
- কর্মশালায় উপস্থিত সুবিধাভোগীগণ মতামত প্রকাশ করেন যে, প্রকল্পের কাজে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে তাদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। দারিদ্র্যতা ছিল তাদের নিত্যসঙ্গি। কর্মশালায় উপস্থিত সুবিধাভোগী কোহিনুর বেগম জানান যে, তার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয় তার। স্বামী ছিল কৃষক। তাদের ১ম সন্তান হওয়ার ৫ মাসের মাথায় তার স্বামী হঠাৎ পাগল হয়ে যায়। এ সময়ে স্বামীর পরিবারের অন্যান্য সদস্য তাকে বাড়ি থেকে বাহির করে দেন। তিনি হন স্বামী পরিত্যাক্তা। পরবর্তীতে তিনি প্রকল্পের কাজ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং প্রকল্পের কাজে অন্তর্ভুক্ত হন। প্রকল্পের কাজে অন্তর্ভুক্ত হয়ে দৈনিক মজুরির টাকা দিয়ে পরিবারের খরচ চালাতেন। ৪ বছর পর এককালীন সঞ্চয়ের ৭৫,০০০ টাকা পান কিন্তু তিনি সেই টাকা উত্তোলন করেননি। পরবর্তীতে আরও ২ বছর পর সুদসহ ১,০০,০০০ লক্ষ টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করেন। জমানো ১,০০,০০০ টাকা দিয়ে ২ শতাংশ জমি ক্রয় করেন। ২টি গরু ক্রয় করেন। বর্তমানে হাঁস/মুরগী আছে ২০-৩০টি। ছেলে ইলেক্ট্রিশিয়ান এর কাজ করে। জমিতে শাক/সবজি চাষ করেন। বর্তমানে তার মাসিক আয় ২০-৩০ হাজার টাকা। সমাজে তার গুরুত্ব বেড়েছে। এখন তার আর কোন অভাব নেই বলে সভায় মতামত প্রকাশ করেন।
- এছাড়াও সভায় উপস্থিত অন্যান্য সুবিধাভোগীগণ কোহিনুর বেগম এর মতো একই মতামত প্রকাশ করেন। তারা এখন স্বাবলম্বী হয়েছে। বর্তমানে তাদের মাসিক নূন্যতম আয় ১৫,০০০ টাকা। তাদের পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সভায় মতামত প্রকাশ করেন।
- তবে সভায় উপস্থিত সুবিধাভোগীগণ জানান যে, দৈনিক মজুরির টাকা পেতে তাদের সমস্যা হতো। মাঝে মাঝে ৩-৪ মাস সময় অতিবাহিত হয়ে যেতো। এ সময় তাদের পরিবারে খরচ চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে পরতো এবং দৈনিক মজুরির টাকা খুবই কম বলে মতামত প্রদান করেন। তারা জানান যে, বর্তমান বাজার দরের সাথে মজুরি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং সুবিধাভাগীর সংখ্যা বাড়ানো দরকার।
- কর্মশালায় উপস্থিত মহিলা প্রতিনিধিগণ জানান যে, প্রকল্পটি গ্রামীণ নারীদের জন্য খুবই উপকারি। তবে চাহিদার ভিত্তিতে প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়ানো এবং মজুরির টাকা বৃদ্ধি করা দরকার বলে মতামত প্রদান করেন।
- সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় পুনরায় সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

৩.১৪.৪ জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (এএসডি কনসালটেন্সি সার্ভিসেস) কর্তৃক দাখিলকৃত ২য় খসড়া প্রতিবেদনের ওপর গত ১৩.০৫.২০২২ তারিখ রোজ সোমবার বিকেল ৩.০০ ঘটিকায় আইএমইডির সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৩৩, ভবন নং-১২) জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।




চিত্রঃ জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা (আইএমইডির সম্মেলন কক্ষ)

গত ১৩.০৫.২০২২ তারিখ রোজ সোমবার বিকেল ৩.০০ ঘটিকায় আইএমইডির সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৩৩, ভবন নং-১২) সরাসরি উপস্থিতি এবং "zoom" ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আবু হেনা মোরশেদ জামান, সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব সেখ মোহাম্মদ মহসিন, প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, এনডিসি, মহাপরিচালক, সেক্টর-৩, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। কর্মশালায় মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুঃ শুক্কুর আলী, মহাপরিচালক, সেক্টর-৬, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

এছাড়াও উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত সচিব, আইএমইডি, প্রধান, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি, সিপিটিইউ এর প্রতিনিধি, প্রকল্প পরিচালক (পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি এবং আইএমইডির বিভিন্ন সেক্টরের মহাপরিচালক, পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রধান অতিথির স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি "zoom" ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কর্মশালায় যুক্ত হন। প্রধান অতিধি মহোদয় শুরুতে আইএমইডি'র কার্যক্রম সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালার গুরুত্ব এবং উপস্থিত সকলকে প্রতিবেদনের মান উন্নয়ন সম্পর্কে মতবিনিময় প্রদান করার জন্য আহবান করেন। সে অনুযায়ী কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনটির মান উন্নয়নে বেশ কিছু মন্তব্য এবং সুপারিশ করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান উক্ত কর্মশালার সুপারিশসমূহ প্রতিপালন এবং প্রতিবেদনে পুংখানুপুংখভাবে সন্নিবেশন করেছেন।

৩.১৫ প্রকল্পের সাফল্যগাথা (Success Stories)

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী ৩জন সুফলভোগীর কেইস স্ট্যাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। এদরে মধ্যে আঁখি আখতার, তাসলিমা বেগম এবং আকলিমা বেগম যথাক্রমে, হাঁস/মুরগী পালন, গরু/ছাগলের খামার, শাক/সবজি চাষ এবং ছোট ব্যবসা করছেন। প্রথমোক্ত দু'জন (আঁখি আখতার ও তাসলিমা বেগম) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তৃতীয় জন ছোট ব্যবসা'কে বড় করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী।

কেস স্ট্যাডি:১- আঁখি আক্তার

স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে যেতে চান বহুদূর

আঁখি আক্তার নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার কাইলাটি ইউনিয়নের সল্লাইকান্দি গ্রামের বাসিন্দা। এলাকায় এখন তিনি কঠোর পরিশ্রমী ও স্বাবলম্বী নারীর দৃষ্টান্ত। অথচ কিছু বছর পূর্বেও এ পরিবারে ক্ষুধার জ্বালা ছিলো দীর্ঘ। আজ খাওয়া পড়ার দুশ্চিন্তা নাই। সন্তানের বড় হওয়ার স্বপ্নে আগুয়ান। তাঁর আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ভিত গড়ে দিয়েছে এলজিইডির "পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২" প্রকল্প। এ অনন্য সাফল্যের জন্য আঁখি আক্তার আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

বাবা মায়ের সংসারে অভাব অনটন থাকায় অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় আঁখি আক্তারের বিয়ে হয়ে যায়। খুব ইচ্ছা ছিলো পড়ালেখা শেখার। কিন্তু মাত্র ১৪ বছর বয়সে নিজের মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করতে হয়। কৈশোরেই দাম্পত্য জীবন শুরু হয়ে যায়। বিয়ের পর ৩ সন্তানের মা হন আঁখি আক্তার। স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে জীবন যখন মোটামুটি চলছিলো, সন্তানদের ঘিরে স্বপ্ন ডানাপালা প্রসারিত হচ্ছিলো, ঠিক তখন তাঁর সাজানো বাগান তছনছ হয়ে যায়। স্বামী মরনব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। যতটুকু সম্পদ ছিলো তা বিক্রি করে স্বামীর চিকিৎসা করান; কিন্তু বাঁচানো সম্ভব হয়নি। স্বামীকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন আঁখি আক্তার। এ দুর্দশাগ্রস্ত সময়ে গ্রামের স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের ঘোষণা তাঁর দুশ্চিন্তা দূরের চাবি হিসাবে কাজ করে।




চিত্রঃ আঁখি আক্তার এবং তার খামার

"পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২" প্রকল্প থেকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস)- এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা শুনে আঁখি আক্তার যথাসময়ে ইউনিয়ন পরিষদে হাজির হন। তিনি দুস্থ ও পরিবার প্রধান এবং বিধবা হিসেবে 'ক' ক্যাটাগরিতে এলসিএস সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। এরপর এলসিএস সদস্য হয়ে শ্রমিকের কাজ ও নিয়মিত মজুরি পেতে থাকেন। দৈনিক ১৫০ টাকা মজুরির মধ্যে মাস শেষে দৈনিক ১০০ টাকা করে নগদ পান এবং ৫০ টাকা ব্যাংকে জমা হতে থাকে। এভাবে চার বছরে সুদসহ ৭৮০০০.০০ টাকা জমা হয় আঁখি আক্তারের। সেই সঙ্গে প্রকল্প থেকে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি। মজুরি, সঞ্চয়, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ ও উদ্যোগ আঁখি আক্তারকে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করে। জমানো টাকা দিয়ে হাঁস/মুরগি ও গরু পালন, বসতভিটেই শাকসবজি ও মাছ চাষের মধ্য দিয়েই দিনবদলের পথ পেয়ে যান আঁখি আক্তার। তিনি আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেন। কঠিন পরিশ্রম করে গত ১০ বছরে তিনি পরিবার থেকে ক্ষুধা দূর করেছেন, বাড়ির দরকারি অবকাঠামো নির্মাণ করেছেন, কিনেছেন কৃষি জমি। সন্তানদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন।

নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার কাইলাটি ইউনিয়নের সল্লাইকান্দি গ্রামের আঁখি আক্তার এলাকায় স্বাবলম্বী নারীর অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন। মর্যাদাপূর্ণ জীবনের স্বপ্ন, সাহস ও সুযোগের যথাযথ ব্যবহারে আঁখি আক্তার নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে গেছেন। প্রকল্প কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে আঁখি আক্তারের পারিবারিক মাসিক আয় ছিলো এক হাজার টাকা। এই আয় একটি পরিবারের দুর্দশার চিত্রই ফুটিয়ে তোলে। আঁখি আক্তারের স্বামী ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ক্যান্সার

চিকিৎসায় পরিবার সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতি মোকাবেলা করে আঁখি আক্তার ঘুরে দাঁড়ান। আঁখি আক্তারের আজ মাসিক আয় দাঁড়িয়েছে ২০ হাজার টাকা। আঁখি আক্তার স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে যেতে চান বহুদূর।

কেস স্ট্যাডি: ২- তাসলিমা বেগম

গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার উলপুর ইউনিয়নের উলপুর গ্রামে দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম হয় তাসলিমার। ৮ম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই তাঁর বিয়ে হয়। স্বামী অটোরিক্সা চালক। ১৫ বছর সংসার জীবনে ৩ সন্তানের মা হন তিনি। পরিবার পরিজন নিয়ে ভালোই দিন কাটছিলো তাঁর। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস- আকস্মিকভাবে স্বামী মারা যান। মাত্র ২৮ বছর বয়সে বিধবা হয়ে তাসলিমা ৩ সন্তান নিয়ে চরম দুর্দিনের মধ্যে পড়েন। তখন ৩ সন্তানের খাদ্য জোগানোই কঠিন হয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় লেখাপড়া। অনাহার অর্ধাহার তাঁর জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছিলো। ৩ সন্তানদের অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিচলিত হয়ে পড়েন। এমন সময় গ্রামের মহিলা মেম্বার প্রতিনিধি থেকে জানতে পারেন এলজিইডির "পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২" এ নারীদের জন্য কাজের সুযোগ রয়েছে। এরপর নির্ধারিত দিনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ইউনিয়ন পরিষদে যান এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস)-এর সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।



চিত্রঃ তাসলিমা বেগম এর গরু ও ছাগল পালন

তাসলিমা বেগম আরইআরএমপি-২ প্রকল্পের এলসিএস হিসেবে পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে নিয়মিত কাজ করতে থাকেন। মাসিকভিত্তিতে মজুরি পেতে শুরু করেন। মজুরির নির্ধারিত অংশ ব্যাংকের সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্টে জমা হতে থাকে। আরইআরএমপি-২ প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে শ্রমিকের কাজ পেয়ে তাঁর দিন বদলের গল্প শুরু। শুরু করেন হাঁস মুরগী ও গরু-ছাগল পালন। পাশাপাশি বসতভিটায় শাকসবজি চাষ। প্রকল্পের সদস্য হয়ে নানান কাজের প্রশিক্ষণ পান। প্রশিক্ষণ করতে পিছপা হননি তাসলিমা। ধীরে ধীরে হাঁস মুরগী ও গরু-ছাগল পালন এবং শাক/সবজি চাষের মাধ্যমে পরিবারে আয় বাড়ে, সন্তানের বিদ্যালয়ে ফিরে, জীবনমানের উন্নতি হয়। পাশাপাশি বিকশিত হয়েছে তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলী। সমাজে তাসলিমা এখন পরিশ্রমী আত্মপ্রত্যয়ী নারীর প্রতীক।

সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসায় সন্তানের স্কুলে যেতে শুরু করে। ছেলেকে ড্রাইভিং শেখানোর ব্যবস্থা করেন এবং ছেলের বিআরটিসিতে চাকুরি হয়। কৃষি জমি কেনেন, নতুন বাড়িতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা হয়। তাসলিমা বেগমের কেবল অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। এই সঙ্গে বিকশিত হয়েছে নেতৃত্ব প্রদানের সুপ্ত গুণাবলি। তিনি আজ আনসার ভিডিপির লিগ্যাল এইড কমিটির সদস্য। নারী অধিকার আদায় ও তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছেন। উন্নয়নমূলক কাজে নারীদের যুক্ত হতে প্রণোদনা যোগাচ্ছেন। আত্মনির্ভরশীলতা তাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে নিয়ত প্রেরণা যোগাচ্ছে। এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে তাছলিমা বেগম তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

কেস স্ট্যাডি: ৩- আকলিমা বেগম

বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলার ষাটগম্বুজ ইউনিয়নের দরগা মোড় গ্রামে দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম হয় আকলিমার। বাবা ছোট দোকান ব্যবসায়ি ছিলেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই বিয়ে হয় আকলিমার। স্বামী রিক্সা চালক। সংসার জীবনে ২ ছেলে সন্তানের মা হন তিনি। পরিবার পরিজন নিয়ে ভালোই দিন কাটছিলো তাঁর। কিন্তু আকস্মিকভাবে তার স্বামীর খাদ্য নালীতে ইনফেকশন দেখা দেয়। খুলনা মেডিকেল কলেজে আকলিমা তার স্বামীর অপারেশন করান। এরপর আকলিমার স্বামী আর রিক্সা চালাতে পারেন না। সংসারে দেখা দেয় অভাব অনটন। আকলিমা ২ সন্তান ও স্বামী নিয়ে চরম দুর্দিনের মধ্যে পড়েন। তখন ২ সন্তানের খাদ্য ও স্বামীর চিকিৎসা খরচ জোগানোই কঠিন হয়ে পরে। অভাব অনটনের মধ্যে তার বাবা মারা যায়। এ অবস্থায় আরও বিপর্যয় নেমে আসে আকলিমার জীবনে। সন্তানদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। অনাহার অর্ধাহার এবং স্বামীর চিকিৎসা ব্যয় তাঁর জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছিলো। বাবা মারা যাওয়ার পর আকলিমা তার বাবার ছোট দোকানটি দেখাশুনা করা শুরু করেন। কিন্তু তাতে স্বামীর চিকিৎসা খরচই চলেনা। স্বামীর চিকিৎসা খরচ অপরদিকে সংসারে খাদ্য খরচ মিটাতে ঋণগ্রস্থ হয়ে পরেন আকলিমা বেগম। এ দিকে সন্তানদের অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিচলিত হয়ে পড়েন। এমন সময় গ্রামে মাইকিং থেকে জানতে পারেন এলজিইডির "পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২" প্রকল্পে নারীদের জন্য কাজের সুযোগ রয়েছে। এরপর নির্ধারিত দিনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ইউনিয়ন পরিষদে যান। ইউনিয়ন পরিষদে এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, মহিলা মেম্বার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে তাকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস)-এর সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করেন।



চিত্রঃ আকলিমা এবং তার ব্যাবসা

আকলিমা বেগম আরইআরএমপি-২ প্রকল্পের এলসিএস হিসেবে পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে নিয়মিত কাজ করতে থাকেন। দৈনিক মজুরি পেতে শুরু করেন। মজুরির নির্ধারিত অংশ ব্যাংকের সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্টে জমা হতে থাকে। আরইআরএমপি-২ প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ শ্রমিকের কাজ পেয়ে তাঁর দিন বদলের গল্প শুরু। মজুরির টাকা দিয়ে সংসার খরচ আর স্বামীর ঔষধ খরচ চালান এবং ধীরে ধীরে ঋণের টাকা পরিশোধ করেন। ছোট ছেলেকে মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দেন।

আরইআরএমপি-২ প্রকল্পে যুক্ত হয়ে আকলিমা বেগমের পরিবারে আয় বাড়ে, স্বামীর প্রতি মাসে ঔষধ খরচ ২০০০/- উপার্জন করতে সমস্যা হয়না, জীবনমানের উন্নতি হয়। সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। সামাজিক ও পারিবারিকভাবে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি বিকশিত হয়েছে তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলি। সমাজে আকলিমা এখন পরিশ্রমী আত্মপ্রত্যয়ী নারীর প্রতীক। সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে তিনি দোকান ঘর মেরামত ও বড় করেন, বড় ছেলেকে মাছের ব্যবসা করার জন্য টাকা দেন। বড় ছেলে মাছের আড়ৎ থেকে মাছ ক্রয় করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। বড় ছেলে এখন মাছের ব্যবসায়ী। তাছাড়া আকলিমা বেগম দোকান দেখাশুনার পাশাপাশি এলাকায় ঘটকের কাজও করছেন। এখন তার মাসিক আয় নূন্যতম ১৫,০০০/-।

পর্যালোচনা ও মতামত:

উপরোক্ত ৩ জন সফল নারী হলো- আঁখি আক্তার, তাসলিমা বেগম এবং আকলিমা বেগম। প্রকল্পে অংশগ্রহণের পূর্বে তাদের পরিবারে ক্ষুধা ছিল চিরসঙ্গি। ছিলেন অভাব ও ঋণগ্রস্থ। তাঁরা জানতে পারেন এলজিইডির "পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২" প্রকল্পে দুঃস্থ নারীদের জন্য কাজের সুযোগ রয়েছে। এরপর নির্ধারিত দিনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ইউনিয়ন পরিষদে যান, সেখানে এলজিইডির বিভিন্ন কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং মহিলা মেম্বারগণ উপস্থিত থেকে তাদেরকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস)-এর সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। আরইআরএমপি-২ প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ শ্রমিকের কাজ পেয়ে তাদের দিন বদলের গল্প শুরু হয়।

এলসিএস সদস্য হয়ে শ্রমিকের কাজ ও নিয়মিত মজুরি পেতে থাকেন। দৈনিক ১৫০ টাকা মজুরির মধ্যে মাস শেষে দৈনিক ১০০ টাকা করে নগদ পান এবং ৫০ টাকা ব্যাংকে জমা হতে থাকে। এভাবে চার বছরে সুদসহ ৭৮০০০.০০ টাকা জমা হয়। সেই সঙ্গে প্রকল্প থেকে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মজুরি, সঞ্চয়, প্রশিক্ষণ ও উদ্যোগ তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করে। জমানো টাকা দিয়ে হাঁস/মুরগি ও গরু পালন, শাক/সবজি ও মাছ চাষ, ছোট দোকান মেরামত ও ব্যবসায়ের মধ্য দিয়েই দিনবদলের পথ পেয়ে যান তাঁরা এবং আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেন।

চতুর্থ অধ্যায়
SWOT বিশ্লেষণ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক "পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২" সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাকালীন কাঠামোগত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ, কাঠামোগত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে নিবিড় আলোচনা, দলীয় মুক্ত আলোচনা (এফজিডি), সরেজমিনে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিদর্শন এবং স্থানীয় কর্মশালা হতে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে প্রকল্পের সবল ও দুর্বলদিক, সম্ভাবনা ও ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় করা হয়েছে। প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (Strengths), দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesses), সুযোগসমূহ (Opportunities) এবং ঝুঁকিসমূহের (Threats) পর্যালোচনা নিম্নে দেওয়া হলো-

সবল দিকসমূহ (Strengths)	**দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesses)**
১. বরাদ্দ থেকে ১৭০০ লক্ষ টাকা কম ব্যয়ে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করা; ২. প্রকল্পের আওতায় ৯০,৯৬০ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়কের মেরামত কাজ শতভাগ সম্পন্ন করা; ৩. সুবিধাভোগী সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন, জীবিকার বৈচিত্র্যকরণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান; ৪. গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের ফলে কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি, ব্যবসা/বাণিজ্যের প্রসার; এবং ৫. গ্রামীণ এলাকায় দুঃস্থ নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।	১. উপকারভোগী মহিলা কর্মীদের দৈনিক মজুরির টাকা সময়মত প্রদান করতে না পারা; ২. বিদ্যমান ভোক্তা মূল্য সূচকের সাথে সমন্বয় না রেখে মজুরি নির্ধারণ করা; ৩. অঞ্চলভেদে দারিদ্র্যতার মাত্রা অনুযায়ী নারী কর্মীর সংখ্যা নির্ধারণ না করা; ৪. যথাযথ সড়কের ঢাল সংরক্ষণ ও মাটি কম্পেকশন না করা; ৫. এলজিইডির প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা মোতাবেক পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ না করা; ৬. প্রকল্প পরবর্তী ১টি অডিট আপত্তি এখনও নিষ্পত্তি না হওয়া; এবং ৭. প্রশিক্ষণ পরবর্তী উপকারভোগীদের যথাযথভাবে মনিটরিং করার ব্যবস্থা না থাকা।
সুযোগসমূহ (Opportunities)	**ঝুঁকিসমূহ (Threats)**
১. MDG-1 অর্জনে সরকারকে সহায়তা করার সুযোগ তৈরি হয়েছে; ২. দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ফলে কর্মসংস্থানের উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি; ৩. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে (বাল্য বিবাহ,বহু বিবাহ, মাতৃত্বকালীন সেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে); ৪. নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির সুযোগ; এবং ৫. গ্রামীণ সড়কগুলো মেরামতের কারণে যাতায়াত সহজের ফলে কৃষি/অকৃষি, ব্যবসা/বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে।	১. সড়ক মেরামত কাজে মাটি পেতে স্থানীয় জনসাধারণের সাথে বিরোধ; এবং ২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বৃষ্টি, বন্যা, মহামারি ইত্যাদি)।

পঞ্চম অধ্যায়

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ এবং প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় রেখে সমীক্ষার সার্বিক পর্যবেক্ষণ নিম্নে দেয়া হলো-

৫.১ প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

১. প্রকল্পের আওতায় ৯০৯৬০ কিঃমিঃ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শতভাগ অর্জন করা হয়েছে। যার ফলে স্কুল/কলেজ, মসজিদ/মাদ্রাসা, হাট-বাজার এবং পরিষেবা কেন্দ্রগুলোতে যাতায়াত সহজ এবং কৃষি/অকৃষি, ব্যবসা/বাণিজ্যে প্রসার হয়েছে। তবে বর্তমানে সড়কগুলো পুনরায় মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

২. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে আরডিপিপি অনুযায়ী ৫৯,১৮০ জন দুঃস্থ মহিলা কর্মীদের শতভাগ নিয়োগ করা হয়েছে এবং মহিলা কর্মীগণ দৈনিক মজুরি প্রাপ্তির ফলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ক্ষুধা থেকে মুক্তি পেয়েছে।

৫.২ মহিলা কর্মী নির্বাচন ও মজুরি প্রদান পর্যবেক্ষণ

১. কর্মীদের দৈনিক ১৫০ টাকা করে মজুরি প্রদান করা হয় এবং দৈনিক মজুরির ৫০ টাকা সঞ্চয় হিসেবে ব্যাংকে জমা থাকে। কিন্তু বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রকল্পের আওতায় কর্মরত কর্মীগণের মজুরি প্রাপ্তিতে বিলম্বের ফলে মাঝে মাঝে ৪-৫ মাস সময়ও অতিবাহিত হয়েছে।

২. এ প্রকল্পে বিদ্যমান ভোক্তা মূল্য সূচকের সাথে সমন্বয় রেখে দৈনিক মজুরি নির্ধারণ করা হয়নি। জীবন যাত্রার ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং শ্রমিকের মজুরি কম হওয়ায় অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে;

৩. এছাড়া দেশে অঞ্চলভেদে দারিদ্র্যতার মাত্রা অনুযায়ী নারী কর্মীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হলে অঞ্চলভেদে দারিদ্র্যতা হ্রাসে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারতো।

৫.৩ ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

১. অনুমোদিত আরডিপিপি/ডিপিপি'তে পণ্য ক্রয়ের ৯টি প্যাকেজের মধ্যে ৮টি প্যাকেজের ক্রয় পদ্ধতি ২টি করে রাখা হয়েছে এবং আরডিপিপি'তে পণ্য ক্রয় প্যাকেজের দরপত্র আহবান, চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তি সম্পন্নের সম্ভাব্য কোন তারিখ ও পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে ডিপিপি/আরডিপিপি প্রণয়নে ত্রুটি ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

২. পণ্য ক্রয়ের ০৯টি, কার্য ক্রয়ের ০১টি এবং সেবা ক্রয়ের ০৩টি প্যাকেজ ছিল। সমীক্ষাকালীন দেখা যায় যে, প্রকল্প অফিস কর্তৃক পণ্য ক্রয়ের ১টি প্যাকেজ (RERMP-2/GD-4) আরডিপিপি'র ক্রয় পদ্ধতি (NOTM) অনুযায়ী দরপত্র আহবান করা হয়েছে। বাকি ০৮টি প্যাকেজ আরডিপিপি'তে উল্লিখিত ক্রয় পদ্ধতি (DPM ও RFQ) অনুযায়ী পণ্য ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩. কার্য ক্রয়ের মাত্র ১টি প্যাকেজ ছিল এবং ক্রয় পদ্ধতি ছিল এলসিএস। বাস্তবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্দেশিকা মোতাবেক এলসিএস নিয়োগ করা হয়েছে। কার্য ক্রয়ে আরডিপিপির বরাদ্দ থেকে ৪৭১৫.৬৮ (৪.৬৩%) লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে।

১. সেবা ক্রয়ের ৩টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সেবা ক্রয়ের RERMP-2/S-1 (Training of Women crews & Others) প্যাকেজের আওতায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ২.০২% ভেরিয়েশন অনুমোদন করা হয়েছে।

৫.৪ লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন পর্যবেক্ষণ

১. প্রকল্পের আওতায় সকল সুবিধাভোগীর প্রকল্পকালীন সময়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয় যার ফলে তাঁরা চরম দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছে। যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। (সারণি-৩.২০)

২. সড়কের সোল্ডার মাটি দ্বারা মেরামত করে ঘাসের চাপড়া লাগানোর মাধ্যমে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হয়েছে। যার ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ৯০,৯৬০ কিঃমিঃ গ্রামীণ রাস্তার সাশ্রয়ী রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিন্তু পুনরায় সড়কগুলো মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সড়কের পাশে পর্যাপ্ত বৃক্ষ রোপণ করা হলে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা পেত এবং যথাযথ কম্পেকশন করলে সড়ক অধিকতর টেকসই হতো।

৩. প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ৫৯,১৮০ জন দুঃস্থ পরিবারের দারিদ্র্যতা হ্রাস টেকসই করা, দরিদ্র ও নিঃস্ব মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা উন্নত করে সরকারি পরিকল্পনাকে সমর্থন করা। প্রকল্প মেয়াদে ৫৯,১৮০ জন দুঃস্থ নারীর স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তীতে সুবিধাভোগীদের ৭০-৮০% এর নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে যার ফলে আয় বৃদ্ধি এবং পরিবারে দারিদ্র্যতা হ্রাস পেয়েছে। যা এখনও বিদ্যমান রয়েছে (সারণি ৩.১৯ ও ৩.২০)।

৫.৫ প্রকল্পের আউটপুট অর্জন পর্যবেক্ষণ

১. প্রকল্পের আওতায় ৯০,৯৬০ কিঃমিঃ গ্রামীণ রাস্তার শতভাগ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের ফলে গ্রাম্য এলাকায় শিক্ষা, চিকিৎসা এবং ব্যবসা/বাণিজ্যর ক্ষেত্রে উন্নতি বিদ্যমান রয়েছে।

২. প্রকল্প সময়ের জন্য ৫৯,১৮০ জন গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। যার ফলে উপকাভোগীদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

৩. সুবিধাভোগী ৫৯,১৮০ জন দক্ষতা উন্নয়ন, জীবিকার বৈচিত্র্যকরণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। বিভিন্ন ধরণের আইজিএ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কর্মসংস্থানে প্রয়োগের মাধ্যমে ৭৫.৬৯% সুবিধাভোগীর আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. তবে সকল সুবিধাভোগীকে ডাটাবেজের আওতায় এনে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং যারা সফল হয়েছেন তাঁরা কি কি কারণে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন এবং যারা সফল হতে পারেননি তাঁরা কি কি কারণে পারেননি তার একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন করা দরকার ছিল। এর মাধ্যমে পরবর্তীতে অনুরূপ প্রকল্প টেকসইভাবে ডিজাইন করা যেতো।

৫.৬ উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান পর্যবেক্ষণ

১. প্রকল্প সময়কালীন সময়ের জন্য আরডিপিপি অনুযায়ী ৫৯,১৮০ জন দুঃস্থ, অসহায়, অস্বচ্ছল নারীর ৪ বছরের কাজের সুযোগ তৈরি হয়। প্রকল্পের আওতায় শতভাগ মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে।

২. প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তীতে উপকারভোগীদের ৭০-৮০% এর বিভিন্ন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে (হাঁস/মরুগি পালন, গবাদি পশু পালন, মাছের খামার, ছোট ব্যবসা ইত্যাদি)। যার দ্বারা সুবিধাভাগীগণ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং পরিবার স্বাবলম্বী হয়েছে।

৩. বাকি ২০-৩০% এর নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। তারা দৈনিক মজুরির টাকা এবং সঞ্চয়কৃত টাকা পরিবারের অন্যান্য কাজে ব্যয় করেছেন।

৫.৭ সঞ্চয়কৃত টাকার ব্যবহার পর্যবেক্ষণ

১. প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত মহিলা কর্মীদের মজুরির থেকে দৈনিক ৫০ টাকা সঞ্চয় হিসেবে ব্যাংকে জমা ছিল যা ৪ বছর পর এককালীন ৭৫০০০-৭৮০০০ টাকা পায়। সঞ্চয়কৃত টাকা দিয়ে ২০-৩০% বাড়ি/ঘর মেরামত, ছেলে/মেয়ের বিবাহ কাজে ব্যয় করেছেন।

২. বাকি ৭০-৮০% হাঁস/মুরগী ক্রয়, ব্যবসার কাজে, গরু/ছাগল ক্রয়, জমি ক্রয়, স্বামী/ছেলেকে ভ্যান/রিক্সা ক্রয়, এবং পরিবারে অন্যান্য কাজে ব্যয় করেছেন। সঞ্চয়ের টাকা যথাযথ কর্মসংস্থানে ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে এনজিও এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার আরও তদারকি করা দরকার ছিল।

৫.৮ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

১. প্রকল্প মেয়াদে সুবিধাভোগীগণ প্রত্যেকেই বছরে ১২টি বিভিন্ন ধরণের আইজিএ (গরু মোটাতাজাকরণ, সেলাই, হাঁস/মুরগি পালন, গার্ডেনিং ইত্যাদি) এবং মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত (শিশু শিক্ষা, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ, শিশুর পুষ্টি, সুপেয় পানি পান, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সেনেটারি টয়লেট ব্যবহার, মাতৃত্বকালীন সেবা ইত্যাদি)

প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। বর্তমানে ৭৫.৬৯% সুবিধাভোগী আইজিএ বা দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে পারছেন। (সারণি-৩.২২ এবং ৩.২৪)

২. এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে উপকারভোগী পরিবারের সদস্যদের অপুষ্টিতে ভুগতে হচ্ছে না, পরিবার-পরিকল্পনায় সমস্যা হচ্ছে না এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রজনন প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে ৯৩.০৫% সুবিধাভোগীর পরিবারে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যয় কমেছে। যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। তবে প্রশিক্ষণ প্রদান পরবর্তীতে উপকারভোগীদের যথাযথভাবে ফলোআপ করা হলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শতভাগ প্রভাব নিশ্চিত করা যেতো (সারণি-৩.২৩)।

৫.৯ নারীর ক্ষমতায়নে প্রকল্পের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ

১. প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী ৫৯,১৮০ জন সবাই ছিল দুঃস্থ, অসহায় নারী। প্রকল্পটি নারীর ক্ষমতায়নে সরাসরি ভূমিকা রেখেছে। প্রকল্পের কাজে নিযুক্ত হয়ে বেইজলাইন থেকে গড়ে তাদের ৩৯.২১% আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উপকারভোগীগণ প্রকল্পের কাজে যুক্ত হওয়ার ফলে ৮৬.৪৬% পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছেন। এছাড়া ৮৮.৩৭% উপকারভোগীর RERMP-2 প্রকল্পে কাজ করার পর পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব বেড়েছে। যা এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

৫.১০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ

১. প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১ বছর পর জিওবি অংশে দুঃস্থ নারী কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে। জিওবি অংশে দুঃস্থ নারী কর্মীদের নিয়োগ কার্যকর হয় এপ্রিল ২০১৪ তারিখে। অথচ ইউরোপীয় অংশে অক্টোবর ২০১৩ তারিখে মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে।

২. প্রকল্পের আওতায় কোন পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়নি এবং নিয়মিত পিএসসি সভার আয়োজন করা হয়নি। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী ১টি অডিট আপত্তি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। অর্থাৎ প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কিছু ত্রুটি ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৫.১১ প্রকল্প টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ

১. প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি/আরডিপিপি'তে কোন টেকসইকরণ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে, প্রকল্পের কাজ টেকসইকরণে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার ছিল, যেমন- এলজিইডি'র প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা মোতাবেক সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সড়কের পাশে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ করা হলে প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নতি হতো। এছাড়া, যথাযথভাবে ঢাল সংরক্ষণ ও মাটি কম্পেকশন করা হলে সোল্ডার (Shoulder) অধিকতর টেকসই হতো।

২. প্রকল্পের আওতায় ২০-৩০% সুবিধাভোগী তাদের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে ছেলে/মেয়ের বিবাহ, বাড়ি/ঘর মেরামত ইত্যাদি কাজে ব্যয় করেছেন। যার কারণে, প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তীতে তাদের নতুন কোন কর্মসংস্থান এবং আয় উপার্জনের কোন পন্থা সৃষ্টি হয়নি। উপকারভোগীদের সঞ্চিত অর্থ যেন স্ব-কর্মসংস্থানে ব্যবহার হয় তার জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও এনজিও কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে তদারকি বৃদ্ধি করা দরকার ছিল। এছাড়া, উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ের প্রতিনিধি, ইউপি চেয়ারম্যান এবং মহিলা প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে উপকারভোগীদের সঞ্চিত অর্থ স্ব-কর্মসংস্থানে ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে উক্ত ২০-৩০% দুঃস্থ নারীদের দারিদ্র্যতা স্থায়ীভাবে হ্রাস পেতো মর্মে প্রতীয়মান হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশমালা ও উপসংহার

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ, প্রকল্প ফলাফল থেকে অর্জিত শিক্ষা এবং প্রকল্পের সবল ও দুর্বলদিকসমূহ বিবেচনায় রেখে প্রকল্প ফলাফলকে টেকসইকরণের নিমিত্ত নিম্নলিখিত সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হলো-

৬.১ সুপারিশমালা

১) ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মীদের মজুরির পরিমাণ বিদ্যমান ভোক্তা মূল্য সূচকের সাথে সমন্বয় রেখে নির্ধারণ করা যেতে পারে;

২) দেশে অঞ্চলভেদে দারিদ্র্যতার মাত্রা অনুযায়ী কর্মীর সংখ্যা নির্ধারণ করা যেতে পারে;

৩) উপকারভোগীদের সঞ্চিত অর্থ প্রকৃত কর্মসংস্থানে বিনিয়োগ করার লক্ষ্যে এনজিও এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কে আরও যত্নবান হওয়া;

৪) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অপর্যাপ্ত বরাদ্দের ফলে যেন প্রকল্পের আওতায় কর্মরত কর্মীগণের মজুরি প্রাপ্তিতে বিলম্ব না হয়, সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৫) প্রকল্পের আওতায়ে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকায় সুবিধাভোগী ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক অবস্থার কতখানি উন্নতি হয়েছে তা যথাযথ পরিমাপ করার লক্ষ্যে জিওবি ও পিএ অংশে একটা মূল্যায়ন ব্যবস্থা রাখা;

৬) একটি ইউনিয়নের সকল সুবিধাভোগী অথবা কিছু সুবিধাভোগী একত্রে ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারেন, যা একক বিনিয়োগের চেয়ে কার্যকর হতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কার্যকর ব্যবসায়ীক মডেল তৈরি করা যেতে পারে;

৭) সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ টেকসই করতে যথাযথ ঢাল সংরক্ষণ ও মাটি কম্পেকশনসহ সড়কের পাশে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ করা যেতে পারে;

৮) প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী এখনও ১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি তাই অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার; এবং

৯) প্রকল্পটির সফলতার দিক বিবেচনা করে ভবিষ্যতে সারা দেশে অনুরূপ প্রকল্প টেকসইভাবে ধারাবাহিক আকারে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৬.২ উপসংহার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক “পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২)” শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে সারা দেশে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সড়কের সোল্ডার মাটি দ্বারা মেরামত করে ঘাসের চাপড়া লাগানোর মাধ্যমে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হয়েছে। যার ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ৯০,৯৬০ কিঃমিঃ গ্রামীণ রাস্তার সাশ্রয়ী রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সড়কগুলো পুনরায় মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এছাড়া এলজিইডি’র প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা মোতাবেক সড়কের পাশে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ করা দরকার ছিল। সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচিতে গ্রামীণ ৫৯,১৮০টি দুঃস্থ পরিবারের ৪ বছর মেয়াদে স্থায়ী কর্মসংস্থানে সুযোগ তৈরি হয়। প্রত্যেকে দৈনিক ১৫০ টাকা করে মজুরি পায় এবং মজুরির টাকা থেকে দৈনিক ৫০ টাকা ব্যাংকে সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখা হয়। যা ৪ বছর পর একাকালীন প্রায় ৭৫,০০০-৭৮,০০০ টাকা হয়। এ সঞ্চয়কৃত টাকা দিয়ে তারা গরু/ছাগল ক্রয়, হাঁস/মুরগীর খামার, ঘর/বাড়ি মেরামত, ছেলে-মেয়ের বিবাহ, স্বামী/ছেলেকে ভ্যান/রিক্সা ক্রয় ইত্যাদি কাজে ব্যয় করেছেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তীতে ৭০-৮০% দুঃস্থ নারীদের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদেরকে বিভিন্ন আইজিএ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ ইত্যাদি সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণের ফলে সুবিধাভোগীদের আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যতা হ্রাস এবং পারিবারিক ও সামাজিকভাবে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পটির সফলতার দিক বিবেচনা করে ভবিষ্যতে সারা দেশে অনুরূপ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

রেফারেন্সসমূহ:

- প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি।
- প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন।
- আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদন।
- টার্মস অফ রেফারেন্স (ToR), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
- এলজিইডি'র প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা।
- PPA-2006- Public Procurement Act-2006, Ministry of Law, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.
- PPR-2008- Public Procurement Rule-2008, Ministry of Law, Justice and Perlamentary Affairs, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.
- Bangladesh Bureau of the Statistic-2017, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.
- 1Cochran WG (1977). Sampling Techniques, 3rd edition. New York: John Wiley & Sons.
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথি/পত্র।
- স্থীর চিত্র।

সংযোজনী-১

“পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২” শীর্ষক প্রকল্পের

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার

সুবিধাভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা

ক. তথ্যসংগ্রহের এলাকা/স্থান		
১। বিভাগ :	২। জেলা:	
৩। উপজেলা:	৪। ইউনিয়ন:	
খ. উত্তরদাতার পারিবারিক তথ্যাদি		
১। উত্তরদাতার নাম: ----------		
২। উত্তরদাতা পুরুষ/মহিলাঃ	১. পুরুষ ২. মহিলা	
৩। পিতা / মাতা / স্বামীর নাম: ----------		
৪। ফোন/মোবাইল: ----------		
৫। বয়স (বছর): ----------		
৬। উত্তরদাতার বৈবাহিক অবস্থা: ১. বিবাহিত, ২. বিধবা, ৩. তালাক প্রাপ্তা, ৪. আলাদা/পরিত্যাক্তা		
৭। উত্তরদাতার পেশাঃ *১. ক্ষুদ্র ব্যবসা, ২. গৃহিণি, ৩. কৃষি, ৪. মাঝারি ব্যবসা, ৫.বেসরকারি চাকুরি, ৬.বাসা বাড়িতে কাজ, ৭. এনজিও প্রকল্পে কাজ, ৮.ছোট দোকানদার, ৯.পোল্টি ব্যবসা, ১০.গবাদি পশু পালন, ১১. ক্ষুদ্র পোষাক তৈরির কারখানা, ১২. সেলাই কাজ, ১৩.লেদ মেশিন ও ওয়ার্কশপ, ১৪. অন্যান্য উল্লেখ করুন*----------		
৮। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ *১. অক্ষরজ্ঞানহীন ২. ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ৩. ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি ৪. দশম শ্রেণির নিচে ৫.এসএসসি/দাখিল/সমমান পাশ ৬. এইচএসসি/সমমান পাশ ৭. স্নাতক বা তার উপরে*		
৯। বসবাসরত বাসস্থানের ধরণ কেমন? *১) পাকা ২) অর্ধ পাকা ৩) কাঁচা ৪) ঝুপড়ি ঘর ৫) টিনের ঘর ৬) অন্যান্য*		
১০। আপনার বাড়ীর লেট্রিন এর ধরণ কেমন? ১) পাকা *২) কাঁচা ৩) ঝুপড়ি ঘর ৪) টিনের ঘর ৫) অন্যান্য*		
১১। আপনার বাড়িতে খাবার পানির উৎস কি? ১. টিউবওয়েল, ২. কুয়া, ৩. পুকুর, ৪.নদী, ৫.খাল/বিল		
১২। আরইআরএমপি-২ ছাড়া অন্যা কোন আয় মূলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন কি না? (১. হ্যাঁ ২. না)		
১৩। এই পেশা থেকে আপনার মোট আয় কত? ----------টাকা		
১৪। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আপনার পরিবারের মাসিক আয় কত ছিল?----------টাকা		
১৫। প্রকল্প গ্রহণের পর আপনার পরিবারের মাসিক আয় কত?----------টাকা		
১৬। আপনার পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা কত? ----------ছেলে ----------মেয়ে, মোট --------জন		
১৭। আপনি/ আপনার স্বামী কি কখনও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন? (১. হ্যাঁ ২. না)		
১৮। আপনার পরিবারের কত জন ছেলে/মেয়ে স্কুলে যায়? ----------জন		
গ. স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যাদি		
১। আপনার সন্তানের স্বাস্থ্য কেমন? ১। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ২। রোগা পাতলা দেহের কিন্তু সুস্থ্য ৩। প্রায়শই অসুস্থ থাকে ৪। রোগা পাতলা দেহের ও অসুস্থ্য ৫। অপুষ্টিতে ভুগছে ৬। অন্যান্য উল্লেখ করুন----------		
২। আপনি কি আপনার সন্তানের জন্য নিয়মিত ইপিআই টিকা নিয়েছিলেন? (১. হ্যাঁ ২. না)		
৩। আপনার সর্বশেষ গর্ভকালীন সময়ে আপনি গর্ভকালীন সেবা/এএনসি সেবা নিয়েছেন কি? (১. হ্যাঁ ২. না)		

৪। আপনার সর্বশেষ সন্তান কোথায় ডেলিভারি হয়েছিল? ১. বাড়িতে ২. স্বাস্থ্য কেন্দ্রে	
৫। আপনার পরিবার সপ্তাহে ফলমূল যেমন-পেয়ারা, আপেল, কমলা ইত্যাদি খাবার গ্রহণ করেন কি? (১. হ্যাঁ ২. না, ৩. মাঝে মাঝে)	
৬। সর্বশেষ আপনার কি অসুখ হয়েছিল? ১. ডায়রিয়া, ২. চিকেন পক্স, ৩. জ্বর, ৪. টিবি, ৫. গ্যাস্ট্রিকে সমস্যা ৬. চর্মরোগ, ৭. উচ্চ রক্ত চাপ, ৮. জন্ডিস, ৯. টাইফয়েড ১০. বাতের ব্যাথা ১১. অন্যান্য উল্লেখ করুন----------	
৭। অসুস্থতার জন্য কোথায় চিকিৎসা করেছেন? ১. সরকারি হাসপাতাল, ২. বেসরকারি হাসপাতাল, ৩. গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার ৪. কবিরাজ ৫. হোমিওপ্যাথি, ৬. ফার্মেসি ৭. অন্যান্য উল্লেখ করুন----------	
ঘ. প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি	
১। আপনি প্রকল্পের যে কাজ করেছেন তার জন্য স্বামীর অনুমতি দরকার ছিল কি? (১. হ্যাঁ ২. না)	
২। আপনি কি নিজের আয়ের টাকা ব্যয় করেছেন? (১. হ্যাঁ ২. না)	
৩। আপনি কি RERMP 2 প্রজেক্ট অংশ নেয়ার পূর্বে পরিবারে কোনরকম শারীরিক মানসিক অত্যাচারের স্বীকার হয়েছেন? (১. হ্যাঁ ২. না)	
৪। হ্যাঁ হলে, কি ধরনের অত্যাচারের স্বীকার হয়েছেন? ১. শারীরিক ২.মানসিক ৩.শারীরিক ও মানসিক উভয়ই	
৫। RERMP 2 প্রজেক্টে অংশ নেয়াতে উল্লেখিত নির্যাতনগুলো কমেছে কি? (১. হ্যাঁ ২. না, ৩.কিছুটা কমেছে)	
৬। RERMP 2 প্রজেক্টে অংশ নেয়াতে আপনার খানার কোন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে আপনি ভুমিকা রাখতে পারেন ? (উত্তর একাধিক হতে পারে) ১। সন্তানের পড়াশোনা ২।সন্তানের বিবাহ ৩।পারিবারিক ব্যয় ৪। সম্পদ কেনা/বেচা ৫। অন্যান্য ৬। কোনটিই নয়	
ঙ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত তথ্যাদি	
১। আপনাকে (পদবী) বা কোন প্রতিষ্ঠান এই সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য নির্বাচিত করেছিলো? ----------	
২। কবে আপনাকে এই কাজের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে? সময়..... মাস .....সাল	
৩। কবে থেকে আপনি এই প্রকল্পের কাজ করেছেন? সময়..... মাস .....সাল	
৪। আপনার পরিবারের আরও অন্য কোনো সদস্য এই প্রকল্প কাজে যুক্ত ছিল কি? (১. হ্যাঁ ২. না)	
৫। হ্যাঁ হলে, কত জন----------	
৬। আপনাকে দৈনিক কত ঘন্টা কাজ করতে হয়েছে?.....ঘন্টা	
৭। সপ্তাহে আপনাকে কতদিন কাজ করতে হয়েছে?.....দিন	
৮। আপনি প্রতিদিন কত কিলোমিটার রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করে ছিলেন? .....কিলোমিটার	
৯। আপনার দৈনিক পারিশ্রমিক/ মজুরী কত টাকা ছিল?.....টাকা	
১০। আপনার মজুরীর টাকা কি যথেষ্ট ছিল? (১. হ্যাঁ ২. না)	
১১। না হলে, দৈনিক কত টাকা মজুরী হলে ভাল হতো? ----------টাকা	
১২। আপনি আপনার পারিশ্রমিক/মজুরী কীভাবে পেয়েছেন? ১) প্রতিদিনের কাজের মজুরী প্রতিদিনেই ২) সাপ্তাহিক ৩) মাসিক বেতন হিসাবে ৪) অন্যান্য ----------	
১৩। আপনি মোট কতদিন এই কাজ করেছেন?.....দিন.....মাস.....বছর	
১৪। আপনাকে অতিরিক্ত কাজ করার জন্য কোনো টাকা মজুরী পেয়েছেন কি? (১. হ্যাঁ ২. না)	
১৫। হ্যাঁ হলে, কত টাকা আপনি পারিশ্রমিক/মজুরী পেয়েছেন..... টাকা	

১৬। দিনে মজুরীর কত টাকা প্রকল্প অফিসে সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখা হয়েছে .....টাকা	
১৭। আপনার মোট কত টাকা সঞ্চয় জমা হয়েছিলো?.....টাকা	
১৮। আপনার সঞ্চয়ের টাকা পেতে কোন সমস্যা হয়েছিল কি? (১. হ্যাঁ ২. না)	
১৯। সঞ্চয়ের টাকা কি কাজে ব্যয় করেছেন? ১.ব্যাবসা করছি, ২. ঘর মেরামত করেছি,৩ ছেলে /মেয়ে বিয়ে দিয়েছি, ৪ গরু/ছাগল ক্রয় করেছি, ৫ অন্যান্য	
২০। বাড়ি থেকে আপনার এই কাজের স্থান কত দূরে ছিল?.....কিঃ মিঃ	
২১। এই রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করতে গিয়ে আপনি কোন সমস্যায় পড়েছিলেন কি? (১. হ্যাঁ ২. না)	
২২। হ্যাঁ হলে, কি ধরনের সমস্যা ছিল?	
২৩। সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সম্পৃক্ত হয়ে আপনার কি কি লাভ হয়েছে বলে মনে করেন? ১.ঠিকমত খাওয়া দাওয়া খেতে পারছি, ২. সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, ৩.ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া করাতে পারছি, ৪. অসুস্থ হলে চিকিৎসা নিতে পারছি, ৫. অন্যান্য উল্লেখ করুন	
২৪। এ কাজের ফলে দেশের কি কি উপকার হয় বলে মনে করেন? ১.এলাকার রাস্তাঘাট সুন্দর থাকে, ২ যোপ জঙ্গাল পরিষ্কার থাকে, ৩ ভাঙ্গা রাস্তা ঘাট মেরামত হয়, ৪. মানুষের চলাফেরা করতে সুবিধা হয় ৫. অন্যান্য উল্লেখ করুন----------	
২৫। আপনি কি চান অনুরূপ প্রকল্প আরও বাস্তবায়ন হউক? (১. হ্যাঁ ২. না)	
চ. প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত	
১। আর ই আর এমপি-২ প্রকল্পের আওতায় আপনি কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি? (১. হ্যাঁ ২. না)	
২। ট্রেনিং এর বিষয়বস্তুগুলো কি ছিল?- *১)* স্বাস্থ্য, পুষ্টি প্রজনন ২) অর্থ-উপার্জনকারী ও ব্যবসায় উন্নয়ন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ন প্রশিক্ষণ ৩) সামাজিক সমস্যা ও তার প্রতিকার বিষয়ক তথ্যের উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৪) *মাতৃত্বকালীন নিরাপদ সেবা বিষয়ক(গর্ববতীকালীন , প্রসবকালীন ও গর্ভপরবতী সেবা সমন্ধে) ৫) অন্যান্য*	
৩। আপনার খানার আর অন্য কেউ কি আরই আরএমপি-২ প্রকল্পের আওতায় কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি? (১. হ্যাঁ ২. না)	
৪। প্রশিক্ষণকালীন ভাতা পেয়েছেন কি? (১. হ্যাঁ ২. না)	
৫। আপনি কত দিনের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন? ----------দিন	
৬। প্রশিক্ষণের মেয়াদ যথেষ্ট ছিল কি? (১. হ্যাঁ ২. না)	
৭। প্রকল্পের আওতায় আপনি কত বার প্রশিক্ষণের নিয়েছেন? ১. ১ বার ২. ২ বার ৩. ৩ বার ৪. ৪ বার	
৮। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান আপনি আপনার খানার সদস্যরা কাজে লাগাতে পেরেছেন বা পারছেন কি? (১. হ্যাঁ ২. না)	
৯। হ্যাঁ হলে, কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন? ----------	
১০। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ পেয়ে আপনার কি কি উপকার হয়েছে?----------	
১১। প্রকল্পে কাজ করার পর সরকারি কোনো সেবা নেওয়ার সুযোগ বেড়েছে কি? (১. হ্যাঁ ২. না)	
১২। হ্যাঁ হলে, কি কি সেবা নেয়ার সুযোগ পেয়েছেন?----------	
১৩। আপনার মতে এই কাজের (প্রকল্পের) সমস্যা বা দুর্বল দিকগুলো কি কি?	
১৪। আপনার মতে, এই কাজের (প্রকল্পের) সুবিধাগুলো কি কি?	

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------

সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------

“পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২” শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য

কন্ট্রোল গ্রুপের জন্য প্রশ্নমালা

ক. তথ্যসংগ্রহের এলাকা/স্থান		
১। বিভাগ :	২। জেলা:	
৩। উপজেলা:	৪। ইউনিয়ন:	
খ. উত্তরদাতার পারিবারিক তথ্যাদি		
১। উত্তরদাতার নাম: ----------		
২। উত্তরদাতা পুরুষ/মহিলাঃ ১. পুরুষ ২. মহিলা		
৩। পিতা / মাতা / স্বামীর নাম: ----------		
৪। ফোন/মোবাইল: ----------		
৫। বয়স (বছর): ----------		
৬। উত্তরদাতার বৈবাহিক অবস্থা: ১. বিবাহিত, ২. বিধবা, ৩. তালাক প্রাপ্তা, ৪. আলাদা/পরিত্যাক্তা		
৭। উত্তরদাতার পেশাঃ *১. ক্ষুদ্র ব্যবসা, ২. গৃহিণি, ৩. কৃষি, ৪. মাঝারি ব্যবসা, ৫.বেসরকারি চাকুরি, ৬.বাসা বাড়িতে কাজ,* ৭. এনজিও প্রকল্পে কাজ, *৮.ছোট দোকানদার, ৯.পোল্টি ব্যবসা, ১০.গবাদি পশু পালন, ১১. ক্ষুদ্র পোষাক তৈরির কারখানা, ১২. সেলাই কাজ, ১৩.লেদ মেশিন ও ওয়ার্কশপ, ১৪. অন্যান্য উল্লেখ করুন*----------		
৮। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ *১. অক্ষরজ্ঞানহীন ২. ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ৩. ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি ৪. দশম শ্রেণির নিচে ৫.এসএসসি/দাখিল/সমমান পাশ ৬. এইচএসসি/সমমান পাশ ৭. স্নাতক বা তার উপরে*		
৯। বসবাসরত বাসস্থানের ধরণ কেমন? *১) পাকা ২) অর্ধ পাকা ৩) কাঁচা ৪) ঝুপড়ি ঘর ৫) টিনের ঘর ৬) অন্যান্য*		
১০। আপনার বাড়ীর লেট্রিন এর ধরণ কেমন? ১) পাকা *২) কাঁচা ৩) ঝুপড়ি ঘর ৪) টিনের ঘর ৫) অন্যান্য*		
১১। আপনার পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা কত? ----------ছেলে ----------মেয়ে, মোট ----------জন		
১২। আপনি/আপনার স্ত্রী পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি? (১. হ্যাঁ ২. না)		
১৩। আপনার পরিবারের কত জন ছেলে/মেয়ে স্কুলে যায়? ----------জন		
১৪। আপনার সন্তানের স্বাস্থ্য কেমন? ১। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ২। রোগা পাতলা দেহের কিন্তু সুস্থ্য ৩। প্রায়শই অসুস্থ থাকে ৪। রোগা পাতলা দেহের ও অসুস্থ্য ৫। অপুষ্টিতে ভুগছে ৬। অন্যান্য		
১৫। আপনার পরিবারের মাসিক আয় কত?----------টাকা		
১৪। আপনার পরিবার সপ্তাহে ফলমূল যেমন-পেয়ারা, আপেল, কমলা ইত্যাদি খাবার গ্রহণ করেন কি? (১. হ্যাঁ ২. না, ৩. মাঝে মাঝে)		
গ. প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি		
১। আপনি পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২ প্রকল্পের নাম জানতেন কি? (১. হ্যাঁ ২. না)		
২। আপনি কি এ প্রকল্পে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন? (১. হ্যাঁ ২. না)		

৩। আপনার জানা মতে এ প্রকল্পের কাজ করে কেউ কি উপকৃত হয়েছে? (১. হ্যাঁ ২. না)	
৪। হ্যাঁ হলে, কিভাবে উপকৃত হয়েছে সংক্ষেপে বলুন।	
৫। আপনি কি এ ধরণের প্রকল্পের কাজে যোগদান করতে চান? (১. হ্যাঁ ২. না)	
৬। হ্যাঁ হলে, কি জন্য যোগদান করতে চান? ১। আয় বৃদ্ধি ২। প্রশিক্ষণ পাওয়া ৩। আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ ৪। অন্যান্য	
৭। আপনি কি চান এ ধরণের প্রকল্প আবারও বাস্তবায়ন করা হউক? (১. হ্যাঁ ২. না)	
প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত	
১। আপনি কি কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? (১. হ্যাঁ ২. না)	
২। হ্যাঁ হলে, কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? ----------	
৩। ট্রেনিং এর বিষয়বস্তুগুলো কি ছিল?- ১) স্বাস্থ্য, পুষ্টি প্রজনন ২) অর্থ-উপার্জনকারী ও ব্যবসায় উন্নয়ন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ন প্রশিক্ষণ ৩) সামাজিক সমস্যা ও তার প্রতিকার বিষয়ক তথ্যের উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৪) মাতৃত্বকালীন নিরাপদ সেবা বিষয়ক(গর্ববতীকালীন , প্রসবকালীন ও গর্ভপরবতী সেবা সমন্ধে) ৫) অন্যান্য	
৪। আপনার খানার আর অন্য কেউ কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কি? (১. হ্যাঁ ২. না)	
৫। প্রশিক্ষণকালীন ভাতা পেয়েছেন কি? (১. হ্যাঁ ২. না)	
৬। আপনি কত দিনের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন? ----------দিন	
৭। প্রশিক্ষণের মান কেমন ছিল? ১.ভাল, ২.খারাপ, ৩.মোটামুটি	
৮। আর ই আর এমপি-২ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানতেন কি? (১. হ্যাঁ ২. না)	

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------

সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------

সংযোজনী-৩

“পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২” শীর্ষক প্রকল্পের

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য

কেআইআই গাইডমালা

(প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে)

তারিখঃ

নাম: ফোন/মোবাইল:

পদবি: শাখা/সংস্থা:

দপ্তর/মন্ত্রলালয়:

১. প্রকল্প সংশোধনীর কারণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

২. প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তব অর্জনের মাত্রা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

৩. প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?

৪. এ প্রকল্পের Success stories গুলো কি কি?

৫. পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে ডিপিপি অনুযায়ী এবং ক্রয় আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮) যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি? মতামত প্রদান করুন।

৬. প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেজলাইন সার্ভে এবং সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন করা হয়েছিল কি?

৭. বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কিভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল? মতামত প্রদান করুন।

৮. প্রকল্পের PIC ও স্টিয়ারিং কমিটির মিটিং ডিপিপি অনুযায়ী হয়েছে কি? মোট কতগুলো মিটিং সম্পন্ন হয়েছে?

৯. অডিট (ইন্টারনাল/এক্সটারনাল) আপত্তি আছে কি? থাকলে কতটি আপত্তি আছে? কতটি নিস্পন্ন হয়েছে? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

১০. প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কোন অঙ্গের কাজ অসম্পন্ন থাকলে তার বিস্তারিত কারণসহ ব্যাখ্যা করুন।

১১. প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা করা হয়েছে?

১২. প্রকল্পের আওতায় কি ধরণের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে?

১৩. পিকেএসএফ এর আওতায় ২৭,৪০০ জন সুবিধাভোগী কিভাবে প্রকল্প কাজে নিয়োজিত করেছিলেন?

১৪. প্রকল্প কাজে সহায়তার জন্য ৪০টি অংশীদার সংস্থা কিভাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন? তাদের কি কাজ ছিল? তাদের সাথে কিভাবে সমন্বয় করা হতো?

১৫. গ্রামীণ দারিদ্র্য কমাতে, দরিদ্র ও নিঃস্ব মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা উন্নত করতে প্রকল্পের মাধ্যমে কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?

১৬. এই প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনার জন্য নতুন জনবলের প্রয়োজন ছিল কিনা এবং সে আনুযায়ী জনবলের সংস্থান হয়েছে কিনা? না হলে তার কারণ ও জনবল নিয়োগের হালনাগাদ অবস্থা বর্ণনা করুন।

১৭. সড়ক টেকসইভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন?

১৮. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কোনো ধরনের জটিলতার সম্মুখিন হয়েছেন কি? হলে জটিলতাগুলো কিভাবে কাটিয়ে উঠলেন?

১৯. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে স্থানীয় জনগণ বা অন্য কোন কারণে প্রকল্পের কাজ বন্ধ ছিল কি? থাকলে কি কি কারণে বন্ধ ছিল?

২০. প্রকল্পের সবলদিক সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

২১. প্রকল্পের ঝুঁকি সম্পর্কে মতামত প্রদান করুন।

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------

সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------

সংযোজনী-৩/১

“পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২” শীর্ষক প্রকল্পের

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য

কেআইআই গাইডমালা

(উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান, স্থানীয় চেয়ারম্যান, শিক্ষক, স্থানীয় গণ্যমান্য এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে)

তারিখঃ

নাম: ফোন/মোবাইল:

পদবি: শাখা/সংস্থা:

- “পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২” প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে কি কি জানেন?
- আপনার জানা মতে আপনার এলাকায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কি কি কাজ করা হয়েছিল?
- এই প্রকল্পের ফলে আপনার এলাকায় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কি কি ধরণের পরিবর্তন আসছে বলে মনে করেন?
- সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কোন ধরণের ত্রুটি/বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছিল কি? হলে কি ত্রুটি/বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছিল?
- এলজিইডি ও পিকেএসএফ কর্তৃক সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কিভাবে স্থানীয় জনবল নিয়োগ করেছিল?
- সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের কি কি সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে?
- এই প্রকল্পের ফলে আপনার এলাকায় প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা এবং খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে কি ধরণের পরিবর্তন আসছে বলে মনে করেন?
- প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত সচেতনতা এবং দুর্যোগ প্রশমন প্রশিক্ষণ পাওয়ায় কি ধরনের উপকার হয়েছে বলে মনে করেন?
- আপনার জানা মতে সড়ক রক্ষাবেক্ষণ কাজ প্রকল্প অফিস কর্তৃক নিয়মিত তদারকি করা হতো কী?
- প্রকল্প কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জীবনযাত্রায় কি কি পরিবর্তন আসছে বলে মনে করেন?
- এই প্রকল্পের ফলে আপনার এলাকায় দারিদ্র্য, ক্ষুদা, পুষ্টিহীনতা কতটুকু কমেছে?
- এ ধরণের প্রকল্প আরও বাস্তবায়নের দরাকার আছে কি? থাকলে কেন?
- এই প্রকল্পের সবলদিক সম্পর্কে কিছু বলুন।
- এই প্রকল্পের দুর্বলদিক সম্পর্কে কিছু বলুন।

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------

সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------

সংযোজনী-৪

“পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২” শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য

FGD পরিচালনার জন্য চেকলিস্ট

১. আপনার এলাকায় প্রকল্পের আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কি কি কাজ করা হয়েছে?

---

২. প্রকল্প কাজে নিয়োজিত হয়ে আপনার কি কি লাভ হয়েছে বলে মনে করেন?

---

৩. প্রতিদেনের যে টাকা সঞ্চয় হিসেবে প্রকল্প হিসেবে জমা রাখতেন সেই সঞ্চিত অর্থ কি কি কাজে ব্যয় করেছেন?

---

৪. প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কেমন ছিল? এ সম্পর্কে বলুন।

---

৫. উক্ত প্রশিক্ষণ পেয়ে আপনারা কিভাবে লাভবান হয়েছেন?

---

৬. প্রকল্প কাজে নিয়োজিত হয়ে আপনার এলাকায় কি ধরণের কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি হয়েছে?

---

৭. প্রকল্প বাস্তাবায়নের ফলে আপনার এলাকায় কি ধরণেরর পরিবর্তন আসছে বলে মনে করেন?

---

৮. আপনার এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে কি? এ সম্পর্কে বলুন।

---

৯. আপনার এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে, ক্ষুদা, দারিদ্র্য কতটুকু হ্রাস পেয়েছে বলে মনে করেন?

---

১০. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কোন অসংগতি, ত্রুটি/বিচ্যুতি ছিল কি? এ সম্পর্কে বলুন।

---

১১. আপনার মতে এমন প্রকল্প আরও বাস্তবায়ন হওয়ার দরকার আছে কি? হলে, কি জন্য?

---

১২. ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নে কি ধরণের সংযোজন-বিয়োজন প্রয়োজন বলে মনে করেন?

---

১৩. আপনাদের মতে এ প্রকল্পের সবচেয়ে বেশি উপকারিতা/সবল দিকসমূহ কী কী।

---

১৪. আপনাদের জানা মতে এ প্রকল্পের সবচেয়ে দুর্বল দিকসমূহ কী কী।

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------

সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------

অংশগ্রহণকারীগণের নাম, পেশা, ঠিকানা ইত্যাদি

এফজিডি এর স্থান: উপজেলা: জেলা:

তারিখ:

অংশগ্রহণকারীগণের নাম	পেশা	ঠিকানা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫
১.				
২.				
৩.				
৪.				
৫.				
৬.				
৭.				
৮.				
৯.				
১০.				
১১.				
১২.				
১৩.				
১৪.				
১৫.				

সংযোজনী-৫

“পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-২” শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য

কেইস স্টাডির জন্য সমীক্ষা প্রশ্নমালা

১। বিভাগ :

২। জেলা:

৩। উপজেলা:

৪। ইউনিয়ন:

৫। পাড়া/মহল্লা

৬। মোবাইল নং-

৫। উত্তরদাতার নাম:

৬। স্বামী/ স্ত্রীর নাম:

৭। পিতার নামঃ

৮। মাতার নাম:

৯। পেশা:

প্রকল্পের সফলতাঃ

১. প্রকল্প কাজে যোগদানের পূর্বে আপনার মাসিক আয়----------টাকা

২. প্রকল্প কাজে যোগদানের পরে আপনার মাসিক আয়----------টাকা

৩. প্রকল্পের মাধ্যমে আপনি কিভাবে উপকৃত হয়েছেন?

৪. প্রকল্প গ্রহণের পর আপনার পরিবারের সুষম খাদ্যবাসে কি কি পরিবর্তন এসেছে?

৫.প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সঞ্চেয়র টাকা আপনি কি কাজে ব্যবহার করেছেন?

৬. প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ পেয়ে আপনার কি কি উপকার হয়েছে?

৭. আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কতটুকু ভূমিকা রাখছে বলে মনে করেন?

৮. প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে পরিবারে আপনার গুরুত্ব কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন?

৯. প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আপনার পরিবারে কি কি পরিবর্তন এসেছে?

১০. ভবিষ্যতে এমন প্রকল্পে আরও সম্পৃক্ত হতে চান কি? কেন হতে চান?

১১. আপনার মতে প্রকল্পের সবলদিক গুলো কি কি?

১২. এ প্রকল্পের দুর্বলদিক গুলো কি কি?

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------

সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------

সংযোজনী-৬

ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট
(প্রতিটি প্যাকেজের জন্য আলাদা আলাদা চেকলিস্ট ব্যবহার করা হবে)

ক্রমিক নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১	প্রকল্পের নাম	
২	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে)	
৫	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি	
৬	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ	
৭	দরপত্র প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?	১. হ্যাঁ ২.না
৮	নির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	১. হ্যাঁ ২.না
৯	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) **(বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম)**	১।পত্রিকার নামঃ (বাংলা)---------- তারিখঃ---------- ২।পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি)---------- তারিখঃ---------- ৩। সিপিটিইউ ওয়েব সাইট ---------- তারিখঃ----------
১০	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময়	শুরু----------শেষ----------তারিখঃ সময়ঃ
১১	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	----------টি
১২	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	----------টি
১৩	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	তারিখঃ সময়ঃ
১৪	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	----------জন
১৫	সিএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না?	১. হ্যাঁ ২.না
১৬	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	/ /
১৭	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	----------জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা----------জন
১৮	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	---------- জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা----------জন
১৯	জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি)	১. হ্যাঁ ২.না
২০	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	---------- টি
২১	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ	
২২	প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)	----------টাকা
২৩	চুক্তি মূল্য	----------টাকা
২৪	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	
২৫	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	
২৬	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	
২৭	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	
২৮	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ	

ক্রমিক নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন	
২৯	সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি? হলে কতদিন বৃদ্ধি ; এবং সময় বৃদ্ধির কারণ;		
৩০	ভেরিয়েশন হয়েছে কি?	১. হ্যাঁ ২.না	
৩১	হ্যাঁ হলে, কত % ভেরিয়েশন হয়েছে?		
৩২	ক্রয় সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট আছে কিনা?	হ্যাঁ	
		না	
৩৩	অডিট আপত্তি থাকলে কতটি আপত্তি আছে এবং কতটি নিস্পন্ন হয়েছে?	আপত্তির সংখ্যা----------টি নিষ্পত্তির সংখ্যা----------টি	
৩৪	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে তার কারণ?	---------- ----------	

প্রণয়নে



এএসডি কনসালটেন্সি সার্ভিসেস

বাসা # ৬১, রোড # ৬, ব্লক-এ, সেকশন # ১২,
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬